সূচীপত্র।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভূমিকা।

এই চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহাদি সমন্বিত অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্য দিয়া অহর্নিশ এক মহৎ পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। সেই স্রোতাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া সত্য স্বরূপ সনাতন জগন্নাথের হস্ত সমুদ্ভূতা নৃত্যময়ী প্রকৃতিদেবী অবিশ্রান্ত নব নব রূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডপতির অপরিসীম মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সময় চলিয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে জগতের সর্ব্বত্র কত পরিবর্ত্তন হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? দিন নাই রাত্রি নাই, চন্দ্রমা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিচরণ করিতেছে, পৃথিবী সূর্য্যদেবের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, সূর্য্যদেব যেন আবার আপনার সুবিশাল গ্রহোপগ্রহমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া অচিন্ত্য গতিতে অনন্ত পথে কাহার অন্বেষণে বাহির হইয়াছে। সাধারণ হইতে বিশেষে অবতরণ করি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হইতে তুলনায় সেই মহাসমুদ্র বক্ষে ক্ষুদ্রতম জলবিম্বসদৃশ আমাদের পৃথিবীতে অবতরণ করি, এখানেও অনিবার্য্য পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হইবে। কাল যেখানে মৃদু মন্দ মারুত সংযোগে সমুত্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গোপরি অমল ধবল ফেনরাজি তর তর গতিতে চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিতেছিল আজ সেই প্রশান্তদৃশ্য মহাসাগর বক্ষে সুরম্য হর্ম্ম্যমালাপরিশোভিত মহানগরী বিরাজ করিতেছে। একদিন যেখানে গভীর সমুদ্রগর্ভৈকবাসস্থান ভীষণ জলজন্তু সকল বিজৃম্ভিত মুখে আপনার আহার্য্য ক্ষুদ্র মৎস্য প্রাণিসকলকে তাড়না করিয়া সানন্দে ছুটিয়া যাইতেছিল, আজ সেই স্থলে গিরিরাজ হিমাচল যেন রবিমার্গ রোধ করিবার নিমিত্ত গগনমার্গে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সমুন্নত বক্ষে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জড় জগতের তো এই অবস্থা, প্রাণিজগতের বিষয় পর্য্যালোচনা করি, এখানেও কি দেখিতে পাই? সুবিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর ডারউইন জ্ঞানসমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক অপরিসীম পরিশ্রম ও অধ্যবসায় গুণে সমস্ত প্রাণিজগতের আকৃতি, গঠন, স্বভাব, রীতি, আহার্য্য ইত্যাদি পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সমস্ত জীব জন্তু প্রথমতঃ এক প্রকার জীবাণু হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কাল সহকারে অবস্থাভেদে অনিবার পরিবর্ত্তন ও ক্রমোন্নতি দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য ও সর্ব্বেতর মৎস্যাদি নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। এই বিবর্ত্তবাদের সত্যাসত্যতার বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত না

হইলেও এক মনুষ্য জাতির মধ্যে যে যুগে যুগে অসংখ্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এমন এক সময় ছিল, যখন মনুষ্য ও ইতর জন্তুর মধ্যে কেবল আকৃতি গত পার্থক্য ভিন্ন বিশেষ অন্য কোনও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইত না। উভয়েই নিরাশ্রয় গিরিগহ্বরে অবস্থান পূর্ব্বক পরস্পরের উপর আধিপত্য লাভের নিমিত্ত বিষম সমরে প্রবৃত্ত ছিল। অনন্তর ক্রমে জ্ঞান বুদ্ধি ও অপরাপর আধ্যাত্মিক বৃত্তি নিচয়ের পরিস্ফুটন দ্বারা মনুষ্য অন্যান্য জীব জন্তুর উপর একাধিপত্য সংস্থাপন, ও সৃষ্টি কর্ত্তার শিল্পচাতুরীর আভাস মাত্র অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া অপার আনন্দ লাভ করিতেছে। এই মনুষ্য সমাজের পরিবর্ত্তন স্রোত আবার আমাদের ভারত-বর্ষে যেরূপ খরতর বেগে প্রবাহিত হইয়াছে, ভূমণ্ডলে অন্য কুত্রাপি এরূপ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় না।

অতি প্রাচীন কালে পূজ্যপাদ আর্য্যসন্তানদিগের ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে উপ-নিবেশ সংস্থাপন করিবার পূর্ব্বে এতদ্দেশে যে সকল আদিম জাতি বসতি করিত, তাহারা মানবজাতির বাল্যকাল সুলভ নানাপ্রকার কুসংস্কারাভি-ভূত ও অসভ্যজনোচিত আসুরস্বভাবপ্রণোদিত পাপাচার ও দুর্নীতি পরি-সেবিত ছিল। অপেক্ষাকৃত সমুন্নত ও ক্ষমতাশালী আর্য্যগণ তাহাদিগকে সমরে পরাভূত করিলে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই বশ্যতা স্বীকার করে। এই পরাজিত অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যাহারা অধীনতা স্বীকার করিয়া-ছিল, তাহাদিগকে শূদ্র আখ্যা প্রদানপূর্ব্বক নিজের দাসত্বকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আর্য্যগণ একটি নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। কার্য্যভেদে ক্রমে সেই আর্য্যসমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। মনুষ্য শক্তি পরিমিত, সুতরাং একজনকে স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা নিজের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইলে, তাহার প্রত্যেক বিষয়ে, কিংবা যে কোন বিষয়ে সমধিক উৎকর্ষ লাভ করা অসম্ভব। অতএব সাংসা-রিক কার্য্যকলাপ স্বল্পায়াসে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই আর্য্য-সমাজকে এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই নিয়মের অনুষ্ঠান হইতে প্রত্যক্ষরূপে সুধাময় ফল সমুৎপন্ন হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকা প্রদেশের অভ্যুদয় ও শ্রীবৃদ্ধির কারণ অনু-সন্ধান করিলে, এই শ্রমবিভাগ রীতিই ইহার মূলদেশে প্রত্যক্ষীভূত হইবে। আমাদের আর্য্য সমাজকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করারও মুখ্য উদ্দেশ্য

তাহাই; এবং ইহারই সুধাময় ফল স্বরূপ মহামহোপাধ্যায় আর্য্য মহর্ষিগণ মনুষ্যজাতির মুখোজ্জ্বল, ও রত্নপ্রসবিনী ভারতমাতার অঙ্কদেশ সুশোভন করিয়া গিয়াছেন; এবং ইহারই প্রভাবে দশরথসুত শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য নরপতিগণ প্রজাপালনাদি রাজধর্ম্মপ্রতিপালনে আদর্শ স্বরূপ হইয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভূমণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থই এক খরতর পরিবর্ত্তনস্রোতের মধ্যে পরিপোষিত হইতেছে। আর্য্য সমাজ সম্বন্ধেও সেই একই কথা; ইহার মধ্যেও অনবরত অসংখ্য পরিবর্ত্তন সংঘটন হইতেছিল, এবং এই সকল পরিবর্ত্তন যে কেবল অবিমিশ্র মঙ্গলের দিকে যাইতে ছিল তাহা নহে। কাল সহকারে অনেক অশুভ কার্য্য কলাপও নির্ব্বিবাদে সমাজ মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতেছিল। কিন্তু দেশের কোনরূপ প্রকৃত ইতিহাস না থাকায় এইক্ষণ সেই সকল সম্যক রূপে অবগত হওয়া অসম্ভব। যদিও পুরাণাদি গ্রন্থ নিচয় ঐতিহাসিক মূল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, তথাপি ঐ সকল গ্রন্থে কোন ঘটনাবলিই ধারাবাহিক রূপে আনুপূর্ব্বিক সন্নিবেশিত হয় নাই, আবশ্যক মতে স্থানে স্থানে কেবল অংশমাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে। পরন্তু লিখিতব্য গ্রন্থের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য সংরক্ষণ করিবার নিমিত্ত অধিকাংশ স্থলেই কবির স্বকপোলকল্পিত শ্রুতিমধুর অনেক অভিনব ভাব ও ঘটনা তাহাতে সংযোজিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় কবিকল্পনাপ্রসূত ঘটনা হইতে যথার্থ বিষয় সকলের সম্যক বিশ্লেষণ করা কোনরূপে সম্ভবপর নহে। তবে কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অবলম্বিত রীতি নীতি সকল পরিজ্ঞাত হওয়ার কোন উপায় নাই? তাহাও ঠিক নহে। সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিলে সংহিতাদি স্মৃতি শাস্ত্র সকল হইতে তাহার অনেক বিষয় সবিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

যখন সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর সৈকতভূমি আর্য্যদিগের উজ্জ্বশস্যে ও যজ্ঞযূপে সুশোভিত থাকিত, যখন তাঁহারা সোমরস পানে উন্মত্ত হইয়া পশু মাংস দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক সামগানে জগৎ মোহিত করিয়াছিলেন, আর্য্য সমাজের তখন এক অবস্থা। বৈদিক সময়ের সমাজ শাসন জন্য সূত্র নিচয় সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধদেবের বজ্রশক্তিতে বৈদিক সমাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। আর্য্য সমাজের স্রোতপরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। এই সময়ে মহর্ষি ভৃগুদ্বারা মানবধর্ম্ম শাস্ত্র প্রচার হইয়াছিল।*

* এস্থলে কেহ একপ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা মনুসংহিতাকে শাক্যসিংহের

কিন্তু এই সমাজও চিরস্থায়ী হইল না, কাল চক্রের আবর্ত্তনে সত্যের পর ত্রেতা আসিয়া উপস্থিত হইল। সমাজিক পরিবর্ত্তনের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের পরিবর্ত্তনও অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। মহর্ষি গৌতম তখন আর এক নূতন সংহিতা প্রকাশ করিলেন। কিছু দিন এই ভাবে গত হইল। আবার কাল স্রোতের পরিবর্ত্তনে দ্বাপর আসিয়া আর্য্য সমাজে প্রবেশ লাভ করিলেন। সমাজ নূতন আকার ধারণ করিল। আবার নূতন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। মহর্ষি শঙ্খ ও লিখিত তৎ-কালের জন্য নূতনসংহিতা প্রকাশ করিলেন। অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনশক্তির সাহায্যে ভীষ্মদ্রোণার্জ্জুনপ্রভৃতি মহাবীরগণকে গ্রাস করিয়া দ্বাপর চলিয়া গেল। দুর্ব্বল, ভীরু, ভণ্ড, শঠ, প্রতারক, ও মিথ্যাবাদী ভারত সন্তান দিগের সাহায্যে কলি আসিয়া সিংহাসন আরোহণ করিলেন। সামাজিক লাঞ্ছনার একশেষ হইল। তখন আবার নূতন ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রয়োজন হইল। মহর্ষি পরাশর তাহার জন্য সংহিতা প্রকাশ করিলেন।

গ্রন্থের প্রারম্ভেই ইহাকে কলিকালের পালনীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণ সমন্বিত আর্য্য সমাজের শেষাবস্থায় যে ইহা বিরচিত হইয়াছে, তৎ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই বিশাল বিশ্বসংসার এক মহৎ পরিবর্ত্তন স্রোতের মধ্যদিয়া অবিশ্রান্ত গতিতে ভাসিয়া যাইতেছে। একদিকে যেমন এই অচিন্ত্যশক্তি স্রোতাবর্ত্ত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে নিরন্তর গতিতে অনন্ত পথে লইয়া যাইতেছে, অপর দিকে আবার ইহা অস্মদীয় পৃথিবীর সামান্য একটি ধূলিকণাকেও ক্ষণ কালের নিমিত্ত বিশ্রাম করিতে অবকাশ প্রদান করিতেছে না। সাধারণ জন সমাজও কোন রূপে এই পরিবর্ত্তন স্রোত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। সময় মারুত সংযোগে কখনও বা ইহার

পরবর্ত্তী বলিয়া প্রকাশ করিতেছি। আমাদের মতে মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ রচনার বহু পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচার হইতে আরম্ভ হয়। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায় যে বিগত কল্পে এক সহস্র বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রচলিত কল্পেও একসহস্র বুদ্ধ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন। তন্মধ্যে চারিজন জন্মগ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন যথা, ১—ক্রকচ-চন্দ্র, ২—কঙ্কমুনি, ৩—কশ্যপ, ৪—সিদ্ধার্থ বা শাক্যসিংহ। (মল্লিখিত "হিয়োন সাঙের বাঙ্গালা ভ্রমণ" দেখ।)

উত্তাল তরঙ্গ সকল সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ সোপানারূঢ় জ্ঞান গরিমায় স্ফীতবক্ষ মানবগণের সহাস্য বদন মণ্ডলী প্রদর্শন করিয়াছে, আবার কাল সহকারে এই মহাস্রোতই সমাজকে আবর্ত্তের নিম্নতম কূপে নিক্ষেপ করতঃ বিকলাঙ্গ রোগীর ন্যায় ইহাকে অশেষ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া স্বীয় অপরিণামদর্শিতার বিষময় ফল আস্বাদন করাইয়া লইয়া যাইতেছে। পরাশরের সময়ে সমাজ এই শেষোক্ত ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থা হইতে বহুদূরে সংস্থাপিত ছিল না। পরাশর একটি শ্লোকে অতি সংক্ষেপে তৎকালীন সামযিক অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"ধর্ম্মো জিতো হ্যধর্ম্মেণ জিতঃ সত্যোঽনৃতেন চ।
জিতা ভৃত্যৈস্তু রাজানঃ স্ত্রীভিশ্চপুরুষা জিতাঃ॥"
(১ম অ, ৩০ শ্লোক।)

এই শ্লোকটি সমাজের যেরূপ ছবি প্রদর্শন করিতেছে, মনুষ্য সমাজের তাহা হইতে আর অধিক কি দুর্দ্দশা হইতে পারে? এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই সকল পাপাচার কি রূপে সমাজ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইল? সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, যে মূল ভিত্তির উপর সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেই এই পরিণামে অধঃপতনের কারণভূত গলদ সকল অধিষ্ঠান করিতেছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভারতে সর্ব্ব প্রথম উপনিবেশ স্থাপনকর্ত্তা আর্য্য দিগের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত নব প্রাতিষ্ঠিত সমাজ কেবল অবিমিশ্র শুভফলপ্রদ ছিল না। ইহার মজ্জাতে অনেক দূষিত পদার্থও দৃঢ়তররূপে সংবিন্যস্ত ছিল। ইংরেজিতে একটি বড় পাকা কথা আছে, "সকল বিষয়ই কিছু কিছু জানিবে, এবং বিষয় বিশেষকে ভাল রূপে অধ্যয়ন করিবে।" এই উপদেশটি আমাদের বিশেষ রূপে মনে রাখা উচিত। বর্ত্তমান সময়েও আমাদের দেশে অনেক সুশিক্ষিত সংস্কৃতশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা তাঁহাদিগের অধীত বিষয়ের বাহিরের কোন বিষয়ই অবগত নহেন। এমন অনেক নৈয়ায়িক অদ্যাপি ও এদেশে বর্ত্তমান আছেন, যাঁহারা সামান্য একটি মিশ্রযোগ কিংবা ভাগ করিতে হইলেই একেবারে চক্ষু স্থির করিয়া বসেন। ইহার কারণ এই যে, অধীতব্য বিষয় বিশেষ ভিন্ন

* It is wise to know something of everything and everything of something.

অন্য কোন বিষয়ে অতি সামান্য একটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিতেও তাঁহারা কদাপি যত্নবান্ নহেন।

এইরূপ একদেশদর্শিতার মূলকারণ সমাজের ভিত্তি পত্তনের মধ্যেই নিহিত হইয়া রহিয়াছে। আর্য্যগণ আপনাদিগের সমাজকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া অনেক বিষয় অতি সহজে সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে আবার প্রত্যেক জাতির স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য অপরের কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করাতে তাঁহারা এক শ্রেণীর লোককে অপর শ্রেণীর কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ কোন দুই কিম্বা তদধিক শ্রেণীর লোক একত্র সমবেত হইয়া কোন কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারিত না। ইহা হইতে আর একটি অপেক্ষাকৃত অধিকতর অনিষ্ট জনক ফল সমুদ্ভূত হইয়াছিল। অধ্যয়নাদি কার্য্য কেবল ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে আবদ্ধ ছিল, ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বদা কেবলমাত্র যুদ্ধ কার্য্যেই ব্যস্ত থাকিতেন, বৈশ্য কেবল ব্যবসায় কার্য্যেই সর্ব্বদা লিপ্ত ছিল,* শূদ্রদিগের ও দ্বিজপদসেবা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য ছিল না। আধ্যাত্মিকবৃত্তিনিচয়ের অনুশীলন ভিন্ন মনুষ্যের দেবত্ব ভাব সকল সম্যক রূপে পরিস্ফুট হইতে পারে না, ইহা একটি অবিসম্বাদী দৃঢ় সত্য। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই জ্ঞানালোচনা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, এবং ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অতুলনীয় ধীশক্তি-সম্পন্ন প্রাতঃস্মরণীয় মতিমান্ মহর্ষিগণ পরমার্থজ্ঞানপ্রদ অনন্যসাধারণ নিগূঢ় তত্ত্ব সকলের আবিষ্কারপূর্ব্বক প্রাচীন ভারতকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একদিকে যেমন আর্য্য ঋষিদিগের মস্তিষ্কপ্রসূত গীতা উপনিষদাদি অমূল্য গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে, অপর দিকে যদি অন্যান্য জাতির প্রতি দৃষ্টি করি, তখন আবার তেমনই দুঃখে হৃদয় অভিভূত হইয়া যায়। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত, সর্ব্বদা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পরিচালনা দ্বারা স্বভাবতঃই তাহাদিগের শরীর দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়াছে, এবং শারীরিক বৃত্তি নিচয়ও যথোচিত পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে; কিন্তু অধ্যয়নাদি কার্য্যে তাঁহাদের বিশেষ অধিকার না থাকায়, শারীরিক উন্নতির সহিত অণুমাত্রও আধ্যা-

* ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্য বিদ্যামন্দিরের দ্বার নাম মাত্র উদ্‌ঘাটিত ছিল। অধিকাংশ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বিশেষ লেখাপড়া জানিতেন না।

ম্মিক উন্নতি সংযোজিত হয় নাই; অতএব এই তেজস্বী মহাবল পুরুষগণ সহজেই জঘন্য পাশব বৃত্তি নিচয়ের বশীভূত হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? বৈশ্যগণ ব্যবসায়ী, মিথ্যা প্রতারণা ভিন্ন ব্যবসায় চলে না, অদ্যাপি ও উভয় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সংসার নীতি এই হেয় নীচোপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছে; তাহার মধ্যে আবার বৈশ্যগণ প্রায় সম্পূর্ণ নিরক্ষর, অতএব তাহারাও নিতান্ত স্খলিতচরিত্র হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। শূদ্রগণ অপরাপর তিন জাতির দাস। আর্য্যগণ তাহাদিগকে স্বীয় ভোগ বিলাসের উপকরণ ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতেন না। বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সভ্য ইয়ুরোপীয় দিগের হস্তে আমেরিকা ও আফ্রিকার দাস সকল যেরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল, শূদ্রদিগেরও ঠিক ঐরূপই অবস্থা ছিল; সুতরাং তাহাদেরও চরিত্রহীনতার কারণ সহজেই অনুমিত হইতে পারে। আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রারম্ভেই তাহারা দৃঢ়রূপে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয় নাই। প্রথমতঃ এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত। বেদ পুরাণাদিতে তাহার বহুল পরিমাণে নিদর্শনও পাওয়া যায়, তখন শ্রেণীবিশেষের জন্য বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্যও দৃঢ়তর রূপে সংবদ্ধ হয় নাই, একশ্রেণীর লোক অনায়াসে অপর শ্রেণীর কার্য্য করিতে পারিত। কিন্তু সময়ে তাহা রহিত হইয়া যায়, এবং ইহারই অপরিহার্য্য ফল স্বরূপ অনৃতাদি দুর্নীতি সকলের বহুল প্রচারের সময় মহর্ষি পরাশর তাঁহার সংহিতা রচনা করেন। তিনি দেখিলেন যদিও শ্রেণী বিশেষের মধ্যে বেদবেদান্তপারদর্শী ঋজুপ্রকৃতি মহাত্মাগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন, তথাপি সাধারণ লোক দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। লেখা পড়া কেবল ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, পরাশর এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, কিন্তু তথাপি অন্যান্য যে কোন উপায়ে তাহাদিগকে সৎপথে আনিতে তিনি বিশেষ রূপে চেষ্টা করিলেন। এই উদ্দেশ্য হইতেই তিনি কখন বা স্বর্গে নন্দনকাননে অপ্সরামণ্ডলীপরিবৃত বিলাস ভবনের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছেন; আবার পক্ষান্তরে, পূয়শোণিতপরিপূর্ণ দুর্ব্বিষহ পূতিগন্ধ বিশিষ্ট ভীষণদৃশ্য নরকের অসহ্য যন্ত্রণার ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে প্রাণিহত্যাদি কুকার্য্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

আর্য্যজাতি চিরদিনই পরদুঃখকাতর। ক্ষুৎপিপাসাতুর বিপন্ন পথিককে

তাঁহারা যত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত স্বীয় গৃহে আশ্রয় প্রদান করেন, এক আরব জাতি ভিন্ন কুত্রাপি তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। পরাশর অতিথিকে সর্ব্বদেবতাস্বরূপ এবং অতিথিসেবাকে স্বর্গগমনের সোপান-স্বরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

"ন পৃচ্ছেদ্ গোত্রচরণং ন স্বাধ্যায়ব্রতানি চ।
হৃদয়ং কল্পয়েত্তস্মিন্ সর্ব্বদেবময়ো হি সঃ॥"
(১ম অ, ৪১ শ্লোক।)

কি আশ্চর্য্য! যে জাতির মধ্যে জাতিভেদ প্রথা অস্থি মজ্জা সমস্তের মধ্যে স্তরে স্তরে সংবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, অতিথির প্রতি তাহাদের এত আদর! অতিথি যে জাতিই হউক না কেন, এ সকল কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না, কেবল বিপন্ন অতিথি, এই বলিয়াই তাহাকে হৃদয়ের সহিত পূজা করিবে। হায়! হায়! যৎসামান্য পাশ্চাত্য ভাষাভিজ্ঞ বিকৃত-মস্তিষ্ক মহোদয়গণের ইয়ুরোপীয় জাতির বাহ্যিক ভাবরীতির অনুকরণ-প্রিয়তা দোষে এই আতিথ্য ব্রত দেশ হইতে অন্তর্দ্ধান করিবার উপক্রম হইয়াছে।

পরাশর বীর ধর্ম্মের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা ভীরু বাঙ্গালী, তাহাতে আবার ক্রমে সাত শত বৎসর যাবৎ শত্রুর পদানত; বহু কাল আমরা ইহার মাহাত্ম্য ভুলিয়া গিয়াছি; ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদিগকে পদে পদে এরূপ লাঞ্ছিত হইতে হইতেছে। তথাপি পাঠক চলুন আমাদের উপদেষ্টা আমাদিগকে কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহা একবার শ্রবণ করি। পরাশর সর্ব্বোচ্চ স্বর্গোপরি বীরের সিংহাসন নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যে মহাত্মা স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অম্লানবদনে সহস্র সহস্র সৈন্যের সম্মুখে আপনার প্রাণকে আহুতি প্রদান করেন,—তিনি স্বর্গের দেবতা ভিন্ন আর কি হইতে পারেন? দুর্ব্বল ভীরু কাপুরুষ বীরের আদর কি বুঝিবে? বীরই বীরকে বুঝেন, তাই "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো" সম্রাট্ প্রবর আকবর সাহ জগতের বীরকুলচূড়ামণি সংগ্রামকেশরী রাজ্য ভ্রষ্ট দারিদ্র-নিপীড়িত সূর্য্যবংশাবতংশ মতিমান্ প্রতাপ সিংহের সখ্যতা লাভের জন্য এত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পরাশর বলিতেছেন;—

এই পৃথিবী মধ্যে যোগরত পরিব্রাজক এবং সম্মুখ যুদ্ধে হতবীর, এ উভয়েই

সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে (স্বর্গে) গমন কবিয়া থাকেন। বীর পুরুষ যদি শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এবং সেই সময়ে কাতরোক্তি না করেন, তাহা হইলে তিনি অক্ষয় লোকে গমন কবিয়া থাকেন। জয়লাভ করিতে পারিলে লক্ষ্মীলাভ হয়, এবং সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে স্বর্গে সুরাঙ্গনা লাভ হইয়া থাকে। অতএব ক্ষণবিধ্বংসী দেহ দ্বারা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে চিন্তা কি? যৎকালে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে থাকিবে, সেই সময় যিনি তাহাদিগকে রণক্ষেত্রে রক্ষা করেন, তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হইয়া থাকে। রণক্ষেত্রে যাঁহাব শরীর শর, শক্তি, ঋষ্টি ও মুদ্গর প্রভৃতি দ্বারা ছিন্ন ও ক্ষত বিক্ষত হয়, দেবকন্যাগণ তাঁহাতে রত হয়েন ও তাঁহার যশোগান করিতে থাকেন। যিনি রণে নিহত হন, তাঁহার অনুসরণার্থ সহস্র সহস্র দেব ও নাগ কন্যাগণ ধাবমান হইয়া থাকেন এবং সকলেরই প্রার্থনা থাকে যে, ইনি তাঁহার স্বামী হয়েন। যিনি শত্রুশরে পরিতপ্ত দেহ, ও যাহার ললাটদেশ হইতে শোণিত ধাবা বিনির্গত হইয়া মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সংগ্রাম ক্ষেত্রেও তাঁহার যথাবিধানে সমাহিত সোমপানের ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বর্গগমনাভিলাষী ব্রাহ্মণ যজ্ঞ সমূহ, তপস্যা ও বিদ্যা দ্বারা যে লোকে গমন করেন, ধর্ম্মযুদ্ধে যে বীর প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারও সেই লোকে গমন হইয়া থাকে।

হায়! হায়! আত্মকলহ, দলাদলি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কবে বাঙ্গালী পরাশরের এই অমৃতোপম উপদেশ হৃদয়ের মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিবে?

পরাশর যেমন বীরদিগেব সবিশেষ স্তুতিবাদ করিয়া গিয়াছেন, আবার তাঁহাদের হস্তেই রাজ্যশাসনের ভার বিন্যস্ত করিয়া তন্নিমিত্তও অতি সুন্দর সুন্দর নিয়ম সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

ক্ষত্রিয়ো হি প্রজারক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রচণ্ডবৎ।
বিজিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ॥

*　　*　　*　　*

পুষ্পং পুষ্পং বিচিন্বীয়ান্মূলচ্ছেদং ন কারয়েৎ।
মালাকার ইবোদ্যানে ন তথাঙ্গারকারকঃ॥

(১ম অ, ৫৭, ৫৯ শ্লোক)

ভোগবিলাস সামগ্রী পরিবেষ্টিত হইয়া সুনিপুণ কারু কর্ম্মখচিত দুগ্ধ ফেননিভ পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন পূর্ব্বক কেবল আমোদ প্রমোদে দিন যাপন

করিলে চলিবে না। রাজা স্বয়ং দণ্ডধর হইয়া প্রজার নিবেদন শ্রবণ করিবেন এবং পাপীকে যথোচিত দণ্ড বিধান পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে পৃথিবী শাসন করিবেন। রাজা প্রজার পিতা, অতএব পিতার ন্যায় স্নেহের চক্ষে সর্ব্বদা তাহাদিগকে দেখিবেন ; এবং মালাকার যেরূপ উদ্যানের পুষ্প চয়ন করে, তিনিও সেইরূপ প্রজার উপর কোন প্রকার উৎপীড়ন না করিয়া কর গ্রহণ করিবেন। ইংরেজ রাজ যদি আর্য্য ঋষির আদিষ্ট এই আদর্শ রাজনীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন, তবে আমাদিগকে কর ভারে এরূপ প্রপীড়িত হইতে হইত না।

পরাশর রমণীবর্গের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন একবার তাহা দেখা যাউক। ভারতের রমণী ত্যাগশীলতা, সহিষ্ণুতা ও সতীত্ব গুণে নারীজাতির অগ্রণী, তাহাদের আদর্শ স্থানীয়া ; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা সকলেই সতী সাবিত্রী নহেন। সুবিমল কুসুমেও কীট সঞ্চার হয়, চন্দ্রমার বক্ষেও কালীমা চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেইরূপ বিধাতার কমনীয় সৃষ্টি সতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি রমণী ললামভূতা দেবীগণ যে বংশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, সেই বংশেও জটিল স্বভাবাপন্না মুখরা রমণী-কলঙ্কের অসদ্ভাব ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে যে একদল স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী "ব্রহ্মচর্য্যের সৌখীন পাণ্ডা" ভণ্ড স্বদেশ হিতৈষী মহোদয়গণ বর্ত্তমান স্ত্রী শিক্ষার উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া ইহাকেই রমণীর স্বামী অবজ্ঞার মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহারা শ্রবণ করুন পরাশর কি বলিতেছেন—

দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥

৪র্থ অ—১৭ শ্লোক।

বিধবা রমণীদিগের জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য পরাশর কি উপায় বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা একবার দেখা যাউক।

পরাশর বলিতেছেন :—

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

৪র্থ অ, ২৮ শ্লোক।

বিশ্বজনিন্ ভগবদ্প্রেমের প্রতিবিম্ব স্বরূপ পবিত্র দাম্পত্য প্রেমসিন্ধু

নীরে নিমজ্জিত হইয়া যে দুইটী আত্মা এক হইয়া গিয়াছিল; যাঁহারা কেবল মাত্র লৌকিক চক্ষে বিভিন্নরূপে প্রকৃতিপুরুষ নামে দুইটী জড় দেহকাণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক সংসার ধামে অবস্থান করিতে ছিল; তাহার মধ্যে একটি যদি চিরন্তন প্রতিপালিত স্বভাবের নিয়মানুসারে এই দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমর ধামে গমন করিল, তবে অপরটি কি করিয়া আর এই পৃথিবীতে অবস্থান করিবে? যে চুম্বকাকর্ষণীতে দুইটী প্রাণ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া এক হইয়া গিয়াছিল, সেই মহাশক্তি স্বর্গ ও পৃথিবী মধ্যেও আপনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা পরিচালন করিতেছে, তাই একটির অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে অপরটীও পৃথিবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। স্বামীর মৃত্যুর পরই তাঁহার ভার্য্যা সাংসারিক ভোগ বিলাস সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন। শরীরের সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচিত হইল। সাংসারিক সুখ সচ্ছন্দতা সমস্তই বিদায় গ্রহণ করিয়াছে; স্বামীর পবিত্র প্রেমের আকর্ষণে তাঁহার আত্মা ইহ সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনোরথ বাহনে দিব্যধামে গমন করিয়াছে; এইক্ষণ তিনি সংসারে থাকিয়াও স্বর্গের দেবী। সমস্ত দেব কার্য্যে তাঁহার অধিকার। বাটীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী এইক্ষণ তিনি।

এই তো পরাশরোক্ত শ্লোকের অর্থ, স্থূলবুদ্ধি মানবের জন্য মহর্ষি পরাশর পরকালেরও কত সুখ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর আদর্শ কি হইতে পারে? এই রূপ দম্পতীযুগল এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত চৈত্ররথপরিশোভন দিব্য কুসমদ্বয় পবিত্র প্রভা বিস্তার করিবার জন্য নররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ধন্য ভারতবর্ষ! ধন্য আর্য্য রমনীগণ!! ধন্য তোমাদের পবিত্র প্রেম!!! ইয়ুরোপ? আমেরিকা? তোমরা অনেক শিক্ষা দিয়াছ, বিজ্ঞানের বিচিত্র জ্যোতি প্রদর্শন করিয়া তোমরা অন্ধচক্ষুকে ঝলসাইয়া দিয়াছ। হতভাগ্য ভারতবাসী অনন্তকাল তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। কিন্তু অনুরোধ করি, প্রকৃত মনুষ্যত্ব যাহা হইতে লাভ করা যায়, ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবার সুপ্রশস্ত সোপান স্বরূপ পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের উচ্চতম আদর্শ, আজ তোমরা তোমাদের উন্নত মস্তক হেঁট করিয়া, স্ফীত বক্ষ সঙ্কুচিত করিয়া আর্য্য রমণীর পদমূলে উপবেশন পূর্ব্বক শিক্ষা লাভ কর। তোমাদের মধ্যে সোণাসোহাগার একত্র সংমিলন হইবে, এবং তোমরা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর রূপে জগতের নিকট প্রকাশিত হইবে।

নারী-ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য পরাশর নারীর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থায় বিশদরূপে বুঝাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে নারী শৈশবেই,—জীবনের প্রথমে প্রেমমুকুল অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেই স্বামীধনে বঞ্চিত হইয়াছে, অথবা বিবাহের পর হইতে যাহার অদৃষ্টে স্বামী সন্দর্শন ঘটে নাই, তাহাদের পবিত্র দাম্পত্য প্রেম কিম্বা নারী জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এইক্ষণ দেখি পরাশর তাহাদিগের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, পরাশর বলিতেছেন ঃ—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

(৪র্থ অ—২৭ শ্লোক)

পরাশর এইপাঁচ অবস্থাতেই রমণীর পুনঃ স্বামী গ্রহণে অনুমতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলেই দেখিতেছি কলির ধর্ম্ম-শাস্ত্রকার স্বয়ংই বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ বিধবা বিবাহ অতি প্রাচীন কাল হইতেই আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। এমন কি জগতের সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদেই সর্ব্বপ্রথম ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে; চিতাস্থলে মৃত স্বামীর পার্শ্বে শয়ানা রমণীর কোন সম্পর্কীয় আত্মীয় আসিয়া তাহাকে বলিবে ঃ—

উদীর্ষ নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসং বভুথ।"

রমণি! গাত্রোত্থান কর, তুমি এক মৃত ব্যক্তির পার্শ্বে শুইয়া আছ, তোমার (মৃত) স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া জীবিত সংসারে পূনর্ব্বার প্রবেশ কর; এবং যিনি তোমাকে হস্তে ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার স্ত্রীত্ব গ্রহণ কর। তিনি তোমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক আছেন। তৎপরে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় আরণ্যকে ঐ বর্ণনাগুলি প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। যখন স্বভাব শিশু আর্য্যসন্তান বয়ঃপ্রাপ্তি সহকারে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বৃত্তির অনুশীলনে সমধিক পরিপক্কতা লাভ করিলেন, যখন বহির্জগত হইতে অন্তর্জগতে, স্বভাব হইতে মনের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি শক্তি প্রত্যাবর্ত্তিত হইল; যখন তাঁহার প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্তবৃত্তি সমস্ত নিরোধ পূর্ব্বক স্বীয় মনোমধ্যে ভগবানের অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া সচ্চিদানন্দ সাগরে সন্তরণ

করিতেছিলেন, সেই পরম সৌভাগ্যের দিনে, ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমাবস্থায় উপনিষদের সময়েও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মনুসংহিতায়ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকলের বহুকাল পরেও বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রকার ভগবান বিষ্ণু বালবিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্যসমাজের শেষাবস্থায় পরাশরের কালেও ইহা প্রচলিত ছিল।

কখন কিরূপে ইহা সমাজ হইতে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না; তবে ইহা স্থির সত্য যে, সমাজের মজ্জাদেশে পরিগৃহীত, পূর্ব্বোল্লিখিত নানা প্রকার কুরীতিবশে যখন আর্য্যসমাজ কীটদষ্ট সমুন্নত বটবৃক্ষের ন্যায় আপনার বিশাল দেহভার রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া সামান্য বায়ুভরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, তখন সম্প্রদায় বিশেষের আপাতমধুর কোন উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত এই সুন্দর স্বাভাবিক নিয়মটী দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। ফলতঃ যে রমণী একটিবার পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের অমৃতময় রসাস্বাদন করিয়া আপনার জীবনকে কৃতার্থ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি উদ্বাহ প্রথার এই মুখ্য উদ্দেশ্য সংসাধনপূর্ব্বক আপনার জীবনকে অপরের চরণে উৎসর্গ প্রদান করিয়াছেন, এবং যাহার প্রাণ অপরের প্রাণের সহিত সম্মিলিত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে, তিনি আপনা হইতেই ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিবেন; কিন্তু তাই বলিয়া সকলেই কি এই অমর জনৈক-সুলভ মহাব্রত প্রতিপালনে সমর্থ হইবে? এই রক্ত মাংসসমন্বিত মানবসমাজে কুত্রাপি এরূপ হয় নাই; হইতেও পারে না। ভারতেও কদাপি এরূপ ছিল না; ভারতরমণীও কস্মিন্ কালে প্রত্যেকেই এক একটী স্বর্গের দেবী হইতে পারেন না। তথাপি যাঁহারা আপনাদের মনুষ্য সমাজকে অমল অমর সমাজের ন্যায় দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিতান্তই মানব ধর্ম্মানভিজ্ঞ অপরিণত-বুদ্ধি বালক। এই বিধবা বিবাহ প্রথা রহিত করিয়া আমাদের দেশের যে কত অনিষ্ট ঘটিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে? কেবল ইহা হইতেই যে সকল ভয়াবহ পাপ সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহাকে ছারখার করিয়াছে, তাহা একবার মনে হইলেও হৃদ্‌রক্ত শুষ্ক হইয়া যায়। কেবল ইহার প্রভাবেই যে কত বালবিধবা নীরবে অশ্রুজলে ধরাতল সিক্ত করি-

য়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? হা ধর্ম্ম! হায় চিরন্তন প্রচলিত হিন্দু-জাতির দয়া ও স্নেহপ্রবণ স্বভাব! তোমরা কি এই হতভাগ্য দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছ? হায় হতভাগ্য পিতা মাতা! সামাজিক দুর্নীতির শাসন কি এতই কঠোর, যে তোমাদের প্রাণাধিকা প্রিয়তমা বাল বিধবা কন্যার এই ভীষণ যন্ত্রণা দর্শন করিয়া শোকে নিজের হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতেছ, তথাপি তাহার কঠিন শাসন হইতে জ্ঞান হীনা হতভাগিনীকে রক্ষা করিতে সাহসী হইতেছ না? আর সমাজের ধুরন্ধরগণ তোমরা নিজের ও অন্যের মনকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছ, বিধবাদিগকে এইরূপ যন্ত্রণা দেওয়া ভগবানের ইচ্ছাদিষ্ট ও বিধবাবিবাহ শাস্ত্র নিবিদ্ধ। কিন্তু দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখ, পরম পূজনীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন গরিষ্ঠ শাস্ত্রকারগণ আপনা-দিগের হৃদয় প্রসূত সুকুমার স্নেহ কুসুমিকাদিগের জন্য এই রূপ কঠিন নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই। স্নেহের আধারভূতা প্রাণাধিকাদিগের দুঃখ বিমোচনের জন্য তাঁহারা সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আর ইহাও নিশ্চয় জানিও যে ঈশ্বরের দোহাই দিয়া তোমরা আত্মদোষ স্খালনের চেষ্টা করিতেছ; নিজ্জিত হতভাগিনীদিগের গভীর শোকোচ্ছ্বাস ও হৃদয়ভেদী ঘোর আর্ত্তনাদ আকাশমার্গ ভেদ পূর্ব্বক প্রতিকার প্রার্থী হইয়া স্বর্গে সেই রাজাধিরাজ মহারাজের সিংহাসন মূলে তোমাদের ভীষণ অত্যাচারের কাহিনী জ্ঞাপন করিতেছে। এই ভীষণ চিত্রেরএকটী দৃশ্য এত হৃদয়ভেদী, অপর দৃশ্যটী যে আরো ভয়াবহ। কত শত শত রমণী যে যৌবনের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া—দুরাত্মা নরাধম পুরুষপিশাচদিগের পাপ প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া নিজের সতীত্ব রত্ন বিসর্জ্জন দিয়াছে, এই বিস্তৃত ভারত ভূমিতে তাহা কে সংখ্যা করিবে? আবার এই মানব নীতি ও ধর্ম্ম শাস্ত্র বিরুদ্ধ জঘন্য প্রথার প্রাবল্য হেতু চতুর্দ্দিকে যে কত শত শত হতভাগিনী মাতা এই গুপ্ত প্রণ-য়ের ফল স্বরূপ অভিজাত আপনার সন্তানের প্রাণ আপনি বিনাশ করিয়া-ছেন, অথবা মাতৃস্নেহের বশীভূত হইয়া স্বয়ং ইহাতে অসমর্থ হইলে আত্মীয়-গণ বল প্রকাশ পূর্ব্বক মাতৃবক্ষ হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাকে বিনাশ করি-য়াছে তাহারই বা গণনা কোথায়? আর না। রমণীজাতির উপর এই ভীষণ নিগ্রহের ফল স্বরূপ অনেক শাস্তি আমরা ভোগ করিয়াছি। আমা-দের দোষে আমাদের অত্যাচারে দুর্ভাগিনী ভারত মাতা অকালে আপনার অনেক পুত্র কন্যাকে হারাইয়াছেন। ইয়ুরোপীয়দিগের কল্পনা শক্তির

অতীত চিত্তবিমোহন ছবিতে অঙ্কিত রত্নগর্ভা মাতা ভারত ভূমি তাহার কুসন্তানদিগের এই সকল দুর্নীতি ও অপরিণাম দর্শিতার জন্যই আজ সৎপুত্রের কাঙ্গালিনী; অন্নের কাঙ্গালিনী হইয়া সে দিবসে সমুদ্ভূত নব নব জাতিদিগের হস্তে কত অপমান, কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আসিতেছেন। যে দিবস হইতে এই সকল ঘোরতর পাপ সমাজে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে সেই দিবস হইতেই বিজয় লক্ষ্মী মাতাকে কাঙ্গালিনী করিয়া দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। সেই দিবস হইতেই ক্রমে সাত শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, পাপ সকল দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া আসিয়াছে, মাতাও সামান্য বসন টুকুর অভাবে আজ চীরবসন পরিধান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সাত শত বৎসর চলিয়া গেল, তথাপি আমাদিগের চৈতন্যোদয় হইল না। ধিক্ আমাদিগকে! শত বার ধিক্!! সহস্র বার ধিক্!!! জগদীশ্বর! এই হতভাগ্য জাতির মধ্যে কি চিরস্থায়ী রূপে অলক্ষ্মীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে? লক্ষ্মী কি আর এদেশে আগমন করিবেন না? এ জাতির কি আর চৈতন্যোদয় হইবে না?

পরাশর বালবিধবা ও বৈধব্যধর্ম্ম প্রতিপালনে অসমর্থা রমণীদিগের জন্যই বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি রমণী ললামভূতা ভারত ললনাদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্যেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই শেষোক্ত রমণীদিগের জন্য তাঁহার আর একটি ব্যবস্থাও আছে।

> তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধ কোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
> তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
> ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
> এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে॥
>
> (৪র্থ অ—২৯—৩০ শ্লোক।)

ব্রহ্মচর্য্যের বর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, ভারত রমণীর দাম্পত্যপ্রেম ও পতিব্রতাধর্ম্ম জগতে অতুলনীয়া। ভারতে কত অসূর্য্যম্পশ্যরূপলাবণ্যসম্পন্না কুসুম সুকুমার কমনীয় দেহ রাজাধিরাজ মহিষী, স্বামীর অনুসরণ ক্রমে ভীষণ হিংস্র জন্তুসঙ্কুল দুর্ভেদ্য মহারণ্যে সামান্য বন্ধুর উপলখণ্ডোপরি মস্তক বিন্যস্ত করতঃ সানন্দে স্বামী পার্শ্বে নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। যে দেশে রাজরাণী সামান্যফলমূল আহার ও ভূমিতে শয়ন পূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিয়াও অকাতরে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া স্বামীর সহবাসকে স্বর্গবাস বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন, সেই দেশের রমণীকে স্বামীর চিতায় অধিরোহণ

পূর্ব্বক একত্রে তৎসহ স্বর্গে গমন করিতে শাস্ত্রকার মত দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। যে দুইটী পবিত্র আত্মা পরস্পরের গুণে বিমুগ্ধ হইয়া এক হইয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে ক্ষণকালের জন্যও বিয়োগ বাঞ্ছনীয় নহে। তাই শাস্ত্রকারগণ এইরূপ মত প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু তাহা বলিয়া সকলকেই যে স্বামীর চিতানলে আপনার দেহকে ভস্মসাৎ করিতে হইবে এরূপ নহে। পরাশর বিধবাদিগের জন্য তিনটী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, একের জন্য বিবাহ, অপরের জন্য ব্রহ্মচর্য্য, এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য সহমরণ। এই সহমরণ প্রথা বৈদিক সময়ে আমাদের দেশে প্রচলিত থাকার কোন নিদর্শন নাই, এবং বেদেও ইহার জন্য প্রমাণসিদ্ধ কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। কোন্ সময়ে ইহা প্রথম প্রচলিত হয় তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। একটুকু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে ইহার একটী কারণ সহজেই অনুমিত হইবে। আর্য্যসমাজের প্রথমাবস্থায় জগতের সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ সংবিরচিত। ঋগ্বেদের সময়েই ইহা আপনার উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয় নাই। সেই সময়ে সভ্যতা ও উচ্চতর সত্য সকলের বিমল জ্যোতিতে আর্য্য নরনারী সকলের হৃদয় আলোকিত হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহাদিগের চিত্ত তখনও সমধিক উন্নত ও প্রশস্ত হয় নাই। তদনন্তর উপনিষদের সময়ই আর্য্য সমাজ ইহার উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। সেই সময়েই অদ্বিতীয় বিদুষী গার্গী অপরিসীম জ্ঞান ও বুদ্ধিবলে সুশিক্ষিত লক্ষ ব্রাহ্মণ সমবেত সভাস্থলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে শাস্ত্রীয় সংলাপে ব্যতিব্যস্ত করিয়া উঠাইয়া ছিলেন; এবং সেই সময়েই মৈত্রেয়ী আপনার জ্ঞানগুণে অক্ষয় যশঃ সঞ্চয় করিয়াগিয়াছেন, এবং তাহার পরেই ভারত উদ্যানে অমরাবতী শোভাবিবর্দ্ধন দিব্যকুসুম সন্নিভ যশঃসৌরভ পরিপূরিত সাবিত্রী ও দময়ন্তীর অভ্যুদয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়েই রমণীগণ বিমল দাম্পত্যপ্রেম ও পতিব্রতা ধর্ম্মের অলৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এবং এই সময় হইতেই এরূপ দেবনন্দিনীদিগের জন্য সহমরণ প্রথা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। পরাশর সহমরণপ্রথার বড় অধিক গুণানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। যে সকল রমণীর প্রতিএই নিয়ম প্রযুজ্য, তাঁহারা স্বর্গের দেবী ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা কোনরূপে সহমরণপ্রথার

পক্ষপাতী নহি। কিছু কালের জন্যও স্বামীর বিরহ সহ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল শোকে উন্মত্ত হইয়া যাঁহারা আত্মহত্যা করেন তাঁহারা ভীরুপদ বাচ্য; অপিচ তাঁহারা ভগবানের নিকট আত্মহত্যা পাপে পাতকিনী। সেই অচিন্ত্য দেশ হইতে সমাগত ঘোরতর মায়াজালাবচ্ছিন্ন ঈশ্বরাংশ সমুদ্ভূত মানবাত্মা আমাদের ইচ্ছায় এই জড় দেহের সহিত সংমিলিত হয়নাই। ইহার উপর আমাদের কোন হাত নাই। অতএব দেহের সহিত আত্মার সংবিশ্লেষ করিবার জন্য আমার তোমার কি ক্ষমতা আছে? পরন্তু ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার জন্য আমরা তন্নিকটে ঘোরতর অপরাধী। কুসংস্কার বশতঃই হউক, আর যে কারণেই হউক, অনেক রমণী অম্লানবদনে সানন্দে নৃত্য করিতে করিতে স্বামীর চিতানলে স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ দান করিয়াছেন এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রাণপণ চেষ্টায় ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যত্নে অধুনা এই প্রথা দেশ হইতে সর্ব্বতোভাবে তিরোভূত হইয়াছে, তথাপি এখনও বৈদেশিক ভ্রমণকারীদিগের গ্রন্থেও বৃদ্ধা মাতামহীদিগের নিকট তাঁহাদিগের মাতার সহমরণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাই। এক দিকে যেমন রমণীগণ স্বেচ্ছায় স্বামীর মৃত দেহের অনুগমন করিত, অপর দিকে আবার এরূপ রাশি রাশি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে, যথায় রমণী জ্বলন্ত বহ্নিতে আপনার জীবন্ত দেহকে ভস্মসাৎ করিতে অস্বীকৃতা হইলেও, নির্দ্দয় পুরুষগণ বল প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে চিতায় নিক্ষেপ করিয়াছে। হতভাগিনী "ও গো তোমরা আমায় বধ করিও না, আমি মরিতে পারিব না" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে অর্দ্ধ দগ্ধ দেহে চিতা হইতে বহিষ্কৃত হইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কৃতান্তানুচর পিশাচপ্রকৃতি ঘোর নারকী পুরুষগণ নিজের বিকট প্রেতচীৎকারে সেই ক্ষীণ কণ্ঠকে নিমজ্জিত করিয়া প্রহার পূর্ব্বক তাহাকে অনলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।* কি লোমহর্ষণ ভীষণ অত্যাচার!!! ধন্য রামমোহন! এই জঘন্য প্রথা রহিত করিয়া তুমি মাতার যথার্থ গুণধর সন্তানের কার্য্য করিয়াছ। ধন্য ইংরাজ রাজ! এই সাধু কার্য্যের জন্য স্বর্গে সর্ব্বদর্শী ভগবান্ তোমাদের উচিত পুরস্কার প্রদান করিবেন।

---

* বৈদেশীক ভ্রমণকারীদিগের গ্রন্থে আমরা এইরূপ রাশি রাশি ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। মুসলমানদিগের শাসন কালে এই লোমহর্ষণ অত্যাচারের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পরাশর সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

অথাতোহিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে।
ব্যাসমেকাগ্রমাসীনম পৃচ্ছন্ন্ ঋষয়ঃ পুরা ॥১॥
মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌ যুগে।
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীসুত ॥২॥
তচ্ছ্রুত্বা ঋষিবাক্যন্তু সমিদ্ধাগ্ন্যর্কসন্নিভঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রুতিস্মৃতিবিশারদঃ ॥৩॥
নচাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মং বদাম্যহম্।
অস্মৎ পিতৈব প্রষ্টব্যইতি ব্যাসঃ সুতোহবদং ॥৪॥

অনুবাদ।

পুবকালে একদা মহর্ষি বেদব্যাস হিমালয় পর্ব্বতের শানুদেশে দেব-দারু বনরাজি পরিশোভিত আশ্রমে একাগ্র মনে সমাসীন আছেন, এমন সময়ে কতকগুলি ঋষি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (১) হে সত্যবতী সুত। বর্ত্তমান কলিযুগে কোন ধর্ম্ম, কিরূপ শৌচ ও আচার মনুষ্যের পক্ষে কল্যাণ জনক, তাহা যথাযথ আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাপন করুন। (২)।

প্রজ্বলিত হুতাশন ও সূর্য্যদেব সদৃশ মাহোগ্রতেজ সম্পন্ন, শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্র বিশারদ মহাতেজা (ভগবান্) ব্যাসদেব, ঋষিদিগের এই বাক্য শ্রবণান্তর বলিলেন (৩) হে ঋষিগণ! আমি সকল বিষয় সম্যকরূপ অবগত নহি, অতএব আমি কিরূপে ধর্ম্ম বলিব, আমার পিতাকেই এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্ত। পরাশর সুত ব্যাসদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া

ততস্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্ম তত্ত্বার্থকাঙ্ক্ষিণঃ।
ঋষিং ব্যাসং পুরস্কৃত্য গতা বদরিকাশ্রমে ॥৫॥
নানাবৃক্ষসমাকীর্ণং ফলপুষ্পোপশোভিতম্।
নদীপ্রস্রবণাকীর্ণং পুণ্যতীর্থৈরলঙ্কৃতম্ ॥৬॥
মৃগপক্ষিগণাঢ্যঞ্চ দেবতায়তনাবৃতম্।
যক্ষগন্ধর্ব্ব সিদ্ধৈশ্চ নৃত্যগীতসমাকুলম্ ॥৭॥
তস্মিন্নৃষিসভামধ্যে শক্তিপুত্রং পরাশরম্।
সুখাসীনং মহাত্মানং মুনিমুখ্যগণাবৃতম্ ॥৮॥
কৃতাঞ্জলিপুটোভূত্বা ব্যাসস্তু ঋষিভিঃ সহ।
প্রদক্ষিণাভিবাদৈশ্চ স্তুতিভিঃ সমপূজয়ৎ ॥৯॥
অথ সন্তুষ্টমনসা পরাশর মহামুনিঃ।
আহ সুস্বাগতং ব্রূহীত্যাসীনো মুনিপুঙ্গবঃ ॥১০॥

ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু মুনিগণ ঋষিবর ব্যাসদেব পুরঃসর হইয়া বদরিকাশ্রমে * গমন করিলেন। (৪,৫)।

(বদরিকাশ্রম অতি মনোরম) ইহার চতুর্দ্দিক নানারূপ ফলপুষ্প পরিশোভিত বৃক্ষশ্রেণী সমাকীর্ণ, (প্রবাহিত) নদ নদী, প্রস্রবণ ও পবিত্রতীর্থ সকল ইহার শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে, মৃগ ও পক্ষীগণ ইহার চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; স্থানে স্থানে পবিত্র দেবমন্দির সকল বিরাজ করিতেছে এবং নৃত্যগীতানুরক্ত যক্ষগন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধ সকল † ইহাকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। (৬,৭)।

মহাত্মা শক্তি পুত্র পরাশর ঋষিমণ্ডলী দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেই আশ্রমে সুখে অধিষ্ঠান করিতেছেন, এমন সময় ব্যাসদেব ঋষিবর্গ সমভিব্যাহারে তথায় গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম, প্রদক্ষিণ, অভিবাদন, ও নানারূপ স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন (৯) অনন্তর প্রফুল্লমনে সমাসীন মুনিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি পরাশর সমাগত ঋষিদিগকে তাঁহাদের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। (১০) (পরাশর কর্ত্তৃক) আদিষ্ট ব্যাস ও অন্যান্য ঋষিগণ

---

* বদরিকাশ্রম তীর্থ বিশেষ। নারায়ণ ও ব্যাসের আশ্রম। মহাভারত, বনপর্ব্ব।
† যাহারা অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

ব্যাসং সুস্বাগতং যে চ ঋষয়শ্চ সমন্ততঃ।
কুশলং কুশলেত্যুক্ত্বা ব্যাসঃ পৃচ্ছত্যতঃ পরম্ ॥১১॥
যদি জানাসি মে ভক্তিং স্নেহাদ্বা ভক্তবৎসল।
ধর্ম্মং কথয় মে তাত অনুগ্রাহ্যো হ্যহং তব ॥১২॥
শ্রুতামে মানবা ধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।
গার্গেয়াগৌতমাশ্চৈব তথা চৌশনসাঃ স্মৃতাঃ ॥১৩॥
অত্রেবিষ্ণোশ্চ সাম্বর্ত্তা দাক্ষা আঙ্গিরসাস্তথা।
শাতাতপাশ্চ হারীতাযাজ্ঞবল্ক্যকৃতাশ্চ যে ॥১৪॥
কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব প্রাচেতসকৃতাশ্চ যে।
আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ ॥১৫॥
শ্রুতা হ্যেতে ভবৎপ্রোক্তাঃ শ্রৌতার্থাস্তে ন বিস্মৃতাঃ
অস্মিন্মন্বন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে ॥১৬॥
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে।
চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥১৭॥

আপনাদের কুশলবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, (১১) পিতঃ! আপনার প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি তাহা যদি আপনি অবগত থাকেন, তাহা হইলে, অথবা যদি আমার প্রতি আপনার স্নেহ থাকে, তবে হে ভক্তবৎসল! এই অনুগৃহীত ব্যক্তিকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক। (১২) আমি আপনার নিকট মনু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গর্গ, গৌতম, উশনা (১৩) অত্রি, বিষ্ণু, সম্বর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য (১৪) কাত্যায়ন, প্রাচেতস, আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত, প্রভৃতি ঋষিগণ সমাদিষ্ট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি। (১৫) আপনার নিকট ঐ সকল যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি সেইরূপ ঐসকল বিস্মৃতও হই নাই; ঐ সকল সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের জন্য নির্দ্দিষ্ট, বর্ত্তমান কলিযুগের জন্য নহে। (১৬) সত্যযুগে এই সকল ধর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছিল, কলিযুগে সকলই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; অতএব (এই কলিকালের নিমিত্ত) সাধারণতঃ চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ বিবৃত করুন। (১৭) ব্যাসের বাক্য শেষ হইলে মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান

ব্যাসবাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ॥১৮॥
শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যেঽহং শৃণ্বন্তু ঋষয়স্তথা।
কল্পে কল্পে ক্ষয়োৎপত্তৌ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারা নির্ণেতব্যাশ্চ সর্ব্বদা॥১৯।
ন কশ্চিদ্বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥২০॥
অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগরূপানুসারতঃ॥২১॥
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যূচুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥২২॥
কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥২৩॥

পরাশর ধর্ম্মের স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয় সবিস্তার বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। (১৮) হে পুত্র! হে ঋষিগণ! ধর্ম্মের (নিগূঢ়) তত্ত্ব বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। যুগে যুগে প্রলয়াবসানে যখন পুনর্ব্বার নূতন সৃষ্টি হয়; তখন ব্রহ্মা,বিষ্ণু,মহেশ্বর ও শ্রুতি স্মৃতি সদাচার এই সমুদয়ও নির্ণীত হইয়া থাকে। (১৯) কল্পের ধ্বংশ হইলে অপর কল্পারম্ভে বেদকর্ত্তা বলিয়া কেহই নির্দ্দিষ্ট হন না। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কেবল (বেদের স্মরণকর্ত্তা, এইরূপ মনুও যুগে যুগে কেবল ধর্ম্ম স্মরণকারী হয়েন, যুগের ভেদানুসারে ধর্ম্মের ও ভেদ হইয়া থাকে; (২০) সত্যযুগে মনুষ্যের জন্য একপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত, ত্রেতাতে আর একপ্রকার এবং দ্বাপরে অন্য একপ্রকার ও কলিকালের জন্য স্বতন্ত্র এক প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। (২১) সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাতে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে একমাত্র দানই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। (২২) সত্যযুগে মনু, ত্রেতায় গৌতম, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিত এবং কলিযুগে পরাশর নিরূপিত ধর্ম্মই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। (২৩)।

পাতকীর সংস্রব পরিহার করিবার নিমিত্ত সত্যযুগে দেশ পরিত্যাগ করিবে, ত্রেতায় গ্রামত্যাগ ও দ্বাপরে কুল, এবং কলিযুগে কেবল

ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারঞ্চ কলৌ যুগে ॥২৪॥
কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চৈব দর্শনাৎ।
দ্বাপরে চান্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা ॥২৫॥
কৃতে তু তৎক্ষণাচ্ছাপস্ত্রেতায়াং দশভির্দ্দিনৈঃ।
দ্বাপরে মাসমাত্রেণ কলৌ সম্বৎসরেণ তু ॥২৬॥
অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতাস্বাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়া দীয়তে কলৌ ॥২৭॥
অভিগম্যোত্তমং দানমাহূতঞ্চৈব মধ্যমম্।
অধমং যাচ্যমানং স্যাৎ সেবাদানঞ্চ নিষ্ফলং ॥২৮॥
কৃতে চাস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াং মাংসসংস্থিতাঃ।
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলাবন্নাদিষু স্থিতাঃ ॥২৯॥

াতকীকে পরিত্যাগ করিতে হইবেক। (২৪) সত্যযুগে পাপীর সহিত মালাপ, ত্রেতাতে তাহার সন্দর্শন, ও দ্বাপর তাহার অন্ন গ্রহণ করিলে াতিত হয়; (কিন্তু) কলিযুগে পাপ কর্ম্ম করিলে পতিত হয়। (২৫) াত্যযুগে শাপ প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ফল প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় ত্রেতাতে দশ দিনে, দ্বাপরে একমাস এবং কলিতে একবৎসরে তাহা সফল য়। (২৬) সত্যযুগে গ্রহণ কারীর বাড়ীতে যাইয়া তাহাকে দান করি-বেক, ত্রেতাতে তাহাকে আহ্বান পূর্ব্বক দান করিতে হইবে; দ্বাপরে অর্থী-ভাবে সমাগত ব্যক্তিকে দান করিবেক, এবং কলিকালে সেবা করিলে দান করা বিধেয়। (২৭) গ্রহণ কারীর বাটীতে গমন পূর্ব্বক যে দান করা যে তাহাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, তাহাকে আহ্বান করিয়া দান করা মধ্যম, এবং অর্থীভাবে আগত গ্রহণকারী দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া যে দান করা হয় তাহা অপেক্ষাকৃত অধম; (কিন্তু) সেবা করিলে যে দান করা হয় তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। (২৮) মনুষ্যের প্রাণ সত্যযুগে অস্থিগত ত্রেতাতে মাংসগত, দ্বাপরে শোণিতগত এবং কলিতে অন্নগত। (২৯) (কলিকালে) অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্ম, মিথ্যা কর্ত্তৃক সত্য, ভৃত্য দ্বারা রাজা এবং নারীগণ কর্ত্তৃক পুরুষগণ পরা-

ধর্ম্মো জিতো হ্যধর্ম্মেণ জিতঃ সত্যোঽনৃতেন চ।
জিতা ভৃত্যৈস্তু রাজানঃ স্ত্রীভিশ্চ পুরুষা জিতাঃ ॥৩০॥
সীদন্তি চাগ্নিহোত্রাণি গুরুপূজা প্রণশ্যতি।
কুমার্য্যশ্চ প্রসূয়ন্তে তস্মিন্ কলিযুগে সদা ॥৩১॥
যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তত্র তত্র চ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপাহি তে দ্বিজাঃ ॥৩২॥
যুগে যুগে চ সামর্থং শেষং মুনিভির্ভাষিতম্।
পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং প্রধীয়তে ॥৩৩॥
অহমদ্যৈব তদ্ধর্ম্মমনুস্মৃত্য ব্রবীমি বঃ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাচারং শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥৩৪॥
পারাশরমতং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্।
চিন্তিতং ব্রাহ্মণার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ ॥৩৫॥
চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারো ধর্ম্মপালকঃ।
আচারভ্রষ্টদেহানা[illegible]বেদ্ধর্ম্মঃ পরাঙ্মুখঃ ॥৩৬॥

জিত হইবে। (৩০) কলিযুগে [illegible]হোত্র অবসন্ন ও গুরুপূজা রহিত হইবে; এবং রমণীগণ কুমারী অবস্থাতেই সন্তান প্রসব করিবে। (৩১) কল্পে কল্পে যেরূপ ধর্ম্ম প্রচলিত হয়, এবং সেই সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ আচার ব্যবহার করেন, তাহাতে তাহাদের নিন্দা করা অনুচিত; কারণ সেই ব্রাহ্মণেরাই যুগ রূপের অবতার। (৩২) যুগভেদে সামর্থ ভেদ ও অন্যান্য ভেদ সকল মুনিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে; কিন্তু (কলিযুগে) পরাশরের আদিষ্ট প্রায়শ্চিত্তই সর্ব্বপ্রধান। (৩৩) হে মুনিগণ! আমি অদ্যই কলিযুগের পালনীয় ধর্ম্ম সকল স্মরণ করিয়া আপনাদের নিকট জ্ঞাপন করিতেছি; আপনারা তৎকালীন বর্ণ চতুষ্টয়ের আচার ব্যবহার শ্রবণ করুন। ৩৪ পরাশরের এই পুণ্যবিধায়ক মত পবিত্র ও পাপ নাশক। ধর্ম্ম সংস্থাপন ও ব্রাহ্মণের নিমিত্ত আমি বহু চিন্তানুশীলন দ্বারা ইহা স্মরণ করিতেছি। (৩৫) বর্ণ চতুষ্টয়ের স্ব স্ব আচার ব্যবহারই তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করে, আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি ধর্ম্ম ও বিমুখ হয়। (৩৬)।

যে ব্রাহ্মণ, দেবতা ও অতিথির পূজা করেন, এবং সর্ব্বদা ষট্‌কর্ম্মে সংলি[illegible]

ষট্ কর্ম্মাভিরতো নিত্যং দেবতাতিথিপূজকঃ।
হুতশেষন্তু ভুঞ্জানোব্রাহ্মণোনাবসীদতি ॥৩৭॥
সন্ধ্যা স্নানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্।
বৈশ্বদেবাতিথেয়শ্চ ষট্ কর্ম্মাণি দিনে দিনে ॥৩৮॥
প্রিয়োবা যদিবা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিতএব বা।
বৈশ্বদেবে তু সংপ্রাপ্তঃ সোহতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥৩৯॥
দূরাদ্ধ্বানং পথিশ্রান্তং বৈশ্বদেবে উপস্থিতম্।
অতিথিং তং বিজানীয়ান্নাতিথিঃ পূর্ব্বমাগতঃ ॥৪০॥
ন পৃচ্ছেদ্গোত্রচরণং ন স্বাধ্যায়ব্রতানি চ।
হৃদয়ং কল্পয়েত্তস্মিন্ সর্ব্বদেবময়ো হি সঃ ॥৪১॥
নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গমিকং তথা।
অনিত্যং হ্যাগতো যস্মাত্তস্মাদতিথিরুচ্যতে ॥৪২॥

থাকিয়া হুতাবশিষ্ট ভক্ষণ করেন, তিনি কখনও অবসাদ প্রাপ্ত হন না। (অর্থাৎ বিনষ্ট হন না) (৩৭) সন্ধ্যা,স্নান,জপ,হোম, স্বাধ্যায়,দেবতার অর্চ্চনা, বৈশ্বদেব ও অতিথির পরিচর্য্যা এই সকল কর্ম্ম নামে অভিহিত, দ্বিজগণ প্রতিদিন এই ষট্ কর্ম্মাচরণ করিবে। (৩৮) প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, পণ্ডিতই হউক আর মূর্খই হউক, বৈশ্বদেবের সময় যিনি উপস্থিত হন তিনিই অতিথি, এবং তাঁহার সেবা স্বর্গ সুখপ্রদায়ক (৩৯) (পরিশ্রান্ত পিপাশার্ত্ত ব্যক্তি বৈশ্বদেবের সময় উপস্থিত হইলে) তাঁহাকে অতিথি বলিয় জানিবে, যিনি ইহার পূর্ব্বে আইসেন তিনি অতিথি নামে বাচ্য নহেন। (৪০ অতিথির গোত্র, চরণ, স্বাধ্যায়, ব্রত ইত্যাদি কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত পূজা করিবে, কারণ অতিথি সর্ব্ব দেবতা স্বরূপ (৪১) সাঙ্গমিক (কুটুম্ব কিংবা কোন কার্য্য সমাধান করিবার জন্য সমাগত ব্যক্তি) এবং এক গ্রাম নিবাসী বিপ্র অতিথি নামে বাচ্য নহে; কারণ যিনি সর্ব্বদা না আইসেন তিনিই অতিথি নামে অভিহিত হন। (৪২) যিনি পূর্ব্বে কখনও আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই এরূপ অতিথি, সর্ব্বদা ব্রত নিরত সুব্রাহ্মণ ও বেদাভ্যাসপরায়ণ বিপ্র, এই ত্রিবিধ ব্যক্তি অপূর্ব্ব অথিতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। (৪৩) বৈশ্বদেবের সময় যদি

অপূর্ব্বঃ সুব্রতী বিপ্রো অপূর্ব্বো বাতিথিস্তথা।
বেদাভ্যাসরতো নিত্যং ত্রয়োঽপূর্ব্বাদিনে দিনে ॥৪৩॥
বৈশ্বদেবে তু সংপ্রাপ্তে ভিক্ষুকে গৃহমাগতে।
উদ্ধৃত্য বৈশ্বদেবার্থং ভিক্ষাং দত্বা বিসর্জ্জয়েৎ ॥৪৪॥
যতী চ ব্রহ্মচারী চ পক্কান্নস্বামিনাবুভৌ।
তয়োরন্নমদত্বা চ ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৪৫॥
যতিহস্তে জলং দদ্যাদ্ভৈক্ষং দদ্যাৎ পুনর্জ্জলম্।
তদ্ভৈক্ষং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমম্ ॥৪৬॥
বৈশ্বদেবকৃতান্ দোষান্ শক্তো ভিক্ষুর্ব্যপোহিতুম্।
নহি ভিক্ষুকৃতান্ দোষান্ বৈশ্বদেবো ব্যপোহতি ॥৪৭॥
অকৃত্বা বৈশ্বদেবন্তু ভুঞ্জতে যে দ্বিজাতয়ঃ।
সর্ব্বে তে নিষ্ফলা জ্ঞেয়াঃ পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥৪৮॥
শিরোবেষ্টন্তু যো ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে দক্ষিণামুখঃ।
বামপাদে করং ন্যস্য তদ্বৈ রক্ষাংসি ভুঞ্জতে ॥৪৯॥

কোন ভিক্ষুক বাড়ীতে আগম করে, তবে বৈশ্বদেবের দেয় হইতে গ্রহণ করত ভিক্ষা দান পূর্ব্বক তাহাকে বিদায় করিবে। (৪৪) যতি এবং ব্রহ্মচারী, এই উভয়েই পক্কান্নের অধিকরী ইহাঁদের উভয়কে অন্নদান না করিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। (৪৫) প্রথমতঃ যতির হস্তে জল দান পূর্ব্বক ভক্ষ্যদ্রব্য দান করিবে, এবং তদনন্তর পুনরায় জলপ্রদান করিবে। এরূপ করিলে সেই ভক্ষ্যদ্রব্য সুমেরু সদৃশ এবং সেই জল সাগর সদৃশ সুপ্রশস্ত হইয়া উঠে। (৪৬) বৈশ্বদেবের যদি কোন প্রকার দোষ হয় তবে ভিক্ষুক তাহা অপনয়ন করিতে পারে, কিন্তু ভিক্ষুকের কোন রূপ অন্যায় আচরণ হইলে বৈশ্বদেব হইতে তাহার অপনয়ন হইতে পারে না। (৪৭) যে সকল দ্বিজ বৈশ্বদেবের ভোগ না দিয়া আহার করে তাহাদের সকল কার্য্য নিষ্ফল হয়, এবং তাহারা স্বয়ং অশুচি হইয়া পরকালে নিরয়গামী হয়। (৪৮) যাহারা মস্তকে উষ্ণীষ না রাখিয়া আহার করে এবং যাহারা দক্ষিণ মুখ হইয়া ভক্ষণ করে এবং যাহারা বাম পদের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া ভোজন করে, তাহাদের খাদ্য রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিয়া থাকে। (৪৯)

যতয়ে কাঞ্চনং দত্ত্বা তাম্বূলং ব্রহ্মচারিণে।
চৌরেভ্যোঽপ্যভয়ং দত্ত্বা দাতাপি নরকং ব্রজেৎ ॥৫০॥
পাপো বা যদি চাণ্ডালো বিপ্রঘ্নঃ পিতৃঘাতকঃ।
বৈশ্বদেবে তু সংপ্রাপ্তঃ সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥৫১॥
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
পিতরস্তস্য নাশ্নন্তি দশবর্ষশতানি চ ॥৫২॥
ন প্রসজ্যাতিগো বিপ্রো হ্যতিথিং বেদপারগম্।
অদদস্বান্নমাত্রস্তু ভুক্ত্বা ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষম্ ॥৫৩॥
ব্রাহ্মণস্য মুখং ক্ষেত্রং নিরুদকমকণ্টকম্।
বাপয়েৎ সর্ব্ববীজানি সা কৃষিঃ সর্ব্বকামিকা ॥৫৪॥
সুক্ষেত্রে বাপয়েদ্বীজং সুপাত্রে দাপয়েদ্ধনং।
সুক্ষেত্রে চ সুপাত্রে চ যৎ ক্ষিপ্তং নৈব নশ্যতি ॥৫৫॥

যিনি যতি সন্ন্যাসীকে সুবর্ণ, ও ব্রহ্মচারীকে তাম্বুল দান করেন, এবং চোরকে অভয় প্রদান করেন, তিনি দাতা হইলেও নরকে গমন করিয়া থাকেন। (৫০)

বৈশ্বদেব ভোগের সময় সমুপস্থিত অতিথি পাপীই হউক, আর চণ্ডালই হউক, কিম্বা বিপ্রঘাতক হউক, আর পিতৃঘাতকই হউক, সেই অতিথি মোক্ষধাম গমনের সোপান স্বরূপ। (৫১) অতিথি যাহার গৃহ হইতে ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আইসে তাঁহার পিতৃ পুরুষেরা সহস্র বৎসর কাল অনাহারে কালযাপন করেন। (৫২) যে ব্রাহ্মণ, বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী অতিথিকে অন্ন না দিয়া, তাঁহাকে অতিক্রম পূর্ব্বক স্বয়ং ভক্ষণ করেন, তিনি নামতঃ ভক্ষ্যদ্রব্য আহার করেন বটে কিন্তু বাস্তবিক তাহা তাঁহার পাপ রাশীর সমষ্টি। (৫৩) ব্রাহ্মণের মুখ জলবিহীন, অকণ্টক ক্ষেত্র স্বরূপ, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার বীজ বপন করিবে, তাহা হইলেই সেই কৃষি সর্ব্বফল প্রদায়িনী হয়। (৫৪) ভাল ক্ষেত্রে বীজ বপন ও সৎপাত্রে ধন দান করিবে, সুক্ষেত্রে এবং সৎপাত্রে যাহা ক্ষেপণ করা যায় তাহাই বিনষ্ট হয় না (৫৫)।

অনৃতা হ্যনধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদো হি সঃ ॥৫৬॥
ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রচণ্ডবৎ।
বিজিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ ॥৫৭॥
ন শ্রীঃ কুলক্রমায়াতা স্বরূপাল্লিখিতাপি যা।
খড়্গেনাক্রম্য ভুঞ্জীত বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ॥৫৮॥
পুষ্পং পুষ্পং বিচিন্বীয়ান্মূলচ্ছেদং ন কারয়েৎ।
মালাকারইবোদ্যানে ন তথাঙ্গারকারকঃ ॥৫৯॥
লোহকর্ম্ম তথা রত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্।
বাণিজ্যং কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্যবৃত্তিরুদাহৃতা ॥৬০॥
শূদ্রাণাং দ্বিজশুশ্রূষা পরো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অন্যথা কুরুতে কিঞ্চিত্তদ্ভবেত্তস্য নিষ্ফলম্ ॥৬১॥

যে গ্রামে ব্রাহ্মণগণ অসত্যসন্ধ, ও অধ্যয়ন বিহীন হইয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, রাজা সেই গ্রামের সকল লোককেই দণ্ড প্রদান করিবেন ; কারণ সেই গ্রামবাসীগণ চোরকে প্রতিপালন করে। (৫৬) ক্ষত্রিয়গণ শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাদিগকে সর্ব্বদা (বিপদ হইতে) রক্ষা করিবেন ; এবং প্রচণ্ডরুদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করতঃ শত্রু সৈন্যদিগকে পরাজয় করিয়া ধর্ম্মের সহিত পৃথিবী প্রতিপালন করিবেন। (৫৭) লক্ষ্মী দৃঢ়রূপে সংস্থাপিতা হইলেও কদাপি পর্য্যায়ক্রমে কুল ক্রমানুসারিণী হয়েন না ; তাঁহাকে অসি দ্বারা আক্রমণ করিয়া উপভোগ করিতে হয় ; বসুন্ধরাদেবী বীরপুরুষেরই উপযুক্ত ভোগ্যসামগ্রী। (৫৮) মালাকার কেবল উদ্যানের পুষ্পই চয়ন করে, তাহারা পুষ্পবৃক্ষের মূল উৎপাটন করে না ; সেইরূপ এমন ভাবে কর গ্রহণ করিবে, যাহাতে প্রজার উপর কোনরূপ উৎপীড়ন না হয় ; অঙ্গারকারের ন্যায় কদাপি সমূলোচ্ছেদ করিবে না। (৫৯)

লৌহকর্ম্ম, রত্নব্যবসায়, গোজাতীর প্রতিপালন, বাণিজ্য এবং কৃষিকর্ম্ম, এই সকল বৈশ্যদিগের ব্যবসায় রূপে পরিগণিত। (৬০) দ্বিজগণের সেবা শুশ্রূষাই শূদ্রগণের প্রধান ধর্ম্ম ; এতদ্ব্যতীত তাহারা যাহা কবিবে তাহা নিষ্ফল জানিবে। (৬১) লবণ, মধু, তৈল, দধি, তক্র, ঘৃত এবং দুগ্ধ শূদ্র

লবণং মধু তৈলঞ্চ দধি তক্রং ঘৃতং পয়ঃ।
ন দূষ্যেচ্ছূদ্রজাতীনাং কুর্য্যাৎ সর্ব্বস্য বিক্রয়ম্ ॥৬২॥
অবিক্রেয়ং মদ্যমাংসমভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণং।
অগম্যাগমনঞ্চৈব শূদ্রোঽপি নরকং ব্রজেৎ ॥৬৩॥
কপিলাক্ষীরপানেন ব্রাহ্মণীগমনেন চ।
বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্রস্য নরকং ধ্রুবম্ ॥৬৪॥

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায় ॥

বিক্রয় করিলে তাহার উপর কোন দোষ বর্ত্তে না। (৬২) অবিক্রেয় মদ্য মাংস বিক্রয় করিলে, অথবা অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে, অথবা অগম্যস্থলে গমন করিলে শূদ্রকেও নরকে যাইতে হয়। (৬৩) কপিলা গাভীর দুগ্ধ পান, ব্রাহ্মণী গমন এবং বেদাক্ষর বিচারে প্রবৃত্ত হইলে শূদ্র নিশ্চয়ই নবকে গমন করিবে। (৬৪)

পরাশর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
ধর্ম্ম সাধারণং শক্যং চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমাগতম্ ॥১॥
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্বপরাশরবচো যথা।
ষট্ কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥২॥
হলমষ্টগবং ধর্ম্ম্যং ষড়্গবং মধ্যমং স্মৃতম্।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং বৃষঘাতিনাম্ ॥৩॥
ক্ষুধিতং তৃষিতং শ্রান্তং বলীবর্দ্দং ন যোজয়েৎ।
হীনাঙ্গং ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্রো ন বাহয়েৎ ॥৪॥
স্থিরাঙ্গং নীরুজং দৃপ্তং বৃষভং ষণ্ডবর্জ্জিতম্।
বাহয়েদ্দিবসস্যার্দ্ধং পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ ॥৫॥
জপং দেবার্চ্চনং হোমং স্বাধ্যায়ঞ্চৈবমভ্যসেৎ।
একদ্বিত্রিচতুর্ব্বিপ্রান্ ভোজয়েৎ স্নাতকান্ দ্বিজঃ ॥৬॥

অতঃপর কলিযুগে সাধারণের সহজে প্রতিপালনোপযোগী গৃহস্থাশ্রমীর ধর্ম্মাচার, এবং চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের জন্য পালনীয় ধর্ম্ম সকল পরাশরের মতানুসারে বলিব। (১) কলিকালে ষট্ কর্ম্ম পরায়ণ ব্রাহ্মণ কৃষিকর্ম্ম করিতে পারেন। (২) অষ্টসংখ্যক বলীবর্দ্দ দ্বারা হলকার্য্য সম্পাদন করা ধর্ম্মানুমোদিত, ছয়টী বৃষ দ্বারা ইহা সম্পন্ন করা মধ্যম, চারিটী গোরু দ্বারা হলকার্য্য করিলে ইহা নৃশংসের কার্য্য হয়, এবং দুইটী মাত্র দ্বারা হলচালনা করিলে চালককে বৃষঘাতী হইতে হয়। (৩) ক্ষুধিত, পিপাসার্ত্ত, এবং পরিশ্রান্ত বলীবর্দ্দকে হলে সংযোজন করা সর্ব্বথৈব নিষিদ্ধ। এবং দ্বিজগণ কোনরূপ হীনাঙ্গ, রোগ-গ্রস্ত, ক্লীব বৃষকে বাহন কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না। (৪) ষণ্ডবিবর্জ্জিত স্থিরাঙ্গ, নিরুগ্ন, ও দৃপ্ত বৃষভ দ্বারা দ্বিপ্রহর কাল পর্য্যন্ত হলচালনা করিবেক এবং তদনন্তর কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্নান করিবেক। (৫)

তদনন্তর জপ, দেবার্চ্চনা, হোম, ও স্বাধ্যায় পাঠ করিয়া এক, দুই, তিন, কি চারি জন সুস্নাতক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবেক। (৬) স্বয়ং

স্বয়ংকৃষ্টে তথা ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চ স্বয়মর্জ্জিতৈঃ।
নির্ব্বপেৎ পঞ্চযজ্ঞানি ক্রতুদীক্ষাঞ্চ কারয়েৎ ॥৭॥
তিলা রসা ন বিক্রেয়া বিক্রেয়া ধান্যতৎসমাঃ।
বিপ্রস্যৈবংবিধা বৃত্তিস্তৃণকাষ্ঠাদি বিক্রয়ঃ ॥৮॥
সম্বৎসরেণ যৎপাপং মৎস্যঘাতী সমাপ্নুয়াৎ।
অয়োমুখেন কাষ্ঠেন তদেকাহেন লাঙ্গলী ॥৯॥
পাশকো মৎসঘাতী চ ব্যাধঃ শাকুনিকস্তথা।
অদাতা কর্ষকশ্চৈব পঞ্চৈতে সমভাগিনঃ ॥১০॥
কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভোঽথ মার্জ্জনী।
পঞ্চ শূনা গৃহস্থস্য অহন্যহনি বর্ত্ততে ॥১১॥
বৃক্ষান্ ছিত্বা মহীং ভিত্বা হত্বা তু মৃগকীটকান্।
কর্ষকঃ খলু যজ্ঞেন সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥১২॥

ক্ষেত্রকর্ষণ পূর্ব্বক ইহাতে উৎপন্ন স্বোপার্জ্জিত ধান্য দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ ও ক্রতুদীক্ষা সমাধান করাইবে। (৭) ব্রাহ্মণগণ কদাপি তিল ও রস বিক্রয় করিবেন না, ধান্যও তত্তুল্য অন্যান্য বস্তু তাঁহারা বিক্রয় করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ তৃণ কাষ্ঠাদি বিক্রয় করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহাদের উপর কোন রূপ দোষ বর্ত্তে না। (৮) সম্বৎসর কাল মৎস্য বধ দ্বারা মৎস্যজীবির যে পাপ সমষ্টি সঞ্চিত হয়, লাঙ্গলী মুখে লৌহসংযুক্ত কাষ্ঠ দ্বারা হল চালনা করিলে এক দিনেই তাহার সেই পাপরাশি সংগ্রহ হইয়া থাকে। (৯) পাশ জীবি, মৎস্যঘাতী, ব্যাধ, শাকুনিক এবং অদাতা কৃষক এই পাঁচ জন তুল্য রূপ পাপভাগী। (১০) কণ্ডনী (উদূখল) পেষণী (শীল ইত্যাদি পেষণ যন্ত্র) চুল্লী, জলের কলসী ও সম্মার্জ্জনী, এই পঞ্চ শূনা (পাপ সঞ্চারের বিশেষ সাহায্যকারী) গৃহস্থের নিয়তই আছে। (১১) বৃক্ষচ্ছেদ, মৃত্তিকাভেদ, ও মৃগকীটাদি হনন দ্বারা কৃষকের যে পাপ সঞ্চয় হয়, এক যজ্ঞ দ্বারা সে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করে। (১২) রাশীকৃত শস্যাদি নিকটে থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে দান না করে, সে চোর,

যো ন দত্যাদ্দ্বিজাতিভ্যো রাশিমূলমুপাগতঃ।
স চৌরঃ সচ পাপিষ্ঠো ব্রহ্মঘ্নং তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥১৩॥
রাজ্ঞে দত্বা তু ষড়্ভাগং দেবানাঞ্চৈকবিংশকং।
বিপ্রাণাং ত্রিংশকং ভাগং কৃষিকর্ত্তা ন লিপ্যতে ॥১৪॥
ক্ষত্রিয়োঽপি কৃষিং কৃত্বা দ্বিজান্ দেবাংশ্চ পূজয়েৎ।
বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সদা কুর্য্যাৎ কৃষিবাণিজ্যশিল্পকান্ ॥১৫॥
বিকর্ম্ম কুর্ব্বতে শূদ্রা দ্বিজসেবা বিবর্জ্জিতাঃ।
ভবত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকেষু চ।
চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥১৬॥

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।

সে পাপিষ্ঠ, তাহাকে ব্রহ্মহন্তা নামে নির্দ্দেশ করা যায়। (১৩) আয়ের ষড়াংশ রাজাকে, একবিংশাংশ দেবতাকে এবং ত্রিংশাংশ ব্রাহ্মণ-দিগকে দান করিলে কৃষিকর্ত্তা (প্রাণী হিংসাদি রূপ) কোন পাপে সংস্পৃষ্ট হন না। (১৪) ক্ষত্রিয়ও কৃষিকার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণ ও দেবতার সেবা করিবেক, বৈশ্য ও শূদ্রগণ বাণিজ্য ও শিল্প কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বদা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক। (১৫) শূদ্রগণ দ্বিজ সেবা পরিত্যাগ করিয়া অবৈধ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে তাহাদের আয়ু হ্রাস হয়, এবং পরিণামে তাহারা নরকে পতিত হয়। (আমি যাহা কীর্ত্তন করিলাম) চতুর্ব্বর্ণের ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। (১৬)

পরাশর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অতঃ শুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি জননে মরণে তথা।
দিনত্রয়েণ শুদ্ধ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ প্রেতসূতকে ॥১॥
ক্ষত্রিয়োদ্বিদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহকৈঃ।
শূদ্রঃ শুদ্ধ্যতি মাসেন পরাশরবচো যথা ॥২॥
উপাসনে তু বিপ্রাণামঙ্গশুদ্ধিস্তু জায়তে।
ব্রাহ্মণানাং প্রসূতৌ তু দেহস্পর্শো বিধীয়তে ॥৩॥
জাতে বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুদ্ধ্যতি ॥৪॥
একাহাচ্ছুদ্ধ্যতে বিপ্রোযোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দ্দিনৈঃ ॥৫॥

অতঃপর জন্ম ও মৃত্যু জনিত অশৌচের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া গতাসু হইলে ব্রাহ্মণকে ত্রিরাত্রি অশৌচ ধারণ করিতে হয়। (১) ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিন, বৈশ্য পঞ্চদশ দিবস এবং শূদ্র এক মাস কাল অশৌচ ধারণ করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারে, পরাশরের এই মত। বিপ্রদিগের পরিচর্য্যা করিলে দেহ শুদ্ধ হয়, (২) জননাশৌচ হইলে (ও) ব্রাহ্মণদিগের দেহ স্পর্শ করা বিধিবিহিত। (৩)

সন্তানের জন্ম হইলে ব্রাহ্মণ দশদিবস, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিবস, বৈশ্য পঞ্চদশ দিবস এবং শূদ্র এক মাসে শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (৪)

সাগ্নিক বেদাধ্যয়নপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের এক দিবসেই অশৌচ দূর হয়। যে বিপ্র কেবল বেদাধ্যয়ন নিরত (কিন্তু সাগ্নিক নহে) তাঁহাকে তিন দিবস এবং এই উভয় বিহীন ব্রাহ্মণকে দশ দিবস অশৌচ ধারণান্তর শুদ্ধ হইতে হয়। (৫)

যে ব্রাহ্মণ জাত কর্ম্ম ও নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যোপাসনাদি বিধিবিহিত কার্য্য কলাপ বিবর্জ্জিত, যে কেবল নামত ব্রাহ্মণ, তাহাকে দশ দিবস সূতকা-

জন্মকর্ম্মপরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতঃ।
নামধারকবিপ্রস্য দশাহং সূতকং ভবেৎ ॥৬॥
একপিণ্ডাস্তু দায়াদাঃ পৃথগ্দারনিকেতনাঃ।
জন্মন্যপি বিপত্তৌ চ ভবেত্তেষাঞ্চ সূতকম্ ॥৭॥
উভয়ত্র দশাহানি কুলস্যান্নং ন ভুঞ্জতে।
দানং প্রতিগ্রহো হোমঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ত্ততে ॥৮॥
প্রাপ্নোতি সূতকং গোত্রে চতুর্থপুরুষেণ তু।
দায়াদ্বিচ্ছেদমাপ্নোতি পঞ্চমোবাত্মবংশজঃ ॥৯॥
চতুর্থে দশরাত্রং স্যাৎ ষন্নিশা পুংসি পঞ্চমে।
ষষ্ঠে চতুরহাচ্ছুদ্ধিঃ সপ্তমে তু দিনত্রয়ম্ ॥১০॥
পঞ্চভিঃ পুরুষৈর্যুক্তা অশ্রাদ্ধেয়াঃ সগোত্রিণঃ।
ততঃষট্পুরুষাদ্যাশ্চ শ্রাদ্ধে ভোজ্যাঃ সগোত্রিণঃ ॥১১॥

শৌচ ধারণান্তর শুদ্ধ হইতে হয়। (৬) সপিণ্ড জ্ঞাতিগণ যদি স্বতন্ত্র পরিবার হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করে, তবে তাহাদের জন্ম এবং মৃত্যুতেও অশৌচ হইয়া থাকে। (৭) এই উভয় অবস্থাতেই দশ দিবস ঐ বংশের অন্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ, এবং এই সময় দান, প্রতিগ্রহণ, হোম ও বেদাধ্যয়ন এই সকল কার্য্যও স্থগিত রাখিতে হইবে। (৮) ক্রমে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সূতকাশৌচ হইয়া থাকে, তদনন্তর চতুর্থ পুরুষে ইহার বিচ্ছেদ হয়; (কিন্তু) আত্ম বংশীয় হইলে পঞ্চম পুরুষে এই বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। (৯)

চারি পুরুষ হইলে দশরাত্রি, পঞ্চম পুরুষে ছয় রাত্রি, ষষ্ঠ পুরুষে চারি রাত্রি এবং সপ্তম পুরুষে ত্রিরাত্রি অশৌচ ধারণ করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে হয়। (১০)

সগোত্র ব্যক্তির পঞ্চমপুরুষ পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ ভোজন নিষিদ্ধ, তদনন্তর ষষ্ঠ পুরুষ হইতে শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে পারা যায়। (১১)

অগ্নি ও ভৃগুতে (অর্থাৎ কণ্টক বনাকীর্ণ গিরি শিখরস্থ অত্যুচ্চ প্রদেশ হইতে পদস্খলন হইয়া) মৃত্যু হইলে, অথবা দেশান্তরে মরিলে, কিম্বা

ভৃগ্বগ্নিমরণে চৈব দেশান্তরমৃতে তথা।
বালে প্রেতে চ সন্ন্যাসে সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥১২॥
দশরাত্রেষতীতেষু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।
ততঃ সম্বৎসরাদূর্দ্ধং সচেলং স্নানমাচরেৎ ॥১৩॥
দেশান্তরমৃতঃ কশ্চিৎ সগোত্রঃ শ্রূয়তে যদি।
ন ত্রিরাত্রমহোরাত্রং সদ্যঃ স্নাত্বা বিশুদ্ধ্যতি ॥১৪॥
আ ত্রিপক্ষাত্রিরাত্রং স্যাদাষণ্মাসাচ্চ পক্ষিণী।
অহঃ সম্বৎসরাদর্ব্বাক্ সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥১৫॥
অজাতদন্তা যে বালা যে চ গর্ভাদ্বিনিঃসৃতাঃ।
ন তেষামগ্নিসংস্কারো নাশৌচং নোদকক্রিয়া ॥১৬॥
যদি গর্ভো বিপদ্যেত স্রবতে বাপি যোষিতাম্।
যাবন্মাসং স্থিতো গর্ভো দিনং তাবৎ স সূতকঃ ॥১৭॥

সন্ন্যাস গ্রহণান্তর, অথবা বালক প্রসূত হইবার পর মরিলে সদ্যই শৌচ হয়। (১২) (অশৌচের নির্দ্দিষ্ট) দশ রাত্রি অতীত হইলে পর যদি অশৌচের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে ত্রিরাত্রি অশৌচ ধারণ করিলেই শুদ্ধ হওয়া যায়, আর ইহার এক বৎসর কাল পরে সংবাদ পাইলে কেবল মাত্র সবস্ত্র স্নান করিলেই শুদ্ধিলাভ হয়। (১৩) কোন সগোত্রব্যক্তির দেশান্তরে মৃত্যু হইয়াছে, এরূপ যদি শুনিতে পাওয়া যায়, তবে ত্রিরাত্রি কিংবা অহোরাত্র অশৌচ হয় না, কেবল স্নান করিবামাত্রই শুদ্ধিলাভ হয়। (১৪) (মৃত্যুর পর) তিন পক্ষের মধ্যে মৃত্যু সংবাদ শুনিলে ত্রিরাত্রি অশৌচ ধারণ করিতে হয়, ষণ্মাসের মধ্যে শ্রবণ করিলে পক্ষিনী অর্থাৎ সার্দ্ধ দিবস কাল অশৌচ ধারণ করিতে হয়, সংবৎসরের মধ্যে শুনিলে এক দিবস মাত্র অশৌচ হইয়া থাকে, আর সম্বৎসরের পর শ্রবণ করিলে সদ্যঃশৌচ হইয়া থাকে। (১৫) বালক গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়া মরিলে, অথবা দন্তোৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার অগ্নি সংস্কার, অশৌচ বা উদকক্রিয়া কিছুই করিতে হয় না। (১৬) যদি মাতৃ গর্ভেই শিশু গতাসু হয়, অথবা যদি গর্ভস্রাব হয়, তবে স্ত্রীলোক যত মাসের গর্ভ, ততদিন সূতকাশৌচ হইয়া থাকে (১৭)

আ চতুর্থাদ্ভবেৎ স্রাবঃ পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ।
অত ঊৰ্দ্ধং প্রসূতিঃ স্যাদ্দশাহং সূতকং ভবেৎ ॥১৮॥
প্রসূতিকালে সংপ্রাপ্তে প্রসবে যদি যোষিতাম্।
জীবাপত্যে তু গোত্রস্থ মৃতে মাতুশ্চ সূতকম্ ॥১৯॥
রাত্রাবেব সমুৎপন্নে মৃতে রজসি সূতকে।
পূৰ্ব্বমেব দিনং গ্রাহ্যং যাবন্নোদয়তে রবিঃ ॥২০॥
দন্তজাতেঽনুজাতে চ কৃতচূড়ে চ সংস্থিতে।
অগ্নিসংস্করণং তেষাং ত্রিরাত্রং সূতকং ভবেৎ ॥২১॥
আ দন্তজননাৎ সদ্য আ চূড়াং নৈশিকী স্মৃতা।
ত্রিরাত্রমা ব্রতাত্তেষাং দশরাত্রমতঃ পরম্ ॥২২॥
গর্ভে যদি বিপত্তিঃ স্যাদ্দশাহং সূতকং ভবেৎ।
জীবন্ জাতো যদি প্রেতঃ সদ্য এব বিশুদ্ধ্যতি ॥২৩॥

চারি মাসের মধ্যে গর্ভ নষ্ট হইলে গর্ভস্রাব বলা যায়, তৎপর পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসে হইলে ইহা গর্ভপাত নামে অভিহিত হয়, তাহার অধিক হইলে ইহাকে প্রসব বলা যাইতে পারে। প্রসব হইলে সম্পূর্ণ দশ দিবস সূতকাশৌচ হইয়া থাকে। (১৮) উপযুক্ত প্রসব কাল উপস্থিত হইলে যদি সন্তান প্রসূত হয়, তবে সেই সন্তান জীবিত থাকিলে গোত্রের সকলের, এবং সেই সন্তান মৃত হইলে কেবলমাত্র প্রসূতীর জননাশৌচ হইয়া থাকে। (১৯) রাত্রি কালের মধ্যেই জন্ম মৃত্যু এবং রজোদর্শন হইলে, যে পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত পূর্ব দিবস বলিয়াই গণনা করিতে হইবে। (২০) দন্তোৎগম কিংবা চূড়াকরণ হইলে যদি সন্তানের মৃত্যু হয়, তবে তাহার অগ্নি সংস্কার হইবে, এবং সগোত্রির ত্রিরাত্র অশৌচ ধারণ করিতে হইবে। (২১) দন্তোৎগম হইবার পূর্ব্বে শিশুর মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ হয়, চূড়াকরণের পূর্ব্বে হইলে এক রাত্রি অশৌচ, তদনন্তর উপনয়ন পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র এবং তাহার পর হইলে মরণাশৌচ দশ রাত্রি পালন করিতে হয়। (২২) গর্ভেই যদি শিশুর মৃত্যু হয়, তবে দশ দিবস সূতকাশৌচ ধারণ করিতে হইবে, কিন্তু যদি জীবিত বালক জন্ম গ্রহণ করিয়া তদনন্তর গতাসু হয় তবে সদ্যঃ শৌচই হইয়া থাকে। (২৩)

স্ত্রীণাং চূড়ান্ন আদানাৎ সংক্রমাত্তদধঃক্রমাৎ।
সদ্যঃ শৌচমথৈকাহং ত্রিরহঃ পিতৃবন্ধুষু।২৪॥
ব্রহ্মচারী গৃহে যেষাং হূয়তে চ হুতাশনে।
সম্পর্কং ন চ কুর্ব্বন্তি ন তেষাং সূতকং ভবেৎ॥২৫॥
সম্পর্কাদ্দুষ্যতে বিপ্রো নান্যো দোষোঽস্তি ব্রাহ্মণে।
সম্পর্কেষু নিবৃত্তস্য ন প্রেতং নৈব সূতকম্॥২৬॥
শিল্পিনঃ কারুকা বৈদ্যা দাসীদাসাশ্চ নাপিতাঃ।
শ্রোত্রিয়াশ্চৈব রাজানঃ সদ্যঃশৌচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ২৭॥
সব্রতী মন্ত্রপূতশ্চ আহিতাগ্নিশ্চ যো দ্বিজঃ।
রাজ্ঞশ্চ সূতকং নাস্তি যস্য চেচ্ছতি পার্থিবঃ॥২৮॥
উদ্যতো নিধনে দানে আর্ত্তো বিপ্রো নিমন্ত্রিতঃ।
তদেব ঋষিভির্দৃষ্টং যথাকালেন শুদ্ধ্যতি॥২৯॥
প্রসবে গৃহমেধী তু ন কুর্য্যাৎ সঙ্করং যদি।
দশাহাচ্ছুদ্ধ্যতে মাতা অবগাহ্য পিতা শুচিঃ॥৩০॥

কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি চূড়াকরণ ও অন্ন প্রাশনের মধ্যে গতাসু হয়, তবে পিতৃ বন্ধু বর্গের সদ্যঃ শৌচ হইয়া থাকে, সম্প্রদানের মধ্যে মৃত্যু হইলে এক দিবস এবং তাহার পর হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। (২৪) যাহাদের গৃহে ব্রহ্মচারী অবস্থান পূর্ব্বক অগ্নিতে হোম করেন,তাহারা অন্য সকল সংশ্রব পরিহার করিলে,তাহাদের অশৌচ হয় না। (২৫) সংশ্রব হইতেই ব্রাহ্মণের দোষ জন্মে, তাঁহাদের অন্য কোন রূপ দোষ হয় না, (অতএব) সংশ্রব বিহীন হইলে তাঁহাদের জননাশৌচ কিছুই হয় না। (২৬) শিল্পী, কারু, বৈদ্য, দাস দাসী, নাপিত, শ্রোত্রিয়, এবং রাজা, ইহাদের সদ্যঃ শৌচ হয়। (২৭) সব্রতী, মন্ত্রপূত এবং আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ, রাজা ও রাজার অভিপ্রেতব্যক্তি, ইহাঁদের সূতকাশৌচ হয় না।(২৮) বিনাশোদ্যত, দানোদ্যত, আর্ত্ত, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের প্রতি ও ঋষিগণ (এইরূপ) ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; ইহাঁরা সকলেই যথাকালে শুদ্ধি লাভ করেন। (২৯) গৃহমেধী (অর্থাৎ পঞ্চ যজ্ঞ ব্রত ব্রাহ্মণ; পঞ্চ যজ্ঞ যথা;— ব্রহ্ম যজ্ঞ, নৃ যজ্ঞ, দৈব যজ্ঞ, পিতৃ যজ্ঞ, এবং ভূত যজ্ঞ।) যদি পত্নীর সূতিকা-

সর্ব্বেষাং শাবমাশৌচং মাতাপিত্রোর্দ্দশাহিকম্।
সূতকং মাতুরেব স্যাদুপস্পৃশ্য পিতা শুচিঃ ॥৩১॥
যদি পত্ন্যাং প্রসূতায়াং সম্পর্কং কুরুতে দ্বিজঃ।
সূতকন্তু ভবেত্তস্য যদি বিপ্রঃ ষড়ঙ্গবিৎ ॥৩২॥
সম্পর্কাজ্জায়তে দোষো নান্যো দোষোঽস্তি ব্রাহ্মণে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সম্পর্কং বর্জ্জয়েদ্দ্বিজঃ ॥৩৩॥
বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু ত্বন্তরা মৃতসূতকে।
পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং দ্রব্যং দীয়মানং ন দুষ্যতি ॥৩৪॥
অন্তরা তু দশাহস্য পুনর্ম্মরণ জন্মনী।
তাবৎ স্যাদশুচির্ব্বিপ্রো যাবত্তৎ স্যাদনির্দ্দশম্ ॥৩৫॥
ব্রাহ্মণার্থে বিপন্নানাং বন্দিগোগ্রহণে তথা।
আহবেষু বিপন্নানামেকরাত্রন্তু সূতকম্ ॥৩৬॥

গাবের কোন রূপ সংশ্রবে না আইসেন, তবে তিনি স্নান করিয়াই শুদ্ধ হন; মাতাকে দশ দিবস অশৌচ ধারণ করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। (৩০) মাতা পিতা উভয়কেই মরণাশৌচ দশ দিবস ধারণ করিতে হয়, সূতকাশৌচ কেবলমাত্র জননীরই হইয়া থাকে; পিতা কেবল স্নান করিলেই শুদ্ধ হন। (৩১) যদি কোন ব্রাহ্মণ, পত্নী প্রসূতা হইলে (সূতিকাগারের সহিত) সংশ্রব করেন, তবে সেই ব্রাহ্মণ ষড়ঙ্গবিৎ হইলেও তাঁহাকে অশুচি হইতে হয়। (৩২) ব্রাহ্মণের কেবল সংসর্গ দ্বারাই দোষ জন্মে, অন্য কোনরূপে তাঁহাদের দোষ হয় না। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নের সহিত তাঁহাদিগের সংশ্রব পরিত্যাগ করা উচিত। (৩৩) বিবাহোৎসব যজ্ঞ ইত্যাদিতে যদি কোন রূপ দ্রব্য দান করিবার সঙ্কল্প হইয়া থাকে, এবং ইতি মধ্যে যদি কোন রূপ মরণাশৌচ কিম্বা জননাশৌচ হয়, তবেও ঐ সঙ্কল্পিত বস্তু প্রদান করা যাইতে পারে; তাহাতে কোন রূপ দোষ হয় না। (৩৪) যদি (মৃত্যু জনিত) দশ দিবস অশৌচ মধ্যেই পুনর্ব্বার জন্ম কিম্বা মৃত্যু জনিত অশৌচ হয়, তাহা হইলে অশৌচের নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বের দশ দিবস পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অশৌচ থাকে। (৩৫) ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার জন্য, কিম্বা বন্দীকৃতা গাভীর পুনরুদ্ধা-রের নিমিত্ত মৃত্যু হইলে, অথবা যুদ্ধে প্রাণ বিনাশ হইলে, এক রাত্রি অশৌচ হয়। (৩৬) যোগরত পরিব্রাজক (অবধূত সন্ন্যাসী ইত্যাদি) এবং সম্মুখ

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদকৌ।
পরিব্রাড়্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ ॥৩৭॥
যত্র যত্র হতঃ শূরঃ শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ যদি ক্লীবং ন ভাষতে ॥৩৮॥
জিতেন লভতে লক্ষ্মীং মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাঃ।
ক্ষণবিধ্বংসিকেঽমুষ্মিন্ কা চিন্তা মরণে রণে ॥৩৯॥
যস্তু ভগ্নেষু সৈন্যেষু বিদ্রবৎসু সমন্ততঃ।
পরিত্রাতা যদা গচ্ছেৎ স চ ক্রতুফলং লভেৎ ॥৪০॥
যস্য চ্ছেদক্ষতং গাত্রং শরশক্ত্যৃষ্টিমুদ্গরৈঃ।
দেবকন্যাস্তু তং বীরং গায়ন্তি রময়ন্তি চ ॥৪১॥
বরাঙ্গনাসহস্রাণি শূরমায়োধনে হতম্।
নাগকন্যাশ্চ ধাবন্তি মম ভর্ত্তা ভবেদিতি ॥৪২॥

মরে নিধন প্রাপ্ত বীর, পৃথিবীর মধ্যে এই দুই প্রকার লোক সূর্য্য মণ্ডল ভদ করিয়াও ঊর্দ্ধে (অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ স্বর্গে) গমন করেন। (৩৭) বীর ুরুষগণ যদি শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া (বীর জনোচিত) কোন াপ কাতরোক্তি প্রয়োগ না করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহা-দর অক্ষয় লোক লাভ হয়। (৩৮) সংগ্রামে জয়ী হইলে লক্ষ্মী লাভ হয়, বং শত্রুগণ কর্ত্তৃক সমরক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হইলে সুরাঙ্গনা লাভ হয়; তএব এইক্ষণ বিধ্বংসী শরীর দ্বারা যুদ্ধ করিয়া মরিতে কি চিন্তা। (৩৯)

সৈন্যগণ যখন ছত্রভঙ্গ হইয়া সংগ্রাম ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে াকে, তখন যে পুরুষ তাহাদিগকে সংগ্রামে রক্ষা করেন, তিনি যজ্ঞানু-ানের ফল প্রাপ্ত হন। (৪০) সংগ্রাম ক্ষেত্রে শর, শক্তি, ঋষ্টি ও মুদ্গর প্রভৃতিদ্বারা যাহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়, দেব কন্যাগণ তাহাতে রত হন, এবং তাহার যশোগাথা গান করিতে থাকেন। (৪১) সহস্র সহস্র দেব-কন্যা ও নাগকন্যা, যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত বীর পুরুষের অনুসরণ করেন, এবং তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে স্বামিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত লালায়িত হয়েন। (৪২) শত্রু কর্ত্তৃক লক্ষীকৃত বাণ সমষ্টি সংবর্ষণে পরিতপ্তদেহ যে মহাত্মার ললাটদেশ হইতে রুধির ধারা বহির্গত হইয়া তাঁহার মুখ বিবরে প্রবিষ্ট হয়,

ললাটদেশাদ্রুধিরং হি যস্য
তপ্তস্য জন্তোঃ প্রবিশেচ্চ বক্ত্রে।
তৎ সোমপানেন হি তস্য তুল্যম্
সংগ্রামযজ্ঞে বিধিবচ্চ দৃষ্টম্ ॥৪৩॥
যং যজ্ঞসংঘৈস্তপসা চ বিদ্যয়া
স্বর্গৈষিণো বাত্র যথৈব বিপ্রাঃ।
তথৈব যান্ত্যেব হি তত্র বীরাঃ
প্রাণান্ সুযুদ্ধেন পরিত্যজন্তঃ ॥৪৪॥
অনাথং ব্রাহ্মণং প্রেতং যে বহন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
পদে পদে যজ্ঞফলমানুপূর্ব্বাল্লভন্তি তে ॥৪৫॥
অসগোত্রমবন্ধুঞ্চ প্রেতীভূতঞ্চ ব্রাহ্মণম্।
নীত্বা চ দাহয়িত্বা চ প্রাণায়ামেন শুদ্ধ্যতি ॥৪৬॥
ন তেষামশুভং কিঞ্চিদ্দ্বিজানাং শুভকর্ম্মণি।
জলাবগাহনাত্তেষাং শুদ্ধিঃ স্মৃতিরিতীরিতা ॥৪৭॥
অনুগম্যেচ্ছয়া প্রেতং জ্ঞাতিমজ্ঞাতিমেব বা।
স্নাত্বা চৈব তু স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতি ॥৪৮॥

এই সংগ্রাম রূপ যজ্ঞে তাঁহার যথাবিধি অনুষ্ঠিত সোম যজ্ঞ সদৃশ ফল লাভ হইয়া থাকে। (৪৩) স্বর্গ গমনাভিলাষী ব্রাহ্মণগণ বিবিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যা দ্বারা যে লোকে গমন করেন, ধর্ম্ম যুদ্ধে যাঁহারা প্রাণ পরিত্যাগ করেন, সেই সকল বীরপুরুষেরও সেই লোক লাভ হইয়া থাকে। (৪৪) যে সকল ব্রাহ্মণ আত্মীয় স্বজন বিহীন ব্রাহ্মণের মৃতদেহ বহন করেন, তাঁহারা পদে পদে আনুপূর্ব্বিক অনুষ্ঠিত যজ্ঞফল লাভ করেন। (৪৫) অসগোত্র এবং অনাত্মীয় ব্রাহ্মণ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, যাঁহারা তাহাকে বহন পূর্ব্বক দাহ করেন, তাঁহারা কেবল প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারেন। (৪৬) এই সকল ব্রাহ্মণের কোন রূপ শুভ কার্য্যের ব্যাঘাৎ হয় না, কারণ প্রবাদ আছে যে, তাঁহারা কেবল জলাবগাহন দ্বারাই শুদ্ধ হইতে পারেন। (৪৭) মৃত ব্যক্তি জ্ঞাতিই হউক আর জ্ঞাতি নাই হউন, যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তাহার অনুগমন করেন, তবে তিনি স্নান করিয়া অগ্নি স্পর্শ

ক্ষত্রিয়ং মৃতমজ্ঞানাদ্ ব্রাহ্মণো যোঽনুগচ্ছতি।
একাহমশুচির্ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥৪৯।
শবঞ্চ বৈশ্যমজ্ঞানাদ্ব্রাহ্মণো যোঽনুগচ্ছতি।
কৃত্বাশৌচং দ্বিরাত্রঞ্চ প্রাণায়ামান্ ষড়াচরেৎ ॥৫০॥
প্রেতীভূতন্তু যঃ শূদ্রং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
নয়ন্তমনুগচ্ছেত ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ ॥৫১॥
ত্রিরাত্রে তু ততঃ পূর্ণে নদীং গত্বা সমুদ্রগাম্।
প্রাণায়ামশতং কৃত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতি ॥৫২॥
বিনির্ব্বর্ত্ত্য যদা শূদ্রা উদকান্তমুপস্থিতাঃ।
দ্বিজৈস্তদানুগন্তব্যা ইতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥৫৩॥
তস্মাদ্দ্বিজো মৃতং শূদ্রং ন স্পৃশেন্ন চ দাহয়েৎ।
দৃষ্টে সূর্য্যাবলোকেন শুদ্ধিরেষা পুরাতনী ॥৫৪॥

ইতি পারাশরে ধর্ম্ম শাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

(পূ)র্ব্বক ঘৃতভক্ষণ করিলে শুদ্ধ হইবেন। (৪৮) কোন ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু হইলে যদি (কো)ন ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহার অনুগমন করেন, তবে তিনি এক (দি)বস অশুচি থাকিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারেন। (৪৯) যদি (ব্র)াহ্মণ অজ্ঞানতাবশতঃ কোন বৈশ্যের মৃতদেহের অনুসরণ করেন, তবে (তি)নি দুই রাত্রি অশৌচ ধারণ করিয়া ষট্‌সংখ্য প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইবেন। (৫০) যদি কোন ব্রাহ্মণ অজানিত সূত্রে কোন মৃত শূদ্র ব্যক্তির দেহের (অ)নুগামী হয়েন, তবে তাঁহাকে ত্রিরাত্রি অশৌচ ধারণ করিতে হয়। (৫১) (অ)নন্তর ত্রিরাত্রি অতিবাহিত হইলে তাঁহাকে সমুদ্রগামিনী কোন (ন)দীতে অবগাহন পূর্ব্বক একশত প্রাণায়াম করিয়া ঘৃত ভক্ষণ দ্বারা (শু)দ্ধ হইতে হইবে। (৫২) ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে শূদ্র (য)খন দাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া জল পর্য্যন্ত প্রতিনিবৃত্ত হইবে, তখন ব্রাহ্ম(ণে)রা অনুগমন করিতে পারিবেন। (৫৩) অতএব মৃত শূদ্রকে স্পর্শ, কিংবা (ত)াহার দাহ না করাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মৃত শূদ্র দেখিলে তাঁহারা (সূ)র্য্যাবলোকন করিয়া শুচি হইবেন, ইহাই প্রাচীন মত। (৫৪)

পরাশর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

অতিমানাদতিক্রোধাৎ স্নেহাদ্বা যদি বা ভয়াৎ।
উদ্বধ্নীয়াৎ স্ত্রী পুমান্ বা গতিরেষা বিধীয়তে ॥১॥
পূয়শোণিতসম্পূর্ণে অন্ধে তমসি মজ্জতি।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি নরকং প্রতিপদ্যতে ॥২॥
নাশৌচং নোদকং নাগ্নিং নাশ্রুপাতঞ্চ কারয়েৎ।
বোঢ়ারোঽগ্নিপ্রদাতারো পাশচ্ছেদকরাস্তথা ॥৩॥
তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুদ্ধ্যন্তীত্যেবমাহ প্রজাপতিঃ ॥৪॥
গোভির্হতং তথোদ্বদ্ধং ব্রাহ্মণেন তু ঘাতিতম্।
সংস্পৃশন্তি তু যে বিপ্রা বোঢ়ারশ্চাগ্নিদাশ্চ যে ॥৫॥
অন্যেঽপি বানুগন্তারঃ পাশচ্ছেদকরাশ্চ যে।
তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুদ্ধ্যন্তি কুর্য্যুর্ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥৬॥
অনডুৎসহিতাং গাঞ্চ দদ্যুর্বিপ্রায় দক্ষিণাম্।

যদি কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষ অতিশয় মান, ক্রোধ, স্নেহ ও ভয় নিবন্ধন উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার কিরূপ গতি হয় তাহা বলিতেছি। (১) সেই আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি নরকে গমন করে, ও ষষ্টি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পূয শোণিতপূর্ণ অন্ধতমস নামক (নরকে) স্থানে নিমজ্জিত থাকে। (২) উদ্বন্ধনে অপমৃত্যু হইলে (তাহার জন্য) অশৌচ গ্রহণ করিবে না, জল প্রদান করিবে না, অগ্নি সৎকার করাই বেনা, অশ্রুপাতও করিবে না। যাহারা (সেই মৃত দেহ) বহন করে, দা করে, পাশচ্ছেদ করে, তাহারা তপ্তকৃচ্ছ দ্বারা পাপমুক্ত হইতে পারে; ঋ পুঙ্গব প্রজাপতি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। (৩,৪)

গো দ্বারা, ব্রাহ্মণ দ্বারা ও উদ্বন্ধনে হত ব্যক্তিকে যে সকল ব্রাহ্ম দাহ, বহন বা স্পর্শ করে, এবং যাহারা তাহার অনুগমন করে, ও যাহার তাহার পাসচ্ছেদ করে, তাহারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বার স্বয়ং শুদ্ধিলাভ করিবে। (৫,৬) এবং দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণকে বৃষসহ গো দান

ত্র্যহমুষ্ণং পিবেদাপস্ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পিবেৎ ॥৭॥
ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং পীত্বা বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্ ।
যো বৈ সমাচরেদ্বিপ্রঃ পতিতাদিষ্বকামতঃ ॥৮॥
পঞ্চাহং বা দশাহং বা দ্বাদশাহমথাপি বা ।
মাসার্দ্ধং মাসমেকং বা মাসদ্বয়মথাপিবা ॥৯॥
অব্দার্দ্ধমব্দমেকং বা তদূর্দ্ধং চৈব তৎসমঃ ।
ত্রিরাত্রং প্রথমে পক্ষে দ্বিতীয়ে কৃচ্ছ্রমাচরেৎ ॥১০॥
তৃতীয়ে চৈব পক্ষেতু কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ ।
চতুর্থে দশরাত্রং স্যাৎ পারকঃ পঞ্চমে মতঃ ॥১১॥
কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণং ষষ্ঠে সপ্তমে ত্বৈন্দবদ্বয়ম্ ।
শুদ্ধ্যর্থমষ্টমে চৈব ষণ্মাসাৎ কৃচ্ছ্রমাচরেৎ ॥১২॥
পক্ষসংখ্যাপ্রমাণেন সুবর্ণান্যপি দক্ষিণা ॥১৩॥
ঋতুস্নাতা তু যা নারী ভর্ত্তারং নোপসর্পতি ।
সা মৃতা নরকং যাতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ ॥১৪॥

এবং তিন দিন উষ্ণ জল, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ পান (৭) ও তিন দিন উষ্ণ ঘৃত ভক্ষণ, এবং তৎপর তিন দিন বায়ু সেবন করিয়া থাকিবে। যে বিপ্র অনিচ্ছার সহিত পতিতাদির সহিত আহার ব্যবহার করেন, যদি তাহা পাঁচ দ্বাদশ বা পঞ্চদশ দিবস কিম্বা এক, দুই বা ছয় মাস, বা এক বৎসর, অথবা তৎসদৃশ কিম্বা তদপেক্ষা অধিক দিন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথম পক্ষ ব্যবহারে ত্রিরাত্রি, দ্বিতীয় পক্ষে কৃচ্ছ্রব্রত করিতে হইবে। (৯,১০) তৃতীয় পক্ষে কৃচ্ছ সন্তাপনানুষ্ঠান (অর্থাৎ অত্যন্ত আয়াসসাধ্য সন্তাপন নামক ব্রত বিশেষ) করিতে হইবে। চতুর্থ পক্ষে দশরাত্রি ও পঞ্চম পক্ষে পারকব্রতাচরণ করিতে হইবে। (১) ষষ্ঠপক্ষে চান্দ্রায়ণ ও সপ্তম পক্ষে দুইটী চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে, অষ্টম পক্ষ বা তদূর্দ্ধকাল ব্যবহার হইলে শুদ্ধির নিমিত্ত ছয় মাসকাল কৃচ্ছ্রব্রত করিতে হইবে। (১২) যত পক্ষ (কাল) এরূপ ব্যবহার হইবে সেই পরিমাণ সুবর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিতে হইবে। (১৩) ঋতু স্নাতা হইয়া যে নারী স্বামীর নিকট উপগতা না হয়, সে মৃত্যুর পর নরকে গমন, ও বারম্বার বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে। (১৪) যে ব্যক্তি ঋতু

ঋতৌ স্নাতান্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
ঘোরায়াং ভ্রূণহত্যায়াং যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৫॥
অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
সপ্তজন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥১৬॥
দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥১৭॥
ওঘবাতাহৃতং বীজং যথা ক্ষেত্রে প্ররোহতি।
ক্ষেত্রী তল্লভতে বীজং ন বীজী ভাগমর্হতি ॥১৮॥
তদ্বৎ পরস্ত্রিয়াঃ পুত্রৌ দ্বৌ সুতৌ কুণ্ডগোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্যান্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ ॥১৯॥
ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ।
দদ্যান্মাতা পিতা বাপি স পুত্রো দত্তকো ভবেৎ ॥২০॥

স্নাতা ভার্য্যার নিকট উপগত না হয়, ভ্রূণহত্যা জনিত পাপের নিমিত্ত লোক যে নরকে গমন করে, নিঃসন্দেহ তাহাকেও সেই নীরয়গামী হইতে হয়। (১৫) যে ব্যক্তি তাহার সচ্চরিত্রা পত্নীকে যৌবনকালে পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহাকে ক্রমে সাত জন্ম পুনঃ পুনঃ নারী জন্ম ও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। (১৬) দরিদ্র, পীড়িত ও মূর্খ স্বামীকে যে রমণী অবজ্ঞা করে, মৃত্যুর পর তাহাকে সর্প যোনিতে উৎপন্ন ও বারম্বার বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। (১৭)

বায়ু প্রবাহ দ্বারা চালিত বীজ কোন ক্ষেত্রে পতিত হইলে যেমন ক্ষেত্রস্বামী তাহার অধিকারী হয়, বীজ স্বামী তাহার কোন অংশ পাইতে পারে না। (১৮) সেইরূপ পরস্ত্রীর দুইপ্রকার পুত্র কুণ্ড ও গোলক, জননীর অধিকৃত, জন্মদাতার অধিকৃত নহে। পতীর জীবিতাবস্থায় অন্য পুরুষ দ্বারা উৎপাদিত পুত্রকে কুণ্ড, ও ভর্ত্তার মৃত্যুর পর পর-পুরুষ দ্বারা জাত পুত্রকে গোলক কহে। (১৯) ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক ও কৃত্রিম এই চারি প্রকার পুত্র। মাতা পিতা যে পুত্রকে দান করে তাহাকেই দত্তক বলে। (২০)

যে ব্যক্তি অবিবাহিত থাকিতেই তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করে, তাহাকে পরিবিত্তি ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিক্রম করিয়া যে ব্যক্তি বিবাহ

পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়া চ পরিবিদ্যতে।
সর্ব্বে তে নরকং যান্তি দাতৃযাজকপঞ্চমাঃ ॥২১॥
দারাগ্নিহোত্রসংযোগং যঃ কুর্য্যাদগ্রজে সতি।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ ॥ ২২ ॥
দ্বৌ কৃচ্ছ্রৌ পরিবিত্তেস্তু কন্যায়াঃ কৃচ্ছ্র এবচ।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রৌ দাতুশ্চ হোতা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥২৩॥
কুব্জবামনষণ্ডেষু গদ্গদেষু জড়েষু চ।
জাত্যন্ধে বধিরে মূকে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥২৪॥
পিতৃব্যপুত্রঃ সাপত্ন্যঃ পরনারীসুতস্তথা।
দারাগ্নিহোত্রসংযোগে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥২৫॥
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং নৈব চিন্তয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা ॥২৬॥

করে তাহাকে) পরিবেত্তা, এবং জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে কন্যাকে বিবাহ করে (তাহাকে পরিবিন্না বলে,) এই তিন জন এবং ঈদৃশ স্থলে যে কন্যাদান করে, কিম্বা যে পৌরোহিত্য করে, ইহারা সকলেই নরকে গমন করে। (২১) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিক্রম করিয়া যে ব্যক্তি দার পরিগ্রহানন্তর অগ্নিহোত্রী হয়, সে পরিবেত্তা, ও তাহার অগ্রজের নাম পরিবিত্তি। (২২) পরিবিত্তির কৃচ্ছ্রদ্বয়, পরিবিন্না কন্যার এককৃচ্ছ্র, কন্যাদাতার কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ও পুরোহিতের চান্দ্রায়ণ ব্রত দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। (২৩) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জ, বামন, ষণ্ড, গদগদ, জড়, জন্মান্ধ, বধির, মূক (বোবা) হইলে পরিবেদনে দোষ নাই, অর্থাৎ এরূপ স্থলে অবিবাহিত জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারে। (২৪) পিতৃব্য পুত্র, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও পরনারী পুত্র, এরূপ অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠের বিবাহ, ও অগ্নিহোত্র সংযোগে দোষ হইতে পারে না। (২৫) যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিয়াও দার পরিগ্রহে অনভিলাষী হন, তবে তাঁহার আজ্ঞা লইয়া কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারেন, (দ্বাপরের ধর্ম্মশাস্ত্রকার) শঙ্খ ইহা অনুমোদন করেন। (২৬)

স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, কালকবলিত হইলে, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥২৭॥
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥২৮॥
তিস্রঃ কোট্যৰ্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি ॥২৯॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে ॥৩০॥

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ক্লীব নির্ণীত কিম্বা পতিত হইলে এই পঞ্চবিধ আপদে রমণীর পত্যন্তঃ গ্রহণ বিধিবিহিত। (২৭) কিন্তু ভর্ত্তার মৃত্যুর পর যে নারী ব্রহ্মচর্য অবলম্বন পূর্ব্বক কাল যাপন করেন, মৃত্যুর পর তিনি (নৈষ্ঠিক) ব্রহ্মচারীঃ ন্যায় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। (২৮) মানব শরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি লোম আছে, যে রমণী স্বামীর অনুগমন করেন, অর্থাৎ সহমৃতা হন তিনি সেই পরিমান বৎসর স্বর্গে বাস করেন। (২৯) ব্যালীগ্রাহী (অর্থাৎ বেদে) যেরূপ বল পূর্ব্বক সর্পকে গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করে, সেইরূপ সহমৃতা নারী ভর্ত্তাকে উদ্ধার করিয়া তৎসহ স্বর্গ-সুখ অনুভব করেন। (৩০)

পরাশর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।
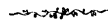
পঞ্চম অধ্যায়।

শ্ববৃকাভ্যাং শৃগালাদ্যৈর্যদি দষ্টস্তু ব্রাহ্মণঃ।
স্নাত্বা জপেত গায়ত্রীং পবিত্রাং বেদমাতরম্ ॥১॥
গবাং শৃঙ্গোদকে স্নাতো মহানদ্যাস্তু সঙ্গমে।
সমুদ্র দর্শনাদ্বাপি শুনা দষ্টঃ শুচির্ভবেৎ ॥২॥
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ শুনা দষ্টস্তু ব্রাহ্মণঃ।
স হিরণ্যোদকে স্নাত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতি ॥৩॥
সব্রতস্তু শুনা দষ্টস্ত্রিরাত্রং সমুপোষিতঃ।
ঘৃতং কুশোদকং পীত্বা ব্রতশেষং সমাপয়েৎ ॥৪॥
অব্রতঃ সব্রতোবাপি শুনা দষ্টো ভবেদ্দ্বিজঃ।
প্রণিপত্য ভবেৎ পূতো বিপ্রৈশ্চানুনিরীক্ষিতঃ ॥৫॥
শুনাঘ্রাতাবলীঢ়স্য নখৈ র্বিলিখিতস্য চ।
অদ্ভিঃ প্রক্ষালনাচ্ছুদ্ধিরগ্নিনা চোপচূলনম্ ॥৬॥

কুকুর, বৃক, বা শৃগালাদি দ্বারা কোন ব্রাহ্মণ দংশিত হইলে, তিনি স্নান পূর্ব্বক বেদমাতা পবিত্রগায়ত্রী জপ করিবেন। (১) কুকুর দষ্ট ব্যক্তি গোশৃঙ্গোদকে কিম্বা মহানদীর (সাগর) সঙ্গমে স্নান করিয়া, অথবা সমুদ্রসন্দর্শনে শুচি হইবে। (২) বেদ অধ্যয়ন দ্বারা, বিদ্যা দ্বারা, ব্রতাচরণ দ্বারা পবিত্রীকৃত দেহ মনব্রাহ্মণ, কুকুর কর্ত্তৃক দংশিত হইলে তিনি হিরণ্যোদকে স্নান করিয়া ঘৃত পান পূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইবেন। (৩) ব্রতাবলম্বী ব্রাহ্মণ কুকুর দ্বারা দষ্ট হইলে ত্রিরাত্রি উপবাস থাকিয়া ঘৃত ও কুশোদক পান করতঃ ব্রত শেষ করিবেন। (৪) ব্রাহ্মণ সব্রতই হউন, আর ব্রতহীনই হউন, যদি তাঁহাকে কুকুরে দংশন করে, তবে তিনি প্রণিপাত পূর্ব্বক বিপ্রগণ কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া (অর্থাৎ বিপ্রগণের শুভ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া,) পবিত্র হইবেন। (৫) কোন ব্যক্তি কুকুর কর্ত্তৃক আঘ্রাত অবলীঢ় (প্রদীপের পাত্র, চাটা) অথবা নখ দ্বারা বিলিখিত হইলে, সেই স্থান জল দ্বারা প্রক্ষালন করতঃ তাহাতে অগ্নিস্পর্শ করাইলে শুদ্ধ হওয়া যায়। (৬) ব্রাহ্মণী কুকুর,

শুনা চ ব্রাহ্মণী দষ্টা জম্বুকেন বৃকেণ বা।
উদিতং সোমনক্ষত্রং দৃষ্ট্বা সদ্যঃ শুচির্ভবেৎ ॥৭॥
কৃষ্ণপক্ষে যদা সোমো ন দৃশ্যেত কদাচন।
যাং দিশং ব্রজতে সোমস্তাং দিশঞ্চাবলোকয়েৎ ॥৮॥
অসদ্ব্রাহ্মণকে গ্রামে শুনা দষ্টস্তু ব্রাহ্মণঃ।
বৃষং প্রদক্ষিণীকৃত্য সদ্যঃ স্নানাদ্বিশুদ্ধ্যতি ।৯।
চাণ্ডালেন শ্বপাকেন গোভির্বিপ্রৈর্হতো যদি।
আহিতাগ্নির্মৃতো বিপ্রো বিষেণাত্মহতো যদি ॥১০॥
দহেত্তং ব্রাহ্মণং বিপ্রো লোকাগ্নৌ মন্ত্রবর্জ্জিতম্।
স্পৃষ্ট্বা চোহ্য চ দগ্ধ্বা চ সপিণ্ডেষু চ সর্ব্বথা ॥১১॥
প্রাজাপত্যং চরেৎ পশ্চাদ্বিপ্রাণামনুশাসনাৎ।
দগ্ধ্বাস্থীনি পুনর্গৃহ্য ক্ষীরৈঃ প্রক্ষালয়েৎ দ্বিজঃ ॥১২॥
পুনর্দ্দহেৎ স্বকাগ্নৌ তন্মন্ত্রেণ চ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৩॥

জম্বুক, অথবা বৃক কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, সমুদিত চন্দ্র ও নক্ষত্র দর্শন করিয়া সদ্যঃই শুদ্ধি লাভ করেন। (৭) কৃষ্ণপক্ষে যদি চন্দ্র দর্শন না ঘটে, তবে যে দিকে চন্দ্র অবস্থান করে সেই দিকে অবলোকন করিতে হইবে। (৮) যে গ্রামে অন্য কোন ব্রাহ্মণ নাই, সেই গ্রামে যদি কোন বিপ্র কুকুর কর্ত্তৃক দংশিত হন, তবে তিনি বৃষ প্রদক্ষিণ করিয়া স্নান পূর্ব্বক সদ্যই শুদ্ধিলাভ করিবেন। (৯) যদি কোন আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ, শ্বপাক, চণ্ডাল অথবা গো কর্ত্তৃক নিহত হন, অথবা যদি তিনি বিষভক্ষণ দ্বারা আত্মহত্যা করেন, তবে বিপ্রগণ বিনামন্ত্রে তাঁহাকে লৌকিকাগ্নিতে দগ্ধ করিবেন এবং যে সকল সপিণ্ড ব্রাহ্মণ তাঁহার দেহ স্পর্শ, বহন ও দাহ করিবেন, তাঁহাদিগকে প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এবং অবশেষে ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক দগ্ধ অস্থি সকল সংগ্রহ করিবেন এবং তদনন্তর তাহা দুগ্ধে প্রক্ষালন করত পুনর্ব্বার স্বকীয় অগ্নিতে মন্ত্র পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ দাহ করিবেন। (১০,১১,১২,১৩) যদি কোন আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ দেশান্তরে প্রবাস কালে কাল কবলিত হন, তবে তাহার মৃত্যুর পর গৃহেও অগ্নি নির্ব্বাপন করিতে

আহিতাগ্নির্দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রবসন্ কালচোদিতঃ।
দেহনাশমনুপ্রাপ্তস্তস্যাগ্নির্ব্বর্ত্ততে গৃহে ॥১৪॥
শ্রৌতাগ্নিহোত্রসংস্কারঃ শ্রূয়তামৃষিসত্তমাঃ।
কুশাজিনং সমাস্তীর্য্য কুশৈশ্চ পুরুষাকৃতিম্ ॥১৫॥
ষট্ শতানি শতং চৈব পলাশানাঞ্চ বৃন্তকম্।
চত্বারিংশচ্ছিরে দদ্যাৎ ষষ্টিং কণ্ঠে বিনির্দ্দিশেৎ ॥১৬॥
বাহুভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাদঙ্গুলীষু দশৈব তু।
শতঞ্চোরসি সংদদ্যাত্ত্রিংশচ্চৈবোদরে ন্যসেৎ ॥১৭॥
অষ্টৌ বৃষণয়োর্দ্দদ্যাৎ পঞ্চ মেঢ়্রে চ বিন্যসেৎ।
একবিংশতিমূরুভ্যাং জানুজঙ্ঘে চ বিংশতিম্ ॥১৮॥
পাদাঙ্গুল্যোঃ শতার্দ্ধঞ্চ পত্রাণি চ তথা ন্যসেৎ।
শম্যাং শিশ্নে বিনিঃক্ষিপ্য অরণীং বৃষণে তথা ॥১৯॥
জুহূং দক্ষিণহস্তেন বামহস্তে তথোপসৎ।
কর্ণে চোদূখলং দদ্যাৎ পৃষ্ঠে চ মুষলং ততঃ ॥২০॥
নিঃক্ষিপ্যোরসি দৃশদং তণ্ডুলাজ্যতিলান্মুখে।
শ্রোত্রে চ প্রোক্ষণীং দদ্যাদাজ্যস্থালীঞ্চ চক্ষুষোঃ ॥২১॥

বে। (১৪) হে মহর্ষিগণ! এক্ষণ শ্রৌত অগ্নিহোত্র সংস্কার বর্ণনা রিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণাজিন বিস্তার করিয়া তদুপরি কুশ নির্ম্মিত ষের প্রতিকৃতি সংস্থাপন করিবেক। (১৫) তদনন্তর সাতশত পলাশ সংগ্রহ পূর্ব্বক মস্তকে চত্বারিংশত, কণ্ঠদেশে ষষ্টিসংখ্যক, দুই হস্তে এক , অঙ্গুলীতে দশটী, বক্ষঃস্থলে একশত, উদরে ত্রিংশত, বৃষণ যুগলে টটী, মেঢ়্রদেশে পাঁচটী, উরুদেশে একবিংশতিটী, জানু ও জঙ্ঘাতে শতিটী, চরণাঙ্গুল সমুদয়ে পঞ্চাশটী পলাশ বৃন্ত, এবং উপস্থ ও বৃষণ শ শমী কাষ্ঠ বিনির্ম্মিত অরণি সংস্থাপন করিবে। (১৬,১৭,১৮,১৯) ক্ষণ হস্তে জুহূ, বাম হস্তে উপসৎ, কর্ণে উদূখল, পৃষ্ঠে মুসল (২০) ঃদেশে প্রস্তর, মুখে ঘৃত, তিল তণ্ডুল, কর্ণে প্রোক্ষণী, নেত্রদ্বয়ে আজ্য- লী (যজ্ঞের ঘৃত রাখিবার পাত্র) সংরক্ষণ করিবে। (২১) এবং কর্ণ ত্র মুখ ও নাসিকার উপর সুবর্ণ খণ্ড স্থাপন করিয়া অবশিষ্ট অগ্নিহো-

কর্ণে নেত্রে মুখে ঘ্রাণে হিরণ্যশকলং ক্ষিপেৎ।
অগ্নিহোত্রোপকরণং গাত্রে শেষঞ্চৈব প্রবিন্যসেৎ ॥২২॥
অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহেতি চ ঘৃতাহুতীঃ।
দদ্যাৎ পুত্রোঽথবা ভ্রাতা হ্যন্যো বাপি স্বধর্ম্মিণঃ ॥২৩॥
যথা দহনসংস্কারস্তথা কার্য্যং বিচক্ষণৈঃ।
ঈদৃশন্তু বিধিং কুর্য্যাদ্‌ব্রহ্মলোকে গতির্ধ্রুবম্‌ ॥২৪॥
যে দহন্তি দ্বিজাস্তন্তু তে যান্তি পরমাং গতিম্‌ ॥২৫॥
অন্যথা কুর্ব্বতে কিঞ্চিদাত্মবুদ্ধিপ্রবোধিতাঃ।
ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকে ধ্রুবম্‌ ॥ ২৪ ॥

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রোপকরণ সর্ব্বগাত্রে নিক্ষেপ করিবে। (২২) অনন্তর পুত্র ভ্রাতা অথবা স্বধর্ম্মী কোন ব্যক্তি "অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। (২৩) অনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি দহন কার্য্যের বিধানানুসারে সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন; এইরূপে বিধানানুসারে কার্য্য করিলে নিঃসন্দেহ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। (২৪) যে সকল ব্রাহ্মণেরা দাহ করেন, তাঁহাদের পরম গতি লাভ হয়। (২৫) যাহারা স্বীয় (ভ্রমসঙ্কুল) বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের আয়ু হ্রাস ও অবশেষে নরকে গমন করিতে হয়। (২৬)।

পরাশর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি প্রাণিহত্যাসু নিষ্কৃতিম্।
পরাশরেণ পূর্ব্বোক্তাং মন্বর্থেঽপি চ বিস্মৃতাম্ ॥১॥
হংস সারস ক্রৌঞ্চাংশ্চ চক্রবাকং সকুক্কুটম্।
জালপাদাংশ্চ শরভমহোরাত্রেণ শুদ্ধ্যতি ॥২॥
বলাকাটিট্টিভানাঞ্চ শুকপারাবতাদিনাম্।
আটিনাঞ্চ বকানাঞ্চ শুদ্ধ্যতে নক্তভোজনাৎ ॥৩॥
ভাস কাক কপোতানাং সারীতিত্তিরিঘাতকঃ।
অন্তর্জ্জলে উভে সন্ধ্যে প্রাণায়ামেন শুদ্ধ্যতি ॥৪॥
গৃধ শ্যেন শিখিগ্রাহচাসোলূকনিপাতনে।
অপক্কাশী দিনং তিষ্ঠেত্ত্রিকালং মারুতাশনঃ ॥৫॥
বল্গুনীচটকানাঞ্চ কোকিলাখঞ্জরীটকান্।
লাবকারক্তপাদাংশ্চ শুদ্ধ্যন্তে নক্তভোজনাৎ ॥৬॥

অতঃপর প্রাণি হত্যা জনিত পাতক হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করিতে [পা]রা যায় তাহা বলিতেছি, ইহা পরাশর দ্বারা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, [ভগবান]) মনু ইহা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন (১) হংস, সারস, [ক্রৌঞ্চ]ক, চক্রবাক, কুক্কুট, জালপাদ (হংস), শরভ প্রভৃতি হত্যা করিলে এক দিবারাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে হয়। (২) বলাকা [টি]ট্টিভ, শুক, পারাবত, আটি, বক প্রভৃতি বধ করিলে দিবা ভাগে উপবাস [পূ]র্ব্বক রাত্রিতে আহার করিলেই শুদ্ধ হয়। (৩) ভাস, কাক, কপোত, সারী, তিত্তিরী বধ করিলে প্রাতে ও সন্ধ্যা সময়ে জলমধ্যে দাঁড়াইয়া প্রাণায়াম [দ্ব]ারা শুদ্ধিলাভ করিতে হয়। (৪) গৃধ্র, শ্যেন, ময়ূর কুম্ভীরাদি, স্বর্ণ চাতক [উ]লূক বধ করিলে এক দিন অপক্ক দ্রব্য ভোজন করিয়া ত্রিকাল বায়ু [সে]বন করিবে। (৫) বল্গুনী, চটক, কোকিল, খঞ্জরীট, লাবক, রক্তপাদ [ব]ধ করিলে দিনে উপবাস থাকিয়া রাত্রিতে আহার করিলে শুদ্ধ হয়। (৬) [সা]রগুব, চকোর, পিঙ্গল, কুরর ভারদ্বাজ পক্ষী ; বধ করিলে শিবপূজা দ্বারা

কারণ্ডবচকোরাণাং পিঙ্গলাকুররস্য চ।
ভারদ্বাজনিহন্তা চ শুদ্ধ্যতে শিবপূজনাৎ ॥৭॥
ভেরুণ্ড শ্যেনভাসঞ্চ পারাবত কপিঞ্জলান্।
পক্ষিণামেব সর্ব্বেষামহোরাত্রেণ শুদ্ধ্যতি ॥৮॥
হত্বা নকুলমার্জ্জার সর্পাজগরডুণ্ডুভান্।
কৃশরং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ লোহদণ্ডঞ্চ দক্ষিণাম্ ॥৯॥
শল্লকীশশকাগোধামৎস্যকূর্ম্মাভিপাতনে।
বৃন্তাকফলভোক্তা চ হ্যহোরাত্রেণ শুদ্ধ্যতি ॥১০॥
বৃকজম্বুকঋক্ষাণাং তরক্ষূণাঞ্চ ঘাতনে।
তিলপ্রস্থং দ্বিজে দত্ত্বাদ্বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্ ॥১১॥
গজগবয়তুরঙ্গাণাং মহিষোষ্ট্রনিপাতনে।
শুদ্ধ্যতে সপ্তরাত্রেণ বিপ্রাণাং তর্পণেন চ ॥১২॥
মৃগং রুরুং বরাহঞ্চ অজ্ঞানাদযস্তু ঘাতয়েৎ।
অফালকৃষ্টমশ্নীয়াদহোরাত্রেণ শুদ্ধ্যতি ॥১৩॥

শুদ্ধ হইতে হয়। (৭) ভেরুণ্ড, শ্যেন, ভাস, কপিঞ্জল ও অন্য কোন পক্ষী বিনাশ করিলে এক দিবা রাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারা যায়। (৮) নকুল, মার্জ্জার, সর্প, অজগর, ডুণ্ডুভ, কৃশর (কাকলাস) বধ করিলে ব্রাহ্মণকে তিলান্ন ভোজন করাইয়া লৌহদণ্ড দক্ষিণা প্রদান করিলে শুদ্ধ হইবে। (৯) শল্লকী, শশক, গোধা, মৎস, কূর্ম্ম হত্যা করিলে এক দিবা রাত্র বার্ত্তাকু ফল ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। (১০) বৃক, শৃগাল, ভল্লুক ও তরক্ষু বধ করিলে তিন দিবস কেবল বায়ু সেবনে থাকিয়া এক হস্ত পরিমিত পাত্রের ২৪ অংশের একাংশ পরিমিত পাত্রপূর্ণ তিল দান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। (১১) হস্তী, গবয় অশ্ব, মহিষ, কিম্বা উষ্ট্র বধ করিলে সপ্তরাত্রি উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করিলে পাপ মুক্ত হইতে পারা যায়। (১২) মৃগ, রুরু, কিম্বা বরাহ, অজ্ঞানাবস্থায় বধ করিলে লাঙ্গল দ্বারা আকৃষ্ট শস্য ভক্ষণে এক দিবা রাত্র যাপন করিয়া পাপ মুক্ত হইবে। (১৩) এরূপ অন্যান্য চতুষ্পদ বন্যজন্তু বধ করিলে এক দিবস উপবাস করিয়া বহ্নি বীজ জপদ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। (১৪) কোন

এবং চতুষ্পদানাঞ্চ সর্ব্বেষাং বনচারিণাম্।
অহোরাত্রোষিতস্তিষ্ঠেজ্জপন্ বৈ জাতবেদসম্ ॥১৪॥
শিল্পিনং কারুকং শূদ্রং স্ত্রিয়ং বা যস্তু ঘাতয়েৎ।
প্রাজাপত্যদ্বয়ং কুর্য্যাদ্বৃষৈকাদশ দক্ষিণা ॥১৫॥
বৈশ্যং বা ক্ষত্রিয়ং বাপি নির্দ্দোষমভিঘাতয়েৎ।
সোঽতিকৃচ্ছ্রদ্বয়ং কুর্য্যাগোবিংশং দক্ষিণাং দদেৎ ॥১৬॥
বৈশ্যং শূদ্রং ক্রিয়াসক্তং বিকর্ম্মস্থং দ্বিজোত্তমম্।
হত্বা চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাদ্দত্ত্বাঙ্গো ত্রিংশ দক্ষিণাম্ ॥১৭॥
ক্ষত্রিয়েণাপি বৈশ্যেন শূদ্রেণৈবেতরেণ বা।
চাণ্ডালবধসংপ্রাপ্তঃ কৃচ্ছ্রার্দ্ধেন বিশুদ্ধ্যতি ॥১৮॥
চৌরাঃ শ্বপাকচাণ্ডালাবিপ্রেণাপি হতা যদি।
অহোরাত্রোপবাসেন প্রাণায়ামেন শুদ্ধ্যতি ॥১৯॥
শ্বপাকং বাপি চাণ্ডালং বিপ্রঃ সংভাষতে যদি।
দ্বিজসম্ভাষণং কুর্য্যাদ্গায়ত্রীং বা সকৃজ্জপেৎ ॥২০॥

ব্যক্তি শিল্প ব্যবসায়ী কারু, শূদ্র কিম্বা স্ত্রীবধ করিলে তাহাকে দুইটি প্রাজাপত্য করিয়া একাদশটি বৃষ দক্ষিণা দিতে হইবে। (১৫) নির্দ্দোষ ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্যকে বধ করিলে দুইটি অতি কৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক বিংশতি সংখ্যক গো দক্ষিণা দান করিলে পাপ মুক্ত হইতে পারিবে। (১৬) কোন ব্যক্তি যোগ হোম প্রভৃতি ক্রিয়াসক্ত বৈশ্য, শূদ্র কিম্বা ক্রিয়া বিহীন ব্রাহ্মণকে বধ করিলে তাহাকে চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক ত্রিশটি গো দক্ষিণা প্রদান করিয়া পাপ মুক্ত হইতে হইবে। (১৭) যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্য কিম্বা শূদ্র কোন চণ্ডাল বধ করে, তাহা হইলে অর্দ্ধ কৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে। (১৮) কোন ব্রাহ্মণ চোর, স্বপাক কিম্বা চণ্ডাল বধ করিলে তাহাকে এক দিবারাত্র উপবাস করতঃ প্রাণায়াম করিয়া পাপমুক্ত হইতে হইবে। (১৯) কোন ব্রাহ্মণ স্বপাক বা চণ্ডালের সহিত আলাপ করিলে তিনি ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ করিয়া একবার গায়ত্রী জপ দ্বারা বিশুদ্ধ হইবেন। (২০) ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সহ একত্র শয়ন করিলে, তিনি ত্রিরাত্রি উপবাস করিয়া বিশুদ্ধ হইবেন। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সহ পথে গমন করিলে

চাণ্ডালৈঃ সহ সুপ্তস্তু ত্রিরাত্রমুপবাসয়েৎ।
চাণ্ডালৈকপথঙ্গত্বা গায়ত্রী স্মরণাচ্ছুচিঃ ॥২১॥
চাণ্ডাল দর্শনেনৈব আদিত্যমবলোকয়েৎ।
চাণ্ডালস্পর্শনে চৈব সচেলং স্নানমাচরেৎ ॥২২॥
চাণ্ডালখাতবাপীষু পীত্বা সলিলমগ্রজঃ।
অজ্ঞানাচ্চৈব নক্তেন ত্বহোরাত্রেণ শুদ্ধ্যতি ॥২৩॥
চাণ্ডালভাণ্ডসংস্পৃষ্টং পীত্বা কূপগতং জলম্।
গোমূত্র যাবকাহার স্ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥২৪॥
চাণ্ডালোদকভাণ্ডে তু অজ্ঞানাৎ পিবতে জলম্।
তৎক্ষণাৎ ক্ষিপতে যস্তু প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥২৫॥
যদি ন ক্ষিপতে তোয়ং শরীরে যস্য জীর্য্যতি।
প্রাজাপত্যং ন দাতব্যং কৃচ্ছ্রং সান্তপনঞ্চরেৎ ॥২৬॥

গায়ত্রী স্মরণপূর্ব্বক পাপমুক্ত হইবেন। (২১) চণ্ডাল দর্শন করিলে, ব্রাহ্মণকে সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। চণ্ডালকে স্পর্শ করিলে সবস্ত্র অবগাহন পূর্ব্বক স্নানের দ্বারা শুদ্ধ হইবেন। (২২) কোন ব্রাহ্মণ অজ্ঞাতসারে চণ্ডালখাত পুষ্করিণী কিম্বা দীর্ঘিকাতে জলপান করিলে তিনি এক দিন ও দুই রাত্রি উপবাস করিয়া বিশুদ্ধ হইবেন। (২৩) কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভাণ্ড স্পৃষ্ট কূপস্থিত জল পান করিলে তিনি ত্রিরাত্রি গোমূত্র ও যবাক (অর্দ্ধ পক্ক যব) ভক্ষণ করিয়া বিশুদ্ধ হইবেন। (২৪) অজ্ঞানতাবশতঃ কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডালের জলপাত্রে জল পান করিয়া যদি তৎক্ষণাৎ বমন দ্বারা সেই জল পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে শুদ্ধ হইতে হইবে। (২৫) যদি অজানিত সূত্রে কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডালের জলপাত্রে জল পান করেন,ও তৎপর যদি বমন দ্বারা ঐ জল পরিত্যাগ না করিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলেন তাহা হইলে তাঁহাকে প্রাজাপত্য না করিয়া কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ হইতে হইবে। (২৬)

যেরূপ স্থলে ব্রাহ্মণ সান্তপন ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, সেইরূপ স্থলে ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য, বৈশ্য অর্দ্ধ প্রাজাপত্য ও শূদ্র একপাদ প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারিবেন। (২৭) যদি প্রমাদ বশতঃ কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

চরেৎ সান্তপনং বিপ্রঃ প্রাজাপত্যন্তু ক্ষত্রিয়ঃ।
তদর্দ্ধন্তু চরেদ্বৈশ্যঃ পাদং শূদ্রস্য দাপয়েৎ ॥২৭॥
ভাণ্ডস্থমন্ত্যজানান্তু জলং দধি পয়ঃ পিবেৎ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চৈব প্রমাদতঃ ॥২৮॥
ব্রহ্মকূর্চ্চোপবাসেন দ্বিজাতীনান্তু নিষ্কৃতিঃ।
শূদ্রস্য চোপবাসেন তথা দানেন শক্তিতঃ ॥২৯॥
ব্রাহ্মণো জ্ঞানতো ভুঙ্‌ক্তে চাণ্ডালান্নং কদাচন।
গোমূত্র যাবকাহারাদ্দশরাত্রেণ শুদ্ধ্যতি ॥৩০॥
একৈকং গ্রাসমশ্নীয়াদ্গোমূত্রযাবকস্য চ।
দশাহ নিয়মস্থস্য ব্রতং তত্র বিনির্দ্দিশেৎ ॥৩১॥
অবিজ্ঞাতশ্চ চাণ্ডালঃ সন্তিষ্ঠেত্তস্য বেশ্মনি।
বিজ্ঞাতে তূপসংন্যস্য দ্বিজাঃ কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহম্ ॥৩২॥
ঋষিবক্ত্রাচ্ছ্রুতা ধর্ম্মস্ত্রায়ন্তে বেদপাবনাঃ।
পতন্তমুদ্ধরেয়ুস্তে ধর্ম্মজ্ঞাঃ পাপসঙ্কটাৎ ॥৩৩॥

বৈশ্য কিম্বা শূদ্র অন্তজ জাতির ভাণ্ডস্থিত জল, দধি বা দুগ্ধ পান করেন, (২৮) তাহা হইলে দ্বিজগণ উপবাস করতঃ ব্রহ্ম বা কূর্চ্চ মন্ত্র জপ দ্বারা, ও শূদ্র উপবাস ও যথাশক্তি দান দ্বারা পাপমুক্ত হইবেন। (২৯) জ্ঞানপূর্ব্বক কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডালান্ন ভোজন করিলে, তিনি দশ রাত্রি গোমূত্র ও যাবক ভক্ষণ দ্বারা বিশুদ্ধ হইতে পারিবেন। (৩০) ঐ ব্যক্তিকে প্রতি দিবস এক এক গ্রাস যাবক ও গোমূত্র আহার করিয়া দশ দিবস এই রূপ নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা ব্রতপূর্ণ করিতে হইবে। (৩১) অপরিজ্ঞাত রূপে যদি কোন ব্রাহ্মণের গৃহে চণ্ডাল বাস করে, এবং পরে ইহা জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ বক্ষ্যমান উপসংন্যাস করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে পাপ মুক্ত করিবেন। (৩২) ঋষিমুখ শ্রুত বেদ পাবন ধর্ম্ম সকলকে রক্ষা করিতেছেন, এই ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ পতিত ব্যক্তিকে পাপ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। (৩৩) ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্র হইয়া দধি, ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত গোমূত্র ও তিলান্ন আহার ও ত্রিসন্ধ্যা স্নান করাকেই উপসং-

দধ্না চ সর্পিষা চৈব ক্ষীর গোমূত্রযাবকং।
ভুঞ্জীত সহ সর্ব্বৈশ্চ ত্রিসন্ধ্যমবগাহনম্ ॥৩৪॥
ত্র্যহং ভুঞ্জীত দধ্না চ ত্র্যহং ভুঞ্জীত সর্পিষা।
ত্র্যহং ক্ষীরেণ ভুঞ্জীত একৈকেন দিনত্রয়ম্ ॥৩৫॥
ভাবদুষ্টং ন ভুঞ্জীয়ান্নোচ্ছিষ্টং কৃমিদূষিতম্।
ত্রিপলং দধিদুগ্ধস্য পলমেকন্তু সর্পিষঃ ॥৩৬॥
ভস্মনা তু ভবেচ্ছুদ্ধিরুভয়োস্তাম্রকাংশ্যয়োঃ।
জলশৌচেন বস্ত্রাণাং পরিত্যাগেন মৃন্ময়ম্ ॥৩৭॥
কুসুম্ভগুড়কার্পাস লবণং তৈলসর্পিষী।
দ্বারে কৃত্বা তু ধান্যানি গৃহে দদ্যাদ্ধুতাশনম্ ॥৩৮॥
এবং শুদ্ধস্ততঃ পশ্চাৎ কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্।
ত্রিংশতং গা বৃষঞ্চৈকং দদ্যাদ্বিপ্রেষু দক্ষিণাম্ ॥৩৯॥
পুনর্লেপনয়া তেন হোমজপ্যেন শুধ্যতি।
আধারেণ চ বিপ্রাণাং ভূমিদোষো ন বিদ্যতে ॥৪০॥

গ্রাস বলে। (৩৪) অধিকন্তু তিন দিন দুগ্ধের সহিত,--তিন দিন ঘৃতের সহিত, তিন দিন দধির সহিত ক্রমে ক্রমে গোমূত্রযুক্ত তিলান্ন আহার করিতে হইবে। (৩৫) ভাবদুষ্ট, উচ্ছিষ্ট বা কৃমিদূষিত দ্রব্য আহার করিবে না। দধি ও দুগ্ধ তিন পল ও ঘৃত এক পল আহার করিবে। (৩৬) সেই গৃহস্থিত তাম্র ও কাংস্য পাত্র ভস্ম দ্বারা মার্জ্জিত হইলে শুদ্ধ হইবে, বস্ত্র সকল জল দ্বারা ধৌত, ও মৃণ্ময় পাত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে। (৩৭) তৎপর গৃহ দ্বারে কুসুম্ভ গুড়, কার্পাস লবণ, তৈল ঘৃত ধান্য সংস্থাপনপূর্ব্বক অগ্নি সংযোগে গৃহ জ্বালাইয়া দিবে। (৩৮) এইরূপে শুদ্ধিলাভ পূর্ব্বক পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, তৎপর ত্রিশটী গাভি ও একটী বৃষ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। (৩৯) তৎপর সেই স্থান পুনর্ব্বার লেপন করিয়া হোম ও জপের দ্বারা শুদ্ধ করিবে। ব্রাহ্মণদিগের আধারার্থ ভূমি দোষ ঘটিতে পারে না। (৪০) যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্রের গৃহে অজানিত রূপে রজকী চর্ম্মকারী, লুব্ধকী কিম্বা পুক্কসী বাস করে, তাহা হইলে, যখন ইহা জানিতে পারিবে, তখনই প্রোক্ত কার্য্য সমূহের অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু গৃহ দাহ

রজকী চর্ম্মকারী চ লুব্ধকস্য চ পুক্কসী।
চাতুর্ব্বর্ণ্যগৃহে যস্য ত্বজ্ঞানাদধিতিষ্ঠতি ॥ ৪১ ॥
জ্ঞাত্বা তু নিষ্কৃতিং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বোক্তস্যার্দ্ধমেব চ।
গৃহদাহং ন কুর্ব্বীতাপ্যন্যৎ সর্ব্বঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৪২ ॥
গৃহস্যাভ্যন্তরে গচ্ছেচ্চাণ্ডালো যস্য কস্যচিৎ।
তস্মাদ্গৃহাদ্বিনিঃসৃত্য গৃহভাণ্ডানি বর্জয়েৎ ৪৩ ॥
রসপূর্ণন্তু যদ্ভাণ্ডং ন ত্যজেচ্চ কদাচন।
গোরসেন তু সংমিশ্রৈর্জলৈঃ প্রোক্ষেৎ সমন্ততঃ ॥ ৪৪ ॥
ব্রাহ্মণস্য ব্রণ দ্বারে পূয়শোণিতসম্ভবে।
কৃমিরুৎপদ্যতে যস্য প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥
গবাং মূত্রপুরীষেণ দধ্না ক্ষীরেণ সর্পিষা।
ত্র্যহং স্নাত্বা চ পীত্বা চ কৃমিদুষ্টঃ শুচির্ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥
ক্ষত্রিয়োঽপি সুবর্ণস্য পঞ্চমাষান্ প্রদাপয়েৎ।
গোদক্ষিণান্তু বৈশ্যস্যাপ্যুপবাসং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৪৭ ॥
শূদ্রাণাং নোপবাসঃ স্যাচ্ছূদ্রো দানেন শুদ্ধ্যতি।
ব্রাহ্মণাংস্তু নমস্কৃত্য পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৪৮ ॥

করিতে হইবে না। (৪১,৪২) যাহার গৃহাভ্যন্তরে চণ্ডাল প্রবেশ করিবে, তিনি গৃহস্থিত সমস্ত ভাণ্ড বাহির করিয়া পরিত্যাগ করিবেন। (৪৩) কিন্তু যে ভাণ্ডে (তৈল মধু সুরা ও ঘৃত প্রভৃতি) রস দ্রব্য থাকিবে তাহা কখনই পরিত্যাগ করিতে হইবে না, সেই ভাণ্ড সকল গোরস মিশ্রিত জলে ধৌত করিয়া লইবে। (৪৪)

ব্রাহ্মণের ব্রণ দ্বারে পূযরক্ত মধ্যে কৃমি উৎপন্ন হইলে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে তাহা বলিতেছি। (৪৫) দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও গোমূত্র ও পুরীষ দ্বারা তিন দিবস স্নান এবং তিন দিবস ঐ সকল দ্রব্য পান করিলে কৃমি দূষিত ব্রাহ্মণ শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। (৪৬) এরূপ স্থলে ক্ষত্রিয় (ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া) পাঁচ মাষা স্বর্ণ দান করিলে এবং বৈশ্যকে উপবাস করিয়া একটী গোদক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে। (৪৭) ঐরূপ স্থলে শূদ্রের উপবাস নাই, কেবল পঞ্চগব্য পান করতঃ ব্রাহ্মণকে নমস্কার ও দান করিয়া

অচ্ছিদ্রমিতি যদ্বাক্যং বদন্তি ক্ষিতিদেবতাঃ।
প্রণম্য শিরসা ধার্য্যমগ্নিষ্টোম ফলং হি তৎ ॥ ৪৯ ॥
ব্যাধিব্যসনিনি শ্রান্তে দুর্ভিক্ষে ডামরে তথা।
উপবাসো ব্রতো হোমো দ্বিজসম্পাদিতানি বা ॥ ৫০ ॥
অথবা ব্রাহ্মণাস্তুষ্টাঃ স্বয়ং কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহম্।
সর্ব্বধর্ম্মমবাপ্নোতি দ্বিজৈঃ সম্বর্দ্ধিতাশিষা ॥ ৫১ ॥
দুর্ব্বলেঽনুগ্রহঃ কার্য্যস্তথা বৈ বালবৃদ্ধয়োঃ।
অতোঽন্যথা ভবেদ্দোষস্তস্মান্নানুগ্রহঃ স্মৃতঃ ৫২ ॥
স্নেহাদ্বা যদি বা লোভাদ্ভয়াদজ্ঞানতোঽপি বা।
কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহং যে বৈ তৎপাপং তেষু গচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥
শরীরস্যাত্যয়ে প্রাপ্তে বদন্তি নিয়মন্তু যে।
মহৎকার্য্যোপরোধেন ন স্বস্থস্য কদাচন ॥ ৫৪ ॥
স্বস্থস্য মূঢ়াঃ কুর্ব্বন্তি নিয়মন্তু বদন্তি যে।
তে তস্য বিঘ্নকর্ত্তারঃ পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ৫৫ ॥

শুদ্ধ হইবে। (৪৮) ক্ষিতি দেবতা ব্রাহ্মণ "অচ্ছিদ্রমস্তু" বাক্য বলিবেন, (শূদ্র) প্রণাম পূর্ব্বক তাহা মস্তকে ধারণ করিবে, তদ্দ্বারা অগ্নি ষ্টোম ফললাভ হইবে। (৪৯)

পীড়া, ব্যসন, শ্রান্তি, দুর্ভিক্ষ, ডামর * প্রভৃতি উপস্থিত হইলে শূদ্র ব্রাহ্মণের দ্বারা উপবাস, ব্রত, হোম প্রভৃতি সম্পাদন করাইবে। (৫০) অথবা ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং অনুগ্রহ করিতে পারেন। দ্বিজের আশীর্ব্বাদ দ্বারা সর্ব্বধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। (৫১) দুর্ব্বল, বালক ও বৃদ্ধের প্রতি অনুগ্রহ করাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ইহার অন্যথাচরণ দোষাবহ ও তাদৃশ অনুগ্রহ নিষ্ফল হইবে। (৫২) স্নেহ, লোভ, ভয় কিম্বা অজ্ঞানতা হেতু যদি কোন ব্রাহ্মণ অনুপযুক্ত পাত্রে অনুগ্রহ বিতরণ করেন, তাহা হইলে, তিনি যাহাকে অনুগ্রহ করিবে, তাহার পাপ সেই ব্রাহ্মণের শরীরে সঞ্চারিত হয়। (৫৩) স্বাস্থের ভগ্নাবস্থার যে সকল ব্রাহ্মণ শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, (কেবল) মহৎ কার্য্যের অনুরোধে (প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম বিধান করে, শরীর বিনাশ হেতুভূত সেই সকল নিয়মাবলির উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ (প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের) বিঘ্ন কর্ত্তা, তাহাদিগকে নরকে গমন করিতে হয়।

স এব নিয়মস্ত্যাজ্যো ব্রাহ্মণং যোঽবমন্যতে।
বৃথা তস্যোপবাসঃ স্যান্ন স পুণ্যেন যুজ্যতে ॥ ৫৬ ॥
স এব নিয়মো গ্রাহ্যো যং যং কোঽপি বদেদ্দ্বিজঃ।
কুর্য্যাদ্বাক্যং দ্বিজানাঞ্চ অকুর্ব্বন্ ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥
উপবাসো ব্রতশ্চৈব স্নানং তীর্থং জপস্তপঃ।
বিপ্রৈঃ সম্পাদিতং যস্য সম্পন্নং তস্য তদ্ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥
ব্রতচ্ছিদ্রং তপশ্ছিদ্রং যচ্ছিদ্রং যজ্ঞকর্ম্মণি।
সর্ব্বং ভবতি নিশ্ছিদ্রং ব্রাহ্মণৈরুপপাদিতম্ ॥ ৫৯ ॥
ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্জ্জলং সর্ব্বকামদম্।
তেষাং বাক্যোদকেনৈব শুদ্ধ্যন্তি মলিনা জনাঃ ॥ ৬০ ॥
ব্রাহ্মণা যানি ভাষন্তে ভাষন্তে তানি দেবতাঃ।
সর্ব্বদেবময়া বিপ্রা ন তদ্বচনমন্যথা ॥ ৬১ ॥
অন্নাদ্যে কীটসংযুক্তে মক্ষিকা কীটদূষিতে।
অন্তরা সংস্পৃশেচ্চাপস্তদন্নং ভস্মনা স্পৃশেৎ ॥ ৬২ ॥

(৫৪, ৫৫) যে নিয়মে ব্রাহ্মণের অবজ্ঞা করা হয়, সেই নিয়ম ত্যজ্য, তন্নিমিত্ত উপবাস বৃথা, এবং তাহাতে কোন রূপ পুণ্যলাভ হয় না। (৫৬) ব্রাহ্মণ যে নিয়মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেন তাহাই গ্রহণীয়, ব্রাহ্মণের ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিতে হইবে, অন্যথাচরণ করিলে ব্রহ্মহত্যা রূপ পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। (৫৭) ব্রাহ্মণ কর্তৃক কাহারও নিমিত্ত উপবাস, ব্রত, স্নান, তীর্থ দর্শন,জপ ও তপস্যা কার্য্য সম্পাদিত হইলে,তাহার ঐ সকল সফল হয়। (৫৮) ব্রাহ্মণ দ্বারা কার্য্য সম্পাদিত হইলে, ব্রতচ্ছিদ্র, তপশ্ছিদ্র ও যজ্ঞচ্ছিদ্র কিছুই ঘটে না, সকলই নিশ্ছিদ্র (অর্থাৎ নির্দোষ) হইয়া যায়। (৫৯) ব্রাহ্মণগণ জল বিহীন সর্ব্ব প্রকার কাম ফল প্রদায়ক জঙ্গম তীর্থ স্বরূপ, তাঁহাদের বাক্যরূপ সলিল দ্বারাই পাপপঙ্কে কলুষিত ব্যক্তিরা পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। (৬০) ব্রাহ্মণগণ যাহা উচ্চারণ করেন তাহা দেবতাদিগের ভাষা, কারণ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্ব দেবতা স্বরূপ, তাঁহাদের কথার অন্যথা হইতে পারে না। (৬১) যদি অন্নেতে কীট থাকে, অথবা যদি তাহা মক্ষিকা ও কোন রূপ কীটাদি দ্বারা দংশিত হয়, তাহা হইলে ভোজন কালে সেই অন্ন জল

ভুঞ্জানো হি যদা বিপ্রঃ পাদং হস্তেন সংস্পৃশেৎ।
উচ্ছিষ্টং হি স বৈ ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে মুক্তভাজনে ॥৬৩॥
পাদুকাস্থো ন ভুঞ্জীত পর্য্যঙ্কে সংস্থিতোঽপি বা।
শুনা চাণ্ডালদৃষ্টো বা ভোজনং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৬৪॥
পক্কান্নঞ্চ নিষিদ্ধং যৎঅন্নশুদ্ধিস্তথৈব চ।
যথা পরাশরেণোক্তং তথৈবাহং বদামি বঃ ॥৬৫॥
মিতং দ্রোণাঢ়কস্যান্নং কাকশ্বানোপঘাতিতম্।
কেনৈতচ্ছুদ্ধ্যতে চান্নং ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ ॥৬৬॥
কাকশ্বানাবলীঢ়ন্তু দ্রোণান্নং ন পরিত্যজেৎ।
বেদবেদাঙ্গবিদ্বিপ্রৈ ধর্ম্মশাস্ত্রানুপালকৈঃ ॥ ৬৭ ॥
প্রস্থা দ্বাত্রিংশতির্দ্রোণঃ স্মৃতো দ্বিপ্রস্থ আঢ়কঃ।
ততো দ্রোণাঢ়কস্যান্নং শ্রুতিস্মৃতিবিদো বিদুঃ ॥ ৬৮ ॥

সংযোগ করিয়া তৎপর তাহাতে ভস্ম স্পর্শ করাইবে। (৬২) যদি ব্রাহ্মণ ভোজনকালে চরণোপরি হস্ত বিন্যস্ত করিয়া রাখেন, ও যদি মুক্ত ভোজন পাত্রে আহার করেন, (অর্থাৎ যদি ভোজন পাত্র বাম হস্ত দ্বারা স্পর্শ না করা হয়) তবে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করা হয়। (৬৩) পায়ে পাদুকা রাখিয়া, অথবা পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিয়া কদাপি ভোজন করিবে না, এবং ভোজন কালে যদি কুক্কুর কিম্বা চণ্ডাল তাহা দেখিতে পায় তবে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিবে। (৬৪) পক্কান্ন মধ্যে যাহ নিষিদ্ধ, ও যাহা শুদ্ধ এবং যাহা অশুদ্ধ, তাহা পরাশরের বাক্যানুসারে আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করিতেছি। (৬৫) দ্রোণ পরিমিত কিম্বা আঢ়ক পরিমিত অন্ন যদি কাক অথবা কুক্কুর দ্বারা উচ্ছিষ্ট হয়, তবে তাহা কি রূপে শুদ্ধ করিতে হইবে, ইহা ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে। (৬৬) ধর্ম্ম শাস্ত্রানুপালক বেদবেদাঙ্গবিৎ বিপ্রগণ কাক ও কুক্কুর কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট দ্রোণান্ন পরিত্যাগ করিবেন না। (৬৭) দ্বাত্রিংশতি প্রস্থে এক দ্রোণ হয়; এই রূপ দুই দ্রোণে এক আঢ়ক। শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ তৎ-প্রস্থ পরিমিত অন্নকে আঢ়কান্ন বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। (৬৮) কাক ও কুক্কুর কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট, কিম্বা গো অথবা গর্দ্দভ কর্ত্তৃক আঘ্রাত

কাকশ্বানাবলীঢ়ং তু গবাঘ্রাতং খরেণ বা।
স্বল্পমন্নং ত্যজেদ্বিপ্রঃ শুদ্ধির্দ্রোণাঢ়কে ভবেৎ ॥ ৬৯ ॥
অন্নস্যোদ্ধৃত্য তন্মাত্রং যচ্চ নোপহতং ভবেৎ।
সুবর্ণোদকমভ্যুক্ষ্য হুতাশেনৈব তাপয়েৎ ॥ ৭০ ॥
হুতাশনেন সংস্পৃষ্টং সুবর্ণসলিলেন চ।
বিপ্রাণাং ব্রহ্মঘোষেণ ভোজ্যং ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৭১ ॥

ইতি পারাশরে ধর্ম্ম শাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অন্ন যদি অল্প হয় তবে তাহা পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু যদি তাহা দ্রোণ কিম্বা আঢ়ক পরিমিত হয়, তবে ইহাকে শুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিবে। (৬৯) অন্নের যে অংশ উচ্ছিষ্ট হয় নাই তাহা সুবর্ণ সংস্পৃষ্ট জল দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া অগ্নি সংযোগে ইহাকে উত্তপ্ত করিয়া লইবে। (৭০) ঐ অন্ন সুবর্ণ ও সলিল দ্বারা প্রোক্ষিত, ব্রাহ্মণের বাক্য ও অগ্নি সংযোগে সংশোধিত হইলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভোজন করিতে পারা যায়। (৭১)

পরাশর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

অথাতো দ্রব্যসংশুদ্ধিঃ পরাশরবচো যথা।
দারবাণাস্তু পাত্রাণাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ১ ॥
মার্জ্জনাদ্‌যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা যজ্ঞকর্ম্মণি।
চমসানাং গ্রহাণাঞ্চ শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনেন তু ॥ ২ ॥
চরূণাং স্রুক্ স্রুবাণাঞ্চ শুদ্ধিরুষ্ণেন বারিণা।
ভস্মনা শুদ্ধ্যতে কাংস্যং তাম্রমম্লেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৩ ॥
রজসা শুদ্ধ্যতে নারী বিকলং যা ন গচ্ছতি।
নদী বেগেন শুদ্ধ্যেত লেপো যদি ন দৃশ্যতে ॥ ৪ ॥
বাপীকূপতড়াগেষু দূষিতেষু কথঞ্চন।
উদ্ধৃত্য বৈ ঘটশতং পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৫ ॥
অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥ ৬ ॥

পরাশরের বচনানুসারে অতঃপর দ্রব্য শোধন প্রণালী বলিতেছি, দারুনির্ম্মিত পাত্র চাঁচিয়া ফেলিলে শুদ্ধ হয়। (১) যজ্ঞকার্য্যে যজ্ঞপাত্র হস্ত দ্বারা মার্জ্জন করিলেই শুদ্ধ হয়, চমস ও গ্রহাণ (চামচ ও কাটা) জল দ্বারা ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। (২) চরুর সময়ে শ্রুক্, শ্রুব প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র সমস্ত উষ্ণ জলে প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ হয়, কাংস্যপাত্র ভস্ম দ্বারা মার্জ্জন করিলে বিশুদ্ধ হয় ও তাম্রপাত্র অম্ল দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। (৩) পরপুরুষ সংসর্গ দ্বারা রমণীর কোন অঙ্গবৈকল্য না ঘটিলে পুনর্ব্বার রজস্বলা হইলে সেই রমণী শুদ্ধ হইয়া থাকে। মল ভূমিতে সংলগ্ন না থাকিলে নদী বেগে তাহা শুদ্ধ হয়। (৪) বাপী, কূপ, তড়াগাদির জল কোন রূপে অপবিত্র হইলে একশত কলসী জল তাহা হইতে উঠাইয়া তাহাতে পঞ্চগব্য প্রক্ষেপ করিলে বিশুদ্ধ হয়। (৫)

অষ্টমবর্ষ বয়স্কাকে গৌরী, নবমবর্ষ বয়স্কাকে রোহিণী, ও দশমবর্ষ বয়স্কাকেকন্যা বলা যায়, ইহার ঊর্দ্ধ বয়স্কাকে রজস্বলা বলা গিয়া থাকে। (৬)

---

* খদির কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্র।

প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥ ৮ ॥
যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞান মোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোহ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥ ৯ ॥*
যঃ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনং দ্বিজঃ।
স ভৈক্ষভুগ্ জপন্নিত্যং ত্রিভির্বর্ষৈর্ব্বিশুদ্ধ্যতি ॥ ১০ ॥
অস্তং গতে যদা সূর্য্যে চাণ্ডালং পতিতং স্ত্রিয়ম্।
সূতিকাং স্পৃশতশ্চৈব কথং শুদ্ধির্ব্বিধীয়তে ॥ ১১ ॥
জাতবেদং সুবর্ণঞ্চ সোমমার্গং বিলোক্য চ।
ব্রাহ্মণানুগতশ্চৈব স্নানং কৃত্বা বিশুদ্ধ্যতি ॥ ১২ ॥

দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা হইলেও যে ব্যক্তি কন্যা সম্প্রদান না করে, তাহার পিতৃ পুরুষগণ মাসে মাসে সেই কন্যার রজ পান করিয়া থাকে। (৭) অবিবাহিতাবস্থায় কন্যা রজস্বলা হইলে তাহাকে দর্শন করিবা মাত্র তাহাব মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরকগামী হয়। (৮) যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতা দ্বারা মোহিত হইয়া সেই রজস্বলা কন্যাকে বিবাহ করে, সে বৃষলী অর্থাৎ শূদ্রাপতি সদৃশ, কেহ তাহার সহিত সম্ভাষণ ও এক পঙক্তিকে ভোজন করিবে না। (৯)*

কোন ব্রাহ্মণ একরাত্রি শূদ্রা গমন কবিলে, তাহাকে তিন বৎসর ভিক্ষান্ন ভোজন ও নিত্য জপ করিয়া বিশুদ্ধ হইতে হইবে। (১০) সূর্য্যাস্তের পর যদি কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পতিত কিম্বা সূতিকা স্ত্রী স্পর্শ করে, তাহা হইলে কিরূপে বিশুদ্ধ হইতে হইবে তাহা বলিতেছি,—অগ্নি সুবর্ণ ও সোম কিম্বা চন্দ্রগমন মার্গ অবলোকন করত ব্রাহ্মণের অনুগত হইয়া স্নানের দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। (১১, ১২)

---

* পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন যে ৬, ৭, ৮, ও ৯ শ্লোক স্মার্ত ভট্টাচায্য রঘুনন্দনের রচিত। প্রাচীন কালের বিবাহ প্রথা পর্য্যালোচনা করিলে এই শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই অনুমিত হয়।

স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী তথা।
তাবত্তিষ্ঠেন্নিরাহারা ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধ্যতি ॥ ১৩ ॥
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া তথা।
অর্দ্ধকৃচ্ছ্রং চরেৎ পূর্ব্বা পাদমেকমনন্তরা ॥ ১৪ ॥
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী বৈশ্যজা তথা।
পাদোনং চৈব পূর্ব্বায়াঃ পরায়াঃ কৃচ্ছ্রপাদকম্ ॥১৫॥
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী শূদ্রজা তথা।
কৃচ্ছ্রেণ শুদ্ধ্যতে পূর্ব্বা শূদ্রা দানেন শুদ্ধ্যতি ॥ ১৬ ॥
স্নাতা রজস্বলা যা তু চতুর্থেঽহনি শুদ্ধ্যতি।
কুর্য্যাদ্রজোনিবৃত্তৌ তু দৈবপিত্র্যাদিকর্ম্ম চ ॥ ১৭ ॥
রোগেণ যদ্রজঃ স্ত্রীণামন্বহন্তু প্রবর্ত্ততে।
না শুচিঃ সা ততস্তেন তৎ স্যাদ্বৈকালিকং মতম্ ॥ ১৮ ॥
প্রথমেঽহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুদ্ধ্যতি ॥১৯॥

ব্রাহ্মণ কন্যাদ্বয় রজস্বলা হইয়া পরস্পর একে অন্যকে স্পর্শ করিলে উভয়ে ত্রিরাত্রি অনাহারে থাকিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। (১৩) যদি ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়া রজস্বলা হইয়া পরস্পর একে অন্যকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী অর্দ্ধকৃচ্ছ্র ও ক্ষত্রিয়া চতুর্থাংশ কৃচ্ছ্রব্রত দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে। (১৪) যদি ব্রাহ্মণী ও বৈশ্য দুহিতা রজস্বলা হইয়া পরস্পর একে অন্যকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ তনয়া পাদোনকৃচ্ছ্রব্রত ও বৈশ্যা চতুর্থাংশ কৃচ্ছ্রব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। (১৫) পরস্পর রজস্বলা হইয়া ব্রাহ্মণী ও শূদ্র কন্যা একে অন্যকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ কন্যা সম্পূর্ণ কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান ও শূদ্র কন্যা দান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। (১৬)

রজস্বলা রমণী চতুর্থ দিবস স্নান করিয়া বিশুদ্ধ হইবে এবং রজো নিবৃত্তি হইলে দৈব ও পৈত্র্যাদি কর্ম্ম করিতে পারিবে। (১৭) রোগ বশতঃ যে নারীর প্রতি দিবস রজস্রাব হয়, রজসংযোগে সেই রমণী অশুচি হইবে না, কারণ তাহা প্রাকৃতিক নহে। (১৮) রমণীগণ রজস্বলা হইলে প্রথম দিবস চণ্ডালিনী সদৃশী, দ্বিতীয় দিবস ব্রহ্মহত্যা পাতকে পাতকিনী সদৃশী, তৃতীয় দিবস রজকী সদৃশী হইয়া থাকে, ও চতুর্থ দিবস শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। (১৯)

আতুরে স্নান উৎপন্নে দশকৃত্বো হ্যনাতুরঃ।
স্নাত্বা স্নাত্বা স্পৃশেদেনং ততঃ শুদ্ধ্যেৎ স আতুরঃ ॥২০॥
উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥ ২১॥
অনুচ্ছিষ্টেন শূদ্রেণ স্পর্শে স্নানং বিধীয়তে।
উচ্ছিষ্টেন চ সংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥২২॥
ভস্মনা শুদ্ধ্যতে কাংস্যং সুরয়া যন্ন লিপ্যতে।
সুরামাত্রেণ সংস্পৃষ্টং শুদ্ধ্যতেহগ্ন্যুপলেপনৈঃ ॥ ২৩॥
গবা ঘ্রাতানি কাংস্যানি শ্বকাকোপহতানি চ।
শুদ্ধ্যন্তি দশভিঃ ক্ষারৈঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি চ ॥২৪॥
গণ্ডূষং পাদশৌচঞ্চ কৃত্বা বৈ কাংস্যভাজনে।
ষণ্মাসান্ ভুবি নিক্ষিপ্য উদ্ধৃত্য পুনরাহরেৎ ॥ ২৫॥

কোন রোগাভিভূতা রমণী রজস্বলা হইয়া যদি রুগ্নাবস্থাতেই তাহার স্নানের দিন উপস্থিত হয়, তবে কোন নিরোগী অনাতুর ব্যক্তি, ক্রমে দশবার স্নান করিয়া স্নানান্তর তাহাকে স্পর্শ করিবে। তাহা হইলেই সেই আতুরা রমণী শুদ্ধিলাভ করিবে। (২০) যদি কোন উচ্ছিষ্টযুক্ত শূদ্র কিম্বা কুক্কুর কর্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া কোন ব্যক্তি কোন ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করে, তবে ঐ ব্রাহ্মণকে এক রজনী উপবাসে অতিবাহিত করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি লাভ কবিতে হইবে। (২১) কোন অনুচ্ছিষ্ট শূদ্র স্পর্শ কবিলেই ব্রাহ্মণের স্নান করা বিধি, যদি কোন উচ্ছিষ্টযুক্ত শূদ্র স্পর্শ করে, তবে প্রাজাপত্য করিতে হইবে। (২২)।

যে কোন কাংস্য পাত্রে সুরা সংস্পৃষ্ট হয় নাই, তাহা ভস্ম দ্বারাই পবিত্র হইতে পারে, ইহাতে সুরা নিহিত হইলে, অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া শুদ্ধ করিতে হইবে। (২৩) গাভি কর্তৃক আঘ্রাত, কাক ও কুক্কুর কর্তৃক উপহত এবং শূদ্র কর্তৃক উচ্ছিষ্ট এই তিন প্রকার অপবিত্রীকৃত কাংস্যপাত্র ক্ষার সংযোগে দশবার প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়। (২৪) যদি কোন কাংস্য পাত্রে গণ্ডুষ ত্যাগ (আঁচান) কিম্বা পদপ্রক্ষালন করা হয়; তবে ঐ পাত্রকে ছয়মাস কাল ভূমিগর্ভে নিহিত করিয়া রাখিবে, এবং তদনন্তর গ্রহণ পূর্ব্বক

আয়সেষপসারেণ শীষস্যাগ্নৌ বিশোধনম্।
দন্তমস্থি তথাশৃঙ্গং রৌপ্যং সৌবর্ণভাজনম্ ॥২৬॥
মণিপাষাণশঙ্খাশ্চ এতান্ প্রক্ষালয়েজ্জলৈঃ।
পাষাণে তু পুনর্ঘৃষ্টিরেষা শুদ্ধি রুদাহৃতা ॥২৭॥
মৃদ্ভাণ্ডদহনাচ্ছুদ্ধির্ধান্যানাং মার্জ্জনাদপি ॥২৮॥
অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহূনাং ধান্যবাসসাম্।
প্রক্ষালনেন ত্বল্পানামদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে ॥২৯॥
বেণুবল্কলচীরাণাং ক্ষৌমকার্পাসবাসসাম্।
ঔর্ণানাং নেত্রপট্টানাং জলাচ্ছৌচং বিধীয়তে ॥৩০॥
তূলিকাদ্যুপধানানি পীতরক্তাম্বরাণি চ।
শোষয়িত্বার্কতাপেন প্রোক্ষয়িত্বা শুচির্ভবেৎ ॥৩১॥
মুঞ্জোপস্করসূর্পাণাং শাণস্য ফলচর্ম্মণাম্।
তৃণকাষ্ঠাদিরজ্জনা মুদকপ্রোক্ষণং মতম্॥৩২॥

ইহাকে পুনর্ব্বার ব্যবহার করিতে পারিবে। (২৫) লৌহ পাত্রকে স্থানান্তরিত এবং শীষানির্ম্মিত পাত্রকে অগ্নিস্পর্শ করাইলেই বিশুদ্ধ হয়। দন্ত, অস্থি, শৃঙ্গ, রৌপ্য, এবং সুবর্ণপাত্র, (২৬) মণিময় ও পাষাণময় পাত্র এবং শঙ্খ এই সকলকে জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হয়। পাষাণপাত্রকে পুনর্ব্বার (জলদ্বারা প্রক্ষালনের পর) মাজিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। (২৭) মৃত্তিকানির্ম্মিত ভাণ্ডকে পুড়াইয়া, এবং ধান্যকে বিশেষ রূপে মার্জ্জনা দ্বারা পরিষ্কার করিয়া শুদ্ধ করিবে। (২৮) বহুধান্য কিম্বা বহুবস্ত্র (উচ্ছিষ্ট কিম্বা মল দ্বারা) অপবিত্র হইলে, তাহাতে কিঞ্চিৎমাত্র জলবিন্দু প্রোক্ষিত করিলেই শুদ্ধ হইবে। অল্প পরিমাণ হইলে জলদ্বারা ধৌত করিয়া লইতে হইবে। (২৯) বংশ, বল্কল, ছিন্নবস্ত্র, পট্টবস্ত্র, কার্পাশ বস্ত্র, পশমি বস্ত্র, ক্ষৌম, এই সকল জল দ্বারা বিধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়। (৩০) খাট ও তাহার উপকরণ স্বরূপ বালিস, লেপ, গদি প্রভৃতি পীত বস্ত্র, রক্ত বস্ত্র সকল রৌদ্রেতে উত্তপ্ত করত জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হইবে। (৩১) মুঞ্জ, ঝাঁটা, সূর্প (কলো) অস্ত্র শাণিত করিবার চর্ম্ম ও ফলক, রজ্জু, তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতিকে জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়। (৩২)

মার্জ্জারমক্ষিকাকীটপতঙ্গক্রিমিদর্দ্দুরাঃ।
মেধ্যামেধ্যং স্পৃশন্ত্যেব নোচ্ছিষ্টান্ মনুরব্রবীৎ ॥৩৩॥
ভূমিং স্পৃষ্ট্বাগতং তোয়ং যশ্চাপ্যন্যোন্যবিপ্রুষঃ।
ভুক্তোচ্ছিষ্টং তথাস্নেহং নোচ্ছিষ্টং মনুরব্রবীৎ ॥৩৪॥
তাম্বুলেক্ষুফলে চৈব ভুক্তস্নেহানুলেপনে।
মধুপর্কে চ সোমে চ নোচ্ছিষ্টং মনুরব্রবীৎ ॥৩৫॥
রথ্যাকর্দ্দমতোয়ানি নাবঃ পন্থাস্তৃণানি চ।
মরুতার্কেণ শুদ্ধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ ॥৩৬॥
অদুষ্টাঃ সন্ততা ধারা বাতোদ্ধূতাশ্চ রেণবঃ।
স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাশ্চ বালাশ্চ ন দুষ্যন্তি কদাচন ॥৩৭॥
ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে চৈব দন্তোচ্ছিষ্টে তথানৃতে।
পতিতানাঞ্চ সম্ভাষে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ॥৩৮॥
অগ্নিরাপশ্চ বেদাশ্চ সোম সূর্য্যানিলাস্তথা।
এতে সর্ব্বেঽপি বিপ্রাণাং শ্রোত্রে তিষ্ঠন্তি দক্ষিণে ॥৩৯॥

মার্জ্জার, কীট, মক্ষিকা, ভেক, কৃমি, পতঙ্গ, এই সকল সর্ব্বদাই শুদ্ধা· দ্ধ সকল প্রকার বস্তু স্পর্শ করিয়া থাকে, অতএব ইহাদের স্পর্শে কোন স্তু অশুচি হয় না; মনুরও এইমত। (৩৩) যে জল ভূমি স্পর্শ কর-স্তর অন্যত্র অন্য জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, তাহা যদি ভুক্তোচ্ছিষ্ট য়, তথাপি অপবিত্র হইবে না, এই রূপ তৈলও অশুদ্ধ হইবে না; মনুও াই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। (৩৪) তাম্বুল, ইক্ষু ফল তৈলাদিলিপ্ত ধুপর্ক, সোমরস এই সকল উচ্ছিষ্ট হয় না, মনুও এই রূপ বলিয়া িয়াছেন। (৩৫) পথের কর্দ্দম, জল, নৌকা, পথ, তৃণ এবং পাকা ষ্টক, এই সকল বায়ু ও রৌদ্র দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। (৩৬) সমন্ততঃ বিস্তৃত লধারা এবং বায়ু কর্ত্তৃক আকাশমার্গে উড্ডিয়মান ধূলিরেণু সমূহ কদাপি ষিত হয়না, এবং নারীজাতি, বালিকাই হউক আর বৃদ্ধাই হউক তাহারাও খন দূষিত হয় না। হাঁচিলে, নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিলে, (কোন অঙ্গ) ন্তোচ্ছিষ্ট হইলে, মিথ্যাকথা বলিলে, এবং পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ রিলে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিতে হইবে। (৩৭, ৩৮) (কারণ) অগ্নি,

প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে সান্নিধ্যং মনুরব্রবীৎ ॥৪০॥
দেশভঙ্গে প্রবাসে বা ব্যাধিষু ব্যসনেষ্বপি।
রক্ষেদেব স্বদেহাদি পশ্চাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥৪১॥
যেন কেন চ ধর্ম্মেণ মৃদুনা দারুণেন চ।
উদ্ধরেদ্দীনমাত্মানং সমর্থো ধর্ম্মমাচরেৎ ॥৪২॥
আপৎকালে তু সম্প্রাপ্তে শৌচাচারং ন চিন্তয়েৎ।
স্বয়ং সমুদ্ধরেৎ পশ্চাৎ স্বস্থো ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥৪৩॥

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

জল, বেদ, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, এই সকল ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে অবস্থি করে। (৩৯) মনু এরূপ বলিয়াছেন যে, প্রভাসাদি তীর্থ সমুদয়, গঙ্গা প্রভৃতি পুণ্যসলিলা স্রোতস্বিনী নিচয়, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে অবস্থা করিতেছে। (৪০) জলদ্বারা যখন দেশ প্লাবিত হয় তখন, কিম্বা প্রবাসে, কি কোন বিপদের সময়, অথবা যখন শরীর পীড়াক্রান্ত হয়, তখন যে কো উপায়ে সর্ব্বাগ্রে আপনার দেহ রক্ষা করিতে হইবে; এবং তৎপরে (সুস্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে। (৪১) স্বয়ং বিপন্ন হইলে, মৃদু কিম্বা কঠি যে কোন উপায় হউক অগ্রে আপনার দীনাত্মাকে উদ্ধার করিবে, তৎপে সমর্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে। (৪২) বিপদের সময় ধর্ম্মানুমোদি শৌচাচার কিছুই চিন্তা করিবে না, তখন যে কোন উপায়ে আপনা উদ্ধার করিবে; এবং পশ্চাৎ স্বয়ং সুস্থ হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে।(৪৩

পরাশর প্রণীত সংহিতার সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

গবাং বন্ধনযোক্ত্রে তু ভবেন্মৃত্যুরকামতঃ।
অকামাৎ কৃতপাপস্থ প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥১॥
বেদবেদাঙ্গবিদুষাং ধর্ম্মশাস্ত্রং বিজানতাম্।
স্বকর্ম্মরত বিপ্রাণাং স্বকং পাপং নিবেদয়েৎ ॥২॥
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি উপস্থানস্থ লক্ষণম্।
উপস্থিতো হি ন্যায়েন ব্রতাদেশনমর্হতি ॥৩॥
সদ্যো নিঃশংসয়ে পাপে ন ভুঞ্জীতানুপস্থিতঃ।
ভুঞ্জানো বর্দ্ধয়েৎ পাপং পর্ষদ্ যত্র ন বিদ্যতে ॥৪॥
শংসয়ে তু ন ভোক্তব্যং যাবৎ কার্য্যবিনিশ্চয়ঃ।
প্রমাদশ্চ ন কর্ত্তব্যো যথৈবাশংসয়স্তথা ॥৫॥

যদি কোন বৃষ কিম্বা গাভী বন্ধনস্তম্ভে বদ্ধ থাকিয়া ঐ অবস্থাতেই অকামত ইহার মৃত্যু ঘটে, তবে কিরূপে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা (সেই অকাম কৃত) পাপ হইতে মুক্ত হইতে হইবে তাহা বলিতেছি (১) বেদ বেদাঙ্গবিদ্ ধর্ম্মশাস্ত্র পারদর্শী ব্যক্তি সর্ব্বদা যাগ যজ্ঞ ও যাজনাদি স্বকর্ম্ম * নিরত ব্রাহ্মণের নিকট স্বকীয় পাপের বিষয় জ্ঞাপন করিবে। (২) অতঃপর সেই পাপী ব্যক্তি (ধর্ম্মজ্ঞ) ব্রাহ্মণের নিকট কিরূপে উপস্থিত হইবে তাহা বলিতেছি। ন্যায় পথাবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় সন্নিকটে সমাগত (পাপীকে) ঐ ব্রাহ্মণের ব্রতোপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। (৩) যে স্থলে পাপ হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় ধারণা হয়, সেই স্থলে পরিষদের নিকট উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত আহার করিবে না। পরিষদের নিকট গমন না করিয়া ভোজন করিলে পাপ বৃদ্ধি হয়। (৪) যদি (পাপে) সন্দেহ হয়, তবে নিশ্চয়রূপে না জানা পর্য্যন্ত আহার করিবে না, এবং নিঃসংশয় না হওয়া পর্য্যন্ত অসাবধান হওয়া কদাপি কর্ত্তব্য নহে। (৫) কৃতপাপ অল্পই হউক আর বেশীই হউক, ইহা কখনই গোপন করিবে না ; কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞ (ব্রাহ্মণের) নিকট তাহা জ্ঞাপন

---

* যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহণ,—এই ব্রাহ্মণের স্বকর্ম্ম।

কৃত্বা পাপং ন গূহেত গুহ্যমানং বিবর্দ্ধতে।
স্বল্পং বাথ প্রভূতং বা ধর্ম্মবিদ্ভ্যো নিবেদয়েৎ ॥৬॥
তে হি পাপে কৃতে বেদ্যা হন্তারশ্চৈব পাপ্মনাম্।
ব্যাধিতস্য যথা বৈদ্যা বুদ্ধিমন্তো রুজাপহাঃ ॥৭॥
প্রায়শ্চিত্তে সমুৎপন্নে হ্রীমান্ সত্যপরায়ণঃ।
মৃদুরার্জ্জবসম্পন্নঃ শুদ্ধিং গচ্ছেত মানবঃ ॥৮॥
সচেলং বাগ্যতঃ স্নাত্বা ক্লিন্নবাসাঃ সমাহিতঃ।
ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা ততঃ পর্ষদমাব্রজেৎ ॥৯॥
উপস্থায় ততঃ শীঘ্রমার্ত্তিমান্ ধরণীং ব্রজেৎ।
গাত্রৈশ্চ শিরসা চৈব নচ কিঞ্চিদুদাহরেৎ ॥১০॥
সাবিত্র্যাশ্চাপি গায়ত্র্যাঃ সন্ধ্যোপাস্ত্যগ্নিকার্য্যয়োঃ।
অজ্ঞানাৎ কৃষিকর্ত্তারো ব্রাহ্মণা নামধারকাঃ ॥১১॥
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে ॥১২॥

করিবে; কৃত পাপ গোপন করিলে বৃদ্ধি হয়। (৬) যেরূপ বুদ্ধিমান বৈদ্য রোগাভিভূত ব্যক্তির রোগ বিনাশ করেন, সেইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট স্বকীয় পাপের বিষয় নিবেদন করিলে তিনি পাপ সকল বিনাশ করেন। (৭) (পরিষদের আদেশে) কৃত পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইলে, (পাপের দরুন) লজ্জাযুক্ত, সত্যব্রত পরায়ণ,ঋজুস্বভাবাপন্ন ব্যক্তি শুদ্ধিলাভ করেন। (৮) ক্ষত্রিয় হউক আর বৈশ্য হউক পাপ সংস্রব হইবামাত্র তিনি বাক্য সংযম করত সবস্ত্র স্নান পূর্ব্বক সেই আর্দ্র বসন পরিহিত হইয়াই সমাহিত হৃদয়ে পরিষদের নিকট গমন করিবেন। (৯) যত শীঘ্র হয় পরিষদের নিকট গমন করত, বিনীতভাবে শির ও অঙ্গ দ্বারা ধরাতলে বিলুণ্ঠিত করিবে, কোন কথা বলিবে না। (১০)

যে ব্যক্তি বেদ ও গায়ত্রী অবগত নহে, সন্ধ্যোপসনা ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে না, কেবল কৃষিকর্ম্মে সর্ব্বদা নিরত, সে নাম মাত্র ব্রাহ্মণ। (১১) ব্রত মন্ত্র রহিত ও জাতি মাত্রোপজীবী যে ব্রাহ্মণ, তাহারা সহস্র সম্মিলিত হইলে ও পরিষদ আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারেনা। (১২) অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন, ধর্ম্ম

যদ্বদন্তি তমোমূঢ়া মূর্খা ধর্ম্মমতদ্বিদঃ।
তৎপাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৃরধিগচ্ছতি ॥১৩॥
অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং দদাতি যঃ।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতঃ কিল্বিষং পরিষদ্ব্রজেৎ ॥১৪॥
চত্বারো বা ত্রয়ো বাপি যং ব্রূয়ুর্ব্বেদপারগাঃ।
স ধর্ম্ম ইতি বিজ্ঞেয়ো নেতরৈস্তু সহস্রশঃ ॥১৫॥
প্রমাণমার্গং মার্গন্তো যে ধর্ম্মং প্রবদন্তি বৈ।
তেষামুদ্বিজতে পাপং সদ্ভূতগুণবাদিনাম্ ॥১৬॥
যথাশ্মনি স্থিতং তোয়ং মরুতার্কেণশুদ্ধ্যতি।
এবং পরিষদাদেশান্নাশয়েদেব দুষ্কৃতম্ ॥১৭॥
নৈব গচ্ছতি কর্ত্তারং নৈব গচ্ছতি পর্ষদম্।
মারুতার্কাদিসংযোগাৎ পাপং নশ্যতি তোয়বৎ ॥১৮॥
অনাহিতাগ্নয়ো যেঽন্যে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
পঞ্চ ত্রয়ো বা ধর্ম্মজ্ঞাঃ পরিষৎ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥১৯॥

াস্ত্রানভিজ্ঞ মূর্খ ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাপ্রদান করিলে পাতকী পাপ
ক্ত হয়, কিন্তু সেই পাপ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া ব্যবস্থা দাতার শরীরে প্রবিষ্ট
য়। (১৩)

যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্র অনবগত থাকিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদান করেন,
াপী ব্যক্তি সেই ব্যবস্থা অনুসারে বিশুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সেই পাপ তাহা-
দের ব্যবস্থাদাতা পরিষদের শরীরে সংক্রমিত হইয়া থাকে। (১৪)
ারি কিম্বা তিনজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে ব্যবস্থা প্রদান করিবেন, তাহাই
র্ম্ম, অন্য সহস্র ব্যক্তির বাক্যও ধর্ম্ম হইবে না। (১৫) প্রমাণ মার্গানুস-
ন্ধান পূর্ব্বক যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রদান করেন, পাপ তাঁহাদিগকে
ভয় করে, তাঁহারাই প্রকৃত ধর্ম্মবাদী। (১৬ শিলাস্থিত সলিল যেরূপ
মরুত ও সূর্য্য দ্বারা শুষ্ক হয়, তদ্রূপ পরিষদের আদেশ অর্থাৎ ব্যবস্থা
দ্বারা পাপ রাশী ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১৭) মরুতার্ক সংযোগে শুষ্ক
সলিলের ন্যায় পাপ নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কর্ত্তার শরীরে থাকে না পরিষ-
দের দেহ ও সংক্রামিত হয় না। (১৮) বেদ বেদাঙ্গ পারগ ধর্ম্মজ্ঞ যে সকল

মুনীনামাত্মবিদ্যানাং দ্বিজানাং যজ্ঞযাজিনাম্।
বেদব্রতেষু স্নাতানামেকোঽপি পরিষদ্ভবেৎ ॥২০॥
পঞ্চ পূর্ব্বং ময়া প্রোক্তাস্তেষাঞ্চৈব ত্বসম্ভবে।
স্ববৃত্তিপরিতুষ্টা যে পরিষৎ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥২১॥
অত ঊর্দ্ধন্তু যে বিপ্রাঃ কেবলং নামধারকাঃ।
পারিষত্ত্বং ন তেষাং বৈ সহস্রগুণিতেষ্বপি ॥২২॥
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
ব্রাহ্মণাস্ত্বনধীয়ানাস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ ॥২৩॥
গ্রামস্থানং যথা শূন্যং যথা কূপস্তু নির্জ্জলঃ।
যথা হুতমনগ্নৌ চ অমন্ত্রো ব্রাহ্মণস্তথা ॥২৪॥
যথা ষণ্ডোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌরূষরাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ ॥২৫॥

ব্রাহ্মণ আহিতাগ্নি নহেন, তাঁহাদের পাঁচ বা তিন জনের সমবায়কে পরিষদ বলা হইয়া থাকে। (১৯)

ধ্যান ধারণাদি দ্বারা আত্মতত্ত্বদর্শী মুনিগণ ও যজ্ঞ নিষ্ঠ দেবব্রত ও স্নাতক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও পরিষদ হইতে পারেন। (২০) পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিষদ হয়, কিন্তু বেদজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণের অভাব হইলে স্ববৃত্তি পরায়ণ দুই একজন ব্রাহ্মণ, যাহা পাওয়া যায় তাহাকেও ঐ আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। (২১) যাহারা কেবল নাম মাত্র ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ বেদজ্ঞ নহেন) তাহারা সহস্র গুণ সম্পন্ন হইলেও পরিষদ হইতে পারে না। (২২) দারু নির্ম্মিত হস্তী যেরূপ, চর্ম্মময় মৃগ যেরূপ, অধ্যয়ন বিহীন ব্রাহ্মণও সেইরূপ, ইহারা তিন জনই নাম ধারক মাত্র। (২৩) শূন্য গ্রাম যেরূপ, জল হীন কূপ যেরূপ, অগ্নিহীন ভস্মে হোম প্রদান করা যেরূপ নিষ্ফল, (বৈদিক) মন্ত্রানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সেইরূপ (নিষ্ফল)। (২৪) ষণ্ড অর্থাৎ নপুংসকের স্ত্রী সম্ভোগ যেরূপ নিষ্ফল, মূর্খে দান, ও মরুভূমি যেরূপ নিষ্ফল, বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সেইরূপ নিষ্ফল। (২৫) যেরূপ চিত্রকর্ম্ম বহুবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি গঠন দ্বারা ক্রমে উন্মীলিত হয়, তদ্রূপ বিধি বিহিত বিবিধ সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া থাকে।

চিত্রং কর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্ব্বিধিপূর্ব্বকৈঃ ॥২৬॥
প্রায়শ্চিত্তং প্রযচ্ছন্তি যে দ্বিজা নামধারকাঃ।
তে দ্বিজাঃ পাপকর্ম্মাণঃ সমেতানরকং যযুঃ ॥২৭॥
যে পঠন্তি দ্বিজা বেদং পঞ্চ যজ্ঞরতাশ্চ যে।
ত্রৈলোক্যং ধারয়ন্ত্যেতে পঞ্চেন্দ্রিয় রতাশ্রয়াঃ ॥২৮॥
সম্প্রণীতঃ শ্মশানেষু দীপ্তোঽগ্নিঃ সর্ব্বভক্ষকঃ।
তথৈব জ্ঞানবান্ বিপ্রঃ সর্ব্ব ভক্ষশ্চ দৈবতম্ ॥২৯॥
অমেধ্যানি চ সর্ব্বাণি প্রক্ষিপন্ত্যুদকে যথা।
তথৈব কিল্বিষং সর্ব্বং প্রক্ষেপ্তব্যং দ্বিজেঽমলে ॥৩০॥
গায়ত্রী রহিতো বিপ্রঃ শূদ্রাদপ্যশুচির্ভবেৎ।
গায়ত্রীব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ সংপূজ্যন্তে দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩১॥
দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কঃ পরিত্যজ্য দুষ্টাঙ্গাং দুহেচ্ছীলবতীং খরীম্ ॥৩২॥

---

(২৬) যে সকল নাম মাত্র ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেয়, তাহারা পাপকর্ম্মি, এবং পরিণামে তাহাদের নরকে অবস্থান হইয়া থাকে। (২৭) যে সকল ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যায়ন করেন এবং যাঁহারা পঞ্চ যজ্ঞরত তাঁহারাই ত্রৈলোক্য ধারণ করিতেছেন, ইহারাই পঞ্চেন্দ্রিয় পরায়ণ মানবগণের আশ্রয় স্থান (২৮) যেরূপ মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত অগ্নি শ্মশানে প্রদীপ্ত হইয়া সর্ব্বভুক্ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সংস্কৃত ব্রাহ্মণ সর্ব্বভুক্ ও দেবরূপী। (২৯) যেরূপ সমস্ত অপবিত্র বস্তু জল মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়, সেইরূপ সমস্ত পাপ নির্ম্মল ব্রাহ্মণে প্রক্ষেপ করিবে। (৩০) গায়ত্রী রহিত ব্রাহ্মণ শূদ্র অপেক্ষাও অশুচি, গায়ত্রী ও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ দ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। (৩১)

ব্রাহ্মণ দুঃশীল হইলেও তাঁহাকেই পূজা করিবে, শূদ্র জিতেন্দ্রিয় হইলেও তাহাকে পূজা করিবে না, কে দূষিত অঙ্গ গাভিকে পরিত্যাগ করিয়া সুশীলা গর্দ্দভীকে দোহন করে। (৩২) দ্বিজ (ব্রাহ্মণ) ধর্ম্মশাস্ত্র রূপ রথারূঢ় হইয়া পরিহাসচ্ছলে যাহা বলেন, তাহাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। (৩৩) চতুর্ব্বেদ বিশারদ, নির্ব্বিকল্প বেদাঙ্গবিৎ

ধর্ম্মশাস্ত্ররথারূঢ়া বেদখড়্গধরা দ্বিজাঃ।
ক্রীড়ার্থমপি যদ্ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্মঃ পরমঃ স্মৃতঃ ॥৩৩॥
চাতুর্ব্বেদ্যোঽবিকল্পী চ অঙ্গবিদ্ধর্ম্মপাঠকঃ।
প্রপঞ্চাশ্রমিণো মুখ্যাঃ পরিষৎ স্যুর্দশাবরাঃ ॥৩৪॥
রাজ্ঞাশ্চানুমতে চৈব প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজো বদেৎ।
স্বয়মেব ন বক্তব্যা প্রায়শ্চিত্তস্য নিষ্কৃতিঃ ॥৩৫॥
ব্রাহ্মণাংশ্চ ব্যতিক্রম্য রাজা যৎ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
তৎপাপং শতধা ভূত্বা রাজনমুপগচ্ছতি ॥৩৬॥
প্রায়শ্চিত্তং সদা দদ্যাদ্দেবতায়তনাগ্রতঃ।
আত্মানং পাবয়েৎ পশ্চাজ্জপন্ বৈ বেদমাতরম্ ॥৩৭॥
সশিখং বপনং কৃত্বা ত্রিসন্ধ্যমবগাহনম্।
গবাং গোষ্ঠে বসেদ্রাত্রৌ দিবা তাঃ সমনুব্রজেৎ ॥৩৮॥
উষ্ণে বর্ষতি শীতে বা মারুতে বাতি বা ভৃশম্।
ন কুর্ব্বীতাত্মনস্ত্রাণং গোরকৃত্বাতু শক্তিতঃ ॥৩৯॥

ধর্ম্ম পাঠক একাকী শ্রেষ্ঠ পরিষদ্ হইতে পারেন, প্রধান আশ্রমী দশজন মধ্যম পরিষদ হইয়া থাকেন। (৩৪) রাজার অনুজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণ ব্যবস্থা প্রদান করিবেন, স্বয়ং কখনও ব্যবস্থা দিবেন না। (৩৫) ব্রাহ্মণের সম্মতি গ্রহণ বিনা রাজা কোন ব্যবস্থা দিলে (সেই পাপীর) পাপ শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়া রাজাতে সঞ্চারিত হয়। (৩৬) দেবালয়ের সম্মুখে থাকিয়া ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদান করিবেন, তদনন্তর তিনি বেদ মাতা গায়ত্রী জপ করিয়া আপনাকে পবিত্র করিবেন। (৩৭)

প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান কালে প্রথমত শিখাসমেত মস্তক মুণ্ডন করিবে, তৎপর ত্রিসন্ধ্যা অবগাহন করিয়া দিবাভাগে গাভির অনুগমন ও রাত্রি-কালে গো শালায় শয়ন করিবে। (৩৮) উষ্ণ বায়ু, শীতল বায়ু প্রবল ঝড় প্রবাহিত কিম্বা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইলে আত্ম রক্ষার প্রতি দৃষ্টি না করিয়াও সাধ্যানুসারে গো রক্ষা করিবে। (৩৯) আপনার বা অন্যের গৃহে কিম্বা ক্ষেত্রে অথবা উদস্থলে যদি গাভি কোন শস্যাদি ভক্ষণ করে, তবে কিছু বলিবে না; বৎস গাভির স্তনপান করিলেও কিছু বলিবে না।

আত্মনো যদি বান্যেষাং গৃহে ক্ষেত্রেঽথবা খলে।
ভক্ষয়ন্তীং ন কথয়েৎ পিবন্তঞ্চৈব বৎসকম্ ॥৪০॥
পিবন্তীষু পিবেত্তোয়ং সম্বিশন্তীষু সংবিশেৎ।
পতিতাং পঙ্কমগ্নাং বা সর্ব্বপ্রাণৈঃ সমুদ্ধরেৎ ॥৪১॥
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যাদ্যৈর্গোপ্তা গোব্রাহ্মণস্য চ ॥৪২।
গোবধস্যানুরূপেণ প্রাজাপত্যং বিনির্দ্দিশেৎ।
প্রাজাপত্যন্তু যৎ কৃচ্ছ্রং বিভজেত্তচ্চতুর্ব্বিধম্ ॥৪৩॥
একাহমেকভক্তাশী একাহং নক্ত ভোজনঃ।
অযাচিতাশ্যেকমহরেকাহঃ মারুতাশনঃ ॥৪৪॥
দিনদ্বয়ং চৈকভক্তো দ্বিদিনং নক্তভোজনঃ।
দিনদ্বয়মযাচী স্যাদ্দ্বিদিনং মারুতাশনঃ ॥৪৫॥
ত্রিদিনঞ্চৈকভক্তাশী ত্রিদিনং নক্তভোজনঃ।
দিনত্রয়মযাচী স্যাত্ত্রিদিনং মারুতাশনঃ ॥৪৬॥

---

(৪০) গাভি জলপান করিলে পর আপনি জল পান করিবে, গাভি শয়ন করিলে পরে আপনি শয়ন করিবে, গাভি পতিত কিম্বা পঙ্কে নিমগ্না হইলে সর্ব্ব শক্তি প্রয়োগ দ্বারা তাহাকে উদ্ধার করিবে। (৪১) গো কিম্বা ব্রাহ্মণের জন্য যে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, সেই প্রাণপণে গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষাকর্ত্তা ব্রহ্মহত্যাদি সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে (৪২)

গোবধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য একটী প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিবে, প্রাজাপত্য নামক কৃচ্ছ্রব্রতকে চারি ভাগে বিভক্ত করিবে। (৪৩) এক দিবস এক ভুক্ত (অর্থাৎ এক পাকে ভোজন) ও এক দিবস রাত্রিতে ভোজন করিবে, এক দিবস অযাচিত দ্রব্য ভোজন ও এক দিবস বায়ু সেবন করিয়া থাকিবে। (৪৪) দ্বিতীয় প্রকার প্রাজাপত্যের এই নিয়ম যে, দুই দিন এক ভুক্ত ও দুই দিন রাত্রিতে ভোজন করিবে; দুই দিন অযাচিত দ্রব্য ভোজন ও দুই দিন বায়ু সেবন করিয়া থকিবে। (৪৫) তৃতীয় প্রকার প্রাজাপত্যের নিয়ম এইরূপ যে, তিন দিবস এক ভুক্ত থাকিবে

চতুরহস্ত্বেকভক্তাশী চতুরহং নক্তভোজনঃ।
চতুর্দ্দিনমযাচী স্যাচ্চতুরহং মারুতাশনঃ ॥৪৭॥
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্।
বিপ্রায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ পবিত্রাণি জপেদ্দ্বিজঃ ॥৪৮॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু গোঘ্নঃ শুদ্ধো ন সংশয়ঃ ।৪৯॥

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

তিন দিন রাত্রিতে ভোজন করিবে ও তিন দিন অযাচিত দ্রব্য ভক্ষণ, ও তিন দিন বায়ু সেবন করিয়া থাকিবে। (৪৬) চতুর্থ প্রকার প্রাজাপত্য এইরূপ যে চারি দিন একভুক্ত, চারি দিন রাত্রিতে আহার ও চারি দিন অযাচিত দ্রব্য ভক্ষণ, এবং চারি দিবস বায়ু সেবন করিয়া থাকিতে হয়। (৪৭) এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত ব্রতানুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিবে, ব্রাহ্মণগণ পবিত্র মন্ত্র জপ করিবেন। (৪৮) ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া গোহত্যাকারী বিশুদ্ধ হইবেন, ইহাতে সংশয় নাই। (৪৯)

পরাশর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

গবাং সংরক্ষণার্থায় ন দুষ্যেদ্রোধবন্ধয়োঃ।
তদ্বধস্তু ন তং বিদ্যাৎ কামাকামকৃতস্তথা ॥১॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ স্থূলো বা বাহুমাত্রঃ প্রমাণতঃ।
আর্দ্রস্তু সপলাশশ্চ দণ্ড ইত্যভিধীয়তে ॥২॥
দণ্ডাদূর্দ্ধং যদন্যেন প্রহরেদ্বা নিপাতয়েৎ।
প্রায়শ্চিত্তং চরেৎ প্রোক্তং দ্বিগুণং গোব্রতঞ্চরেৎ ॥৩॥
রোধবন্ধনযোক্ত্রাণি ঘাতনঞ্চ চতুর্ব্বিধম্।
একপাদঞ্চরেদ্রোধে দ্বিপাদং বন্ধনে চরেৎ ॥৪॥
যোক্ত্রেষু পাদহীনং স্যাচ্চরেৎ সর্ব্বং নিপাতনে।
গোচরে চ গৃহে বাপি দুর্গেষ্বপি সমেষ্বপি ॥৫॥
নদীষ্বপি সমুদ্রেষু খাতেঽপ্যথ দরীমুখে।
দগ্ধদেশে স্থিতাঃ গাবস্তস্তনাদ্রোধ উচ্যতে ॥৬॥

গো সংরক্ষনার্থ যদি গরুকে বন্ধন কিম্বা রুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহাতে দোষ হইবে না। সেই অবস্থায় গরুর মৃত্যু হইলে তাহা কামকৃত বা অকামকৃত বধ বলিয়া গণ্য হইবে না। (১) অঙ্গুষ্ঠ মাত্র স্থূল, এক হস্ত পরিমাণ কাঁচা ও পল্লবযুক্ত শাখা দণ্ড নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (২) এই রূপ নির্দ্দিষ্ট দণ্ড অপেক্ষা বৃহৎ যষ্টি দ্বারা যে ব্যক্তি গরুকে প্রহার করে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ঐ প্রহারে গরুর মৃত্যু হইলে দ্বিগুণ গোব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। (৩) গোরোধ, বন্ধন, যোত ও প্রহার, এই চতুর্ব্বিধই প্রায়শ্চিত্ত স্থল, গো রোধ করিলে একপাদ, বন্ধনে দ্বিপাদ, যোত সংযুক্ত করিলে ত্রিপাদ, ও প্রহারপূর্ব্বক প্রাণবধ করিলে সম্পূর্ণ চতুষ্পাদ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিতে হইবে। যদি গো গোচারনস্থানে, গৃহে, দুর্গমস্থানে সমভূমিতে, নদীতে, সমুদ্রে, খাতে, গুহামুখে কিম্বা দগ্ধ স্থলে থাকে, এবং তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে দেওয়া না হয়, এমতাবস্থায় মৃত্যু হইলে ইহাকে রোধ বলা হয়। (৪,৫,৬,) রজ্জু, যোতের দড়ি, ও আভরণে

যোক্ত্রদামকডোরৈশ্চ ঘণ্টাভরণভূষণৈঃ।
গৃহে বাপি বনে বাপি বদ্ধা স্যাদ্গৌর্ম্মৃতা যদি ॥৭॥
তদেব বন্ধনং বিদ্যাৎ কামাকামকৃতঞ্চ যৎ।
মন্ত্রেখে শকটে পংক্তৌ ভারে বা পীড়িতো নরৈঃ ॥৮॥
গোপতির্ম্মৃত্যুমাপ্নোতি যোক্ত্রো ভবতি তদ্বধঃ।
মত্তঃ প্রমত্ত উন্মত্তশ্চেতনো বাপ্যচেতনঃ ॥৯॥
কামাকামকৃতক্রোধো দণ্ডৈর্হন্যাদথোপলৈঃ।
প্রহতা বা মৃতা বাপি তদ্ধি হেতুর্নিপাতনে ॥১০॥
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো বাপি দণ্ডেনাভিহতঃ স তু।
উত্থিতস্তু যদা গচ্ছেৎ পঞ্চ সপ্ত দশৈব বা ॥১১॥
গ্রাসং বা যদি গৃহ্লীয়াত্তোয়ং বাপি পিবেদ্ যদি।
পূর্ব্বব্যাধ্যুপসৃষ্টশ্চেৎ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥১২॥
পিণ্ডস্থে পাদমেকন্তু দ্বৌ পাদৌ গর্ব্বসম্মিতে।
পাদোনং ব্রতমুদ্দিষ্টং হত্বা গর্ব্ভমচেতনম্ ॥১৩॥

ভূষিত বদ্ধ গরুর গৃহে কিম্বা বনে মৃত্যু হইলে তাহাকে বন্ধন বলে, কাম কৃত ও অকামকৃত এই দুই প্রকার বন্ধন। (৭) যদি মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, চেতন বা অচেতন হইয়া কামকৃত কিম্বা অকামকৃত ক্রোধ সহকারে দণ্ড কিম্বা প্রস্তর দ্বারা গরুকে প্রহার করা হয়, তদ্দ্বারা গুরুতর আহত হইলে কিম্বা গরুর মৃত্যু হইলে তাহাকে নিপাতন কিম্বা প্রহার দ্বারা গোবধ বলা যাইতে পারে। দণ্ডদ্বারা আহত হইয়া যদি গরু মূর্চ্ছিত ও পতিত হয়, এবং পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া গমন করে, ও পাঁচ, সাত বা দশ গ্রাস ভক্ষণ করে অথবা জলপান করে, অর্থাৎ গরু যদি প্রহারাদি জনিত পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করে, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। (৮, ৯, ১০, ১১, ১২,)

পিণ্ডাকার গোগর্ভ নষ্ট করিলে একপাদ, গর্ভস্থ বৎসের হস্ত পাদাদি গঠিত হইলে দ্বিপাদ ও চৈতন্য হীন গর্ভস্থ বৎস নষ্ট করিলে পাদোন-ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। (১৩) একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে অঙ্গের লোম ছেদন করিতে হইবে, দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্তে শ্মশ্রু পর্য্যন্ত মুণ্ডন করিবে

পাদেঽঙ্গরোমবপনং দ্বিপাদে শ্মশ্রুণোঽপি চ।
ত্রিপাদে তু শিখাবর্জ্জং সশিখন্তু নিপাতনে ॥১৪॥
পাদে বস্ত্রযুগঞ্চৈব দ্বিপাদে কাংস্যভাজনম্।
পাদোনে গো বৃষং দদ্যাচ্চতুর্থে গোদ্বয়ং স্মৃতম্ ॥১৫॥
নিষ্পন্নসর্ব্বগাত্রস্তু দৃশ্যতে বা সচেতনম্।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গসম্পন্নে দ্বিগুণং গোব্রতং চরেৎ ॥১৬॥
পাষাণেনৈব দণ্ডেন গাবো যেনাভিঘাতিতাঃ।
শৃঙ্গভঙ্গে চরেৎ পাদং দ্বৌ পাদৌ তেন যাতনে ॥১৭॥
লাঙ্গূলে কৃচ্ছ্রপাদন্তু দ্বৌ পাদাবস্থিভঞ্জনে।
ত্রিপাদঞ্চৈব কর্ণে তু চরেৎ সর্ব্বং নিপাতনে ॥১৮॥
শৃঙ্গভঙ্গেঽস্থিভঙ্গে চ কটিভঙ্গে তথৈব চ।
যদি জীবতি ষণ্মাসান্ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥১৯॥

পাদোন প্রায়শ্চিত্তে শিখা ভিন্ন সমস্ত, এবং নিপাতন অর্থাৎ চতুষ্পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে শিখা পর্য্যন্ত সমুদায় মুণ্ডন করিবে। (১৪) একপাদ প্রায়শ্চিত্তে কাংস্য পাত্র, পাদোন প্রায়শ্চিত্তে একটী বৃষ, পূর্ণ চতুষ্পাদ প্রায়শ্চিত্তে গোদ্বয় দান করিবে। (১৫) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন গরুর সর্ব্বগাত্র ভগ্ন করিয়া ফেলিলে যদি গরুর চৈতন্য আছে দৃষ্ট হয় তবেও দ্বিগুণ ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। (১৬)

পাষাণ কিম্বা দণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া যে ব্যক্তি গরুর শৃঙ্গ ভঙ্গ করে, তাহাকে একপাদ ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে; সেই আঘাতে যদি শৃঙ্গ দুইটী নির্ম্মূল হয়, তাহা হইলে দ্বিপাদ ব্রত করিতে হইবে। (১৭) ঐ রূপ (আঘাতে) লাঙ্গূল ভগ্ন হইলে একপাদ কৃচ্ছ্রব্রত, অস্থি ভঙ্গ হইলে দ্বিপাদ কৃচ্ছ্রব্রত, কর্ণ ভগ্ন করিলে ত্রিপাদ কৃচ্ছ্রব্রত ও সর্ব্বাঙ্গ ভগ্ন করিলে পূর্ণ চতুষ্পাদ ব্রতাচরণ করিতে হইবে। (১৮) শৃঙ্গ ভঙ্গ, অস্থি ভগ্ন কিম্বা কটি ভগ্ন হইলে যদি গো ষণ্মাস কাল জীবিত থাকে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। (১৯) আঘাতে গরুর গাত্রে ব্রণ হইলে যে পর্য্যন্ত তাহা আরোগ্য না হয় সেই পর্য্যন্ত স্বীয় হস্ত দ্বারা ঐ ব্রণে ঘৃত তৈলাদি প্রদান করিবে, সেই গরু দৃঢ় ও বলবান না হওয়া পর্য্যন্ত গরুর ন্যায় কাউ আহার

ব্রণভঙ্গে চ কর্ত্তব্যঃ স্নেহাভ্যঙ্গস্তু পাণিনা।
যবসশ্চাপহর্ত্তব্যো যাবদ্দৃঢ়বলো ভবেৎ ॥২০॥
যাবৎ সম্পূর্ণসর্ব্বাঙ্গস্তাবত্তং পোষয়েন্নরঃ।
গোরূপং ব্রাহ্মণস্যাগ্রে নমস্কৃত্য বিবর্জ্জয়েৎ ॥২১॥
যদ্যসম্পূর্ণসর্ব্বাঙ্গো হীনদেহো ভবেত্তদা।
গোঘাতকস্য তস্যার্দ্ধং প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥২২॥
কাষ্ঠলোষ্ট্রকপাষাণৈঃ শস্ত্রেণৈবোদ্ধতো বলাৎ।
ব্যাপাদয়তি যো গান্তু তস্য শুদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ ॥২৩॥
চরেৎ সান্তপনং কাষ্ঠে প্রাজাপত্যন্তু লোষ্ট্রকে।
তপ্তকৃচ্ছ্রন্তু পাষাণে শস্ত্রে চৈবাতিকৃচ্ছ্রকম্ ॥২৪॥
পঞ্চ সান্তপনে গাবঃ প্রাজাপত্যে তথা ত্রয়ঃ।
তপ্তকৃচ্ছ্রে ভবন্ত্যষ্টাবতিকৃচ্ছ্রে ত্রয়োদশঃ ॥২৫॥
প্রমাপণে প্রাণভৃতাং দদ্যাত্তৎপ্রতিরূপকম্।
তস্যানুরূপং মূল্যং বা দদ্যাদিত্যব্রবীন্মনুঃ ॥২৬॥

করিতে হইবে। (২০) গরুটী আরোগ্য লাভ না করা পর্য্যন্ত তাহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে, তৎপর ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া তাঁহার সমক্ষে গোরূপ পরিত্যাগ করিবে। (২১) ঐ গরুর অঙ্গ যদি পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয়, অঙ্গের কোন অংশ হীন থাকে, তবে গো হত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। (২২)

কোন উদ্ধত ব্যক্তি কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, পাষাণ কিম্বা শাস্ত্র দ্বারা বল পূর্ব্বক গো হত্যা করিলে কিরূপে তাহাকে শুদ্ধি লাভ করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি। (২৩) কাষ্ঠ দ্বারা হত্যা করিলে সান্তপন ব্রত, লোষ্ট্র দ্বারা হত্যা করিলে প্রাজাপত্য, পাষাণ দ্বারা হত্যা করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র, এবং শস্ত্র দ্বারা গো হত্যা করিলে অতিকৃচ্ছ্রব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। (২৪) সান্তপন ব্রতে পাঁচটী গরু, প্রাজাপত্যে তিনটী গরু, তপ্তকৃচ্ছ্রে আটটী ও অতিকৃচ্ছ্র ব্রতে তেরটী গরু দান করিতে হইবে। (২৫) গবাদির প্রায়শ্চিত্তের পরিমাণানুসারে তাহার অনুরূপ (সেই পরিমাণের) গবাদি দান করিবে অথবা তাহার অনুরূপ মূল্য প্রদান করিবে, ভগবান মনু ও এইরূপ বলিয়া

অন্যত্রাঙ্কনলক্ষ্মভ্যাং বাহনে দোহনে তথা।
সায়ং সংযমনার্থন্তু ন দুষ্যেদ্রোধবন্ধয়োঃ ॥২৭॥
অতিদাহেঽতিবাহে চ নাসিকাভেদনে তথা।
নদীপর্ব্বতসঞ্চারে প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥২৮॥
অতিদাহে চরেৎ পাদং দ্বৌ পাদৌ বাহনে চরেৎ।
নাসিকে পাদহীনন্তু চরেৎ সর্ব্বং নিপাতনে ॥২৯॥
দহনাচ্চ বিপদ্যেত অবদ্ধো বাপি যন্ত্রিতঃ।
উক্তং পরাশরেণৈব হ্যেকপাদং যথাবিধি ॥৩০॥
রোধবন্ধনযোক্ত্রঞ্চ ভারঃ প্রহরণন্তথা।
দুর্গপ্রেরণযোক্ত্রঞ্চ নিমিত্তানি বধস্য ষট্ ॥৩১॥
বন্ধপাশসুগুপ্তাঙ্গো ম্রিয়তে যদি গোপশুঃ।
ভবনে তস্য নাশস্য পাপে কৃচ্ছ্রার্দ্ধমর্হতি ॥৩২॥

গিয়াছেন ; (২৬) ভার বা শকটাদি বহনের জন্য, দোহন করিবার নিমিত্ত যদি কেহ গরুর শরীরে কোন বিশেষ চিহ্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে ইহাকে রোধ ও বন্ধন করে, তাহা হইলে কোন দোষ হইবে না। (২৭) দাগ দিবার সময় যদি অধিক দগ্ধ করা হয়, কিম্বা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ভার বহন করিতে দেওয়া হয়, অথবা যদি নাসিকা ভেদ করা হয়, কিম্বা যদি (কষ্ট সঙ্কুল) দুর্গম নদী অথবা পর্ব্বতের উপর দিয়া নিয়ে যাওয়া হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে (২৮) অত্যন্ত দাহন করিলে, একপাদ, বহন করিলে দ্বিপাদ, নাসিকা ভেদ করিলে ত্রিপাদ এবং একত্র এই সমস্ত পাপানুষ্ঠান করিলে সমস্ত চতুষ্পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। (২৯) বন্ধনাবস্থা কিম্বা মুক্তাবস্থা, যে অবস্থাতেই থাকে না কেন, যদি দোহনকালে গাভীর মৃত্যু হয়, তবে যথাবিধি একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; পরাশর এই বিধি দিয়া গিয়েছেন। (৩০) রোধ, বন্ধন, যোতন, সমধিক ভার প্রদান, প্রহার, কিম্বা যোতে বন্ধন পূর্ব্বক নদী পর্ব্বতাদি দুর্গম স্থানে প্রেরণ, এই ছয়ের প্রত্যেকটীই বধ কারণ হইতে পারে। (৩১) যদি কোন গরু রজ্জু দ্বারা বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে গৃহ স্বামীকে অর্দ্ধকৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। (৩২) নারিকেলের দড়ি, শণের দড়ি, মঞ্জুময় দড়ি অথবা লৌহাদি

ন নারিকেলৈর্নচ শাণবালৈ-
র্নচাপি মৌঞ্জে র্নচ বন্ধশৃঙ্খলৈঃ।
এতৈস্তু গাবো ন নিবন্ধনীয়াঃ
বদ্ধাস্তু তিষ্ঠেৎ পরশুং গৃহীত্বা ।।৩৩
কুশৈঃ কাশৈশ্চ বধ্নীয়াদ্গোপশুং দক্ষিণামুখম্।
পাশলগ্নাগ্নিদগ্ধেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ।।৩৪।।
যদি তত্র ভবেৎ কাণ্ডং প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ।
জপিত্বা পাবনীং দেবীং মুচ্যতে তত্র কিল্বিষাৎ ।।৩৫।।
প্রেরয়ন্ কুপবাপীষু বৃক্ষচ্ছেদেষু পাতয়ন্।
গবাশনেষু বিক্রীণংস্ততঃ প্রাপ্নোতি গোবধম্ ।।৩৬।।
আরাধিতস্তু যঃ কশ্চিদ্ভিন্নকক্ষো যদা ভবেৎ।
শ্রবণং হৃদয়ং ভিন্নং মগ্নো বা কুপসঙ্কটে ।।৩৭।।
কুপাদুৎক্রমণে চৈব ভগ্নো বা গ্রীবপাদয়োঃ।
স এব ম্রিয়তে তত্র ত্রীন্ পাদাংস্তু সমাচরেৎ ॥৩৮॥

শৃঙ্খল দ্বারা গাভী কিম্বা বৃষকে বন্ধন করা কদাপি যুক্তিসিদ্ধ নহে। (যদি কখনও) বন্ধন করিতে হয় তবে পরশু হস্তে সর্ব্বদা নিকটে অবস্থান করিবে। (৩৩)

গো কিম্বা অন্য পশুকে দক্ষিণমুখ করিয়া কুশ অথবা কাশ দ্বারা বন্ধন করিবে, যদি তাহাতে অগ্নি সংযোগ হইয়া পশুর শরীর দগ্ধ হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। (৩৪) যদি সেই স্থানে তৃণ থাকে, এবং ঐ রজ্জু সংলগ্ন অগ্নি তৃণে সংক্রমিত হইয়া পশুকে বধ করে, তবে পবিত্রতা বিধায়িনী গায়ত্রী জপ করিয়া পাপ মুক্ত হইবে। (৩৫) কূপ কিম্বা তড়াগ মধ্যে গরু প্রেরণ করিলে, বৃক্ষচ্ছেদ করিয়া তাহা গরুর উপর ফেলিয়া দিলে, অথবা কোন গোখাদকের নিকট গরু বিক্রয় করিলে, সম্পূর্ণ গোহত্যার পাতক হয়। (৩৬) উদ্ধারের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিলেও যদি পূর্ব্বোক্ত যে কোন কারণে গরুর বক্ষ দেশ, কর্ণ কিম্বা হৃদয়ের কোন অংশ ভগ্ন হয়, অথবা যদি কোন কূপসঙ্কটে পতিত হয়, অথবা কূপ হইতে উদ্ধার করিবার সময় যদি পদ কিম্বা গ্রীবাদেশ ভগ্ন হয়, এবং এই কারণে তৎকালে

কূপখাতে তটীবন্ধে নদীবন্ধে প্রপাসু চ।
পানীয়েষু বিপন্নানাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৩৯॥
কূপখাতে তটীখাতে দীর্ঘখাতে তথৈবচ।
অন্যেষু ধর্ম্মপাতেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৪০॥
বেশ্মদ্বারে নিবাসেষু যো নরঃ খাতমিচ্ছতি।
স্বকার্য্যগৃহখাতেষু প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥৪১॥
নিশি বন্ধনিরুদ্ধেষু সর্পব্যাঘ্রহতেষু চ।
অগ্নিবিদ্যুদ্বিপন্নানাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৪২॥
গ্রামঘাতে শরৌঘেণ বেশ্মবন্ধনিপাতনে।
অতিবৃষ্টিহতানাঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৪৩॥
সংগ্রামে প্রহতানাঞ্চ যে দগ্ধা বেশ্মকেষু চ।
দাবাগ্নি গ্রামঘাতে বা প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৪৪॥

বা তৎপরে গরুর মৃত্যু হয়, তবে গোবধের নিমিত্ত ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। (৩৮) কূপসন্নিহিত খাতে, নদী সরোবরাদির বাঁধান ঘাটে, বা অনতিগভীর জলাশয়ে, জল পানার্থ গমন করিয়া যদি গরুর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। (৩৯)

কূপ সন্নিহিত খাত, নদী বা জলাশয়ের সন্নিহিত খাত, দীর্ঘখাত, অথবা সাধারণ জল পানার্থ খাতে গরুর মৃত্যু হইলে, তন্নিমিত্ত কোন রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। (৪০) বাটীর দ্বারদেশে, কিম্বা বাটী মধ্যে যদি কেহ খাত করে অথবা আপনার প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত বা গৃহ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত খাত প্রস্তুত করে, এবং ঐ খাতে পড়িয়া যদি কোন বৃষ কিম্বা গাভীর মৃত্যু হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। (৪১)।

রাত্রি কালে গরুকে বন্ধন কিম্বা রোধ করিয়া রাখিলে যদি সর্পাঘাৎ, অগ্নি অথবা বজ্রপাতে ঐ গরুর মৃত্যু হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। (৪২) যদি শর নিচয় দ্বারা গ্রাম উৎপীড়িত হয়, এবং এই তিনের যে কোন কারণে গরুর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। (৪৩) যে সকল গরু সংগ্রাম, গৃহ দগ্ধ হইবার সময়, গ্রাম রোধকালে অথবা দাবানল দ্বারা নিহত হয়, তাহাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। (৪৪)

যন্ত্রিতা গৌশ্চিকিৎসার্থং মূঢ়গর্ভবিমোচনে।
যত্নে কৃতে বিপদ্যেত প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৪৫॥
ব্যাপন্নানাঞ্চ বহূনাঞ্চ বন্ধনে রোধনেঽপি বা।
ভিষঙ্মিথ্যাপ্রচারে চ প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥৪৬॥
গোবৃষাণাং বিপত্তৌ চ যাবন্তঃ প্রেক্ষকা জনাঃ।
ন বারয়ন্তি তাং তেষাং সর্ব্বেষাং পাতকং ভবেৎ ॥৪৭॥
একো হতো যৈর্ব্বহুভিঃ সমেতৈ-
র্ন জ্ঞায়তে যস্য হতোঽভিধানাৎ।
দিব্যেন তেষামুপলভ্য হন্তা
নিবর্ত্তনীয়ো নৃপসন্নিযুক্তৈঃ ॥৪৮॥
একা চেদ্বহুভিঃ কাপি দৈবাদ্ব্যাপাদিতা ভবেৎ।
পাদং পাদঞ্চ হত্যায়াশ্চরেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥৪৯॥

যদি চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত গরুকে কোনরূপ যন্ত্রণা দিতে হয়, অথব যদি (দূষিত) গর্ভ বিমোচন করাইতে হয়, তাহা হইলে সাধ্যানুসারে যঃ করা সত্ত্বেও যদি গরুর মৃত্যু হয়, তাহার নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না (৪৫) বহুসংখ্যক গাভি কিম্বা বৃষ যদি এক স্থানে বদ্ধ বা রুদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং যদি অনভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করার দরুণ গরুর মৃত্যু হয় তবে গো বধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। (৪৬) বৃষ কিম্বা গাভি অপমৃত্যুর সময় যাহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও আসন্ন মৃত্যু হইতে ইহাবে উদ্ধার করিতে চেষ্টা না করে, তাহাদিগের সকলকেই সম্পূর্ণ গো হত্যাজনিৎ পাতকের ভাগী হইতে হয়। (৪৭) যদি বহুলোক একত্র সমবেত হইয় কোন গাভি কিম্বা বৃষের উপর লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ দ্বারা উৎপীড়ন করে, এব তাহাতে যদি ঐ পশুর মৃত্যু হয়, এবং হত্যাকারীকে নির্দ্দেশ করিতে ন পারা যায়, তবে রাজা স্বীয় কর্ম্মচারী দ্বারা তাঁহাদিগের প্রত্যেককে শপথ করাইয়া ঐ হত্যাকারীকে নিরূপণ করিবেন। (৪৮) যদি বহু লোকে আঘাত দ্বারা কোন একটী গোবধ হয়, তবে হত্যাকারীদিগের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ সম্পূর্ণ গোবধের অংশ পরিমাণ (চতুর্থাংশ) প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। (৪৯)

হতেষু রুধিরং দৃশ্যং ব্যাধিগ্রস্তঃ কৃশো ভবেৎ।
নানা ভবতি দৃষ্টেষু এবমন্বেষণং ভবেৎ ॥৫০॥
মনুনা চৈবমেকেন সর্ব্বশাস্ত্রাণি জানতা।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তেনোক্তং গোঘ্নু চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৫১॥
কেশানাং রক্ষণার্থায় দ্বিগুণং গোব্রতং চরেৎ।
দ্বিগুণে ব্রত আদিষ্টে দক্ষিণা দ্বিগুণা ভবেৎ ॥৫২॥
রাজা বা রাজপুত্রো বা ব্রাহ্মণো বা বহুশ্রুতঃ।
অকৃত্বা বপনং তস্য প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৫৩ ॥
যস্য ন দ্বিগুণং দানং কেশশ্চ পরিরক্ষিতঃ।
তৎ পাপং তস্য তিষ্ঠেত বক্তা চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ৫৪ ॥
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পাপং সর্ব্বকেশেষু তিষ্ঠতি।
সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলিদ্বয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

গরু হত হইলে ইহার রুধির পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ইহা পূর্ব্বেই কৃশ কিম্বা কোন রূপ পীড়াগ্রস্ত ছিল কি না; কারণ দোষের তারতম্যানুসারে নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে। অতএব ইহা বিশেষ রূপ অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। (৫০) এক মাত্র সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী (ভগবান্) মনু গো হত্যা মাত্রেই চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। (৫১) গো হত্যার প্রায়শ্চিত্তের সময় যিনি কেশ রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, এবং দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ দক্ষিণাও প্রদান করিতে হইবে। (৫২) রাজা রাজপুত্র কিম্বা বহুজ্ঞান সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কেশ মুণ্ডন না করিয়াও প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারেন। (৫৩) যে ব্যক্তি কেশ রাখিবে অথচ দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত কিম্বা দ্বিগুণ দক্ষিণা প্রদান করিবে না, তাহার পাপ পূর্ব্ববৎ অক্ষত থাকে এবং বক্তা (পুরোহিত) নরক গমন করিয়া থাকে। (৫৪) যাহা কিছু পাপ করা যায় তাহা সমস্ত কেশের মধ্যে অবস্থান করে, অতএব সমস্ত কেশ হস্তে ধারণ করিয়া (অগ্রভাগের) দুই অঙ্গুলী পরিমাণ কেশ ছেদন করিবে। (৫৫) এই ব্যবস্থা কেবল কুমারী ও সধবা নারীদিগের প্রতিই প্রযোজ্য, এই সকল রমণীর সম্পূর্ণ মুণ্ডন, কিম্বা দূরে স্বতন্ত্র শয়ন অথবা স্বতন্ত্র ভোজনের বিধান নাই।

এবং নারীকুমারীণাং শিরসো মুণ্ডনং স্মৃতম্ ।
ন স্ত্রিয়াঃ কেশবপনং ন দূরে শয়নাশনম্ ॥ ৫৬ ॥
ন চ গোষ্ঠে বসেদ্রাত্রৌ ন দিবা গা অনুব্রজেৎ ।
নদীষু সঙ্গমে চৈব অরণ্যেষু বিশেষতঃ ॥ ৫৭ ॥
ন স্ত্রীণামজিনং বাসো ব্রতমেবং সমাচরেৎ ।
ত্রিসন্ধ্যং স্নানমিত্যুক্তং সুরাণামর্চ্চনং তথা ॥ ৫৮ ॥
বন্ধুমধ্যে ব্রতং তাসাং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিকম্ ।
গৃহেষু নিয়তং তিষ্ঠেচ্ছুচির্নিয়মমাচরেৎ ॥ ৫৯ ॥
ইহ যো গোবধং কৃত্বা প্রচ্ছাদয়িতুমিচ্ছতি ।
স যাতি নরকং ঘোরং কালসূত্রমসংশয়ম্ ॥ ৬০ ॥
বিমুক্তো নরকাত্তস্মান্মর্ত্ত্যলোকে প্রজায়তে ।
ক্লীবো দুঃখী চ কুষ্ঠী চ সপ্ত জন্মানি বৈ নরঃ ॥ ৬১ ॥
তস্মাৎ প্রকাশয়েৎ পাপং স্বধর্ম্মং সততং চরেৎ ।
স্ত্রীবালভৃত্যগোবিপ্রেষতিকোপং বিবর্জ্জয়েৎ ॥

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

---

(৫৬) ঐ রমণীগণ রাত্রিকালে গোষ্ঠে শয়ন অথবা দিবাভাগে গরুর অ গামিনী হইবে না, বিশেষতঃ নদীতে জন সমাগম স্থলে এবং অরণ্যে যাওয়া তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অবিধেয়। (৫৭) স্ত্রীলোক কখনও অজি পরিধান করিবে না, ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও দেবার্চ্চনাই তাহাদের কর্ত্তব্য ব্রত (৫৮) কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত স্ত্রীলোকের বন্ধু মধ্যেই সম্পন্ন করিবে, তাঁহ দিগের সর্ব্বদা গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক শুচি নিয়ম সকল প্রতিপালন ক উচিত। (৫৯) যে ইহলোকে গোবধ করিয়া তাহা গোপন করিতে চে করে, তাহাকে পরলোকে নিঃসন্দেহ কালসূত্র নামক ঘোর নরকে গম করিতে হয়। (৬০) ঐ ভীষণ নরক হইতে মুক্তিলাভ করিলেও তাঁহা পুনর্ব্বার মনুষ্য যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক বধির দুঃখী ও কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইয়া ক্রমে সাত জন্ম অতিবাহিত করিতে হইবে। (৬১) অতএব পাপ কার্য্য করিয়া তাহা প্রকাশ করিবে, কদাপি গোপন রাখিতে চেষ্টা করিবে না। এবং স্ত্রী জাতি, বালক ভৃত্য গো ও ব্রাহ্মণের প্রতি কখনও কোপ প্রকাশ করিবে না। (৬২)

পরাশর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

চাতুর্বর্ণ্যস্য সর্ব্বত্র হীয়ং প্রোক্তা তু নিষ্কৃতিঃ।
অগম্যাগমনে চৈব-শুদ্ধৌ চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ ১ ॥
একৈককং হ্রাসয়েৎ পিণ্ডং কৃষ্ণে শুক্লে চ বর্দ্ধয়েৎ।
অমাবাস্যাং ন ভুঞ্জীত এষ চান্দ্রায়ণো বিধিঃ ॥ ২ ॥
কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণস্তু গ্রাসঞ্চ পরিকল্পয়েৎ।
অন্যথা ভাবদুষ্টস্য ন ধর্ম্মো নৈব শুদ্ধ্যতি ॥ ৩ ॥
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্।
গোদ্বয়ং বস্ত্রযুগ্মঞ্চ দদ্যাদ্বিপ্রেষু দক্ষিণাম্ ॥ ৪ ॥
চাণ্ডালীঞ্চ শ্বপাকীঞ্চ হ্যভিগচ্ছতি যো দ্বিজঃ।
ত্রিরাত্রমুপবাসী স্যাদ্বিপ্রাণামনুশাসনাৎ ॥ ৫ ॥
সশিখং বপনং কুর্য্যাৎ প্রাজাপত্যত্রয়ঞ্চরেৎ।
ব্রহ্মকুর্চ্চং ততঃ কৃত্বা কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণতর্পণম্ ॥ ৬ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বর্ণের পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় বর্ণনা করিতেছি। অগম্যস্থলে গমন করিলে যে পাপ হয়, চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। (১) কৃষ্ণ পক্ষে প্রতিদিন এক এক গ্রাস হ্রাস, ও শুক্লপক্ষে প্রতি দিবস এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিতে থাকিবে, অমাবাস্যায় ভোজন করিবে না; এই চান্দ্রায়ণের বিধি। এক এক গ্রাস কুক্কুটাণ্ড সদৃশ বৃহৎ হইবে। যদি কেহ ইহার অন্যথাচরণ করে, তবে তাহার শুদ্ধি লাভ কিম্বা ধর্ম্মাচরণ কিছুই হইবে না। (৩) প্রায়শ্চিত্ত কার্য্য সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, এবং প্রত্যেককে দুইটী গাভি ও এক যোড়া কাপড় দক্ষিণা প্রদান করিবে। (৪) কোন ব্রাহ্মণ চাণ্ডালী অথবা স্বপাকী গমন করিলে ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞানুসারে তাহাকে ত্রিরাত্রি উপবাস করিতে হইবে। (৫) পরে তাহাকে শিখা সমেত সমস্ত কেশ মুণ্ডন করিয়া তিনটী প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে; এবং

গায়ত্রীঞ্চ জপেন্নিত্যং দত্ত্যাদ্গোমিথুনদ্বয়ম্।
বিপ্রায় দক্ষিণাং দত্ত্যাচ্ছুদ্ধিমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৭ ॥
ক্ষত্রিয়শ্চাপি বৈশ্যো বা চাণ্ডালীং গচ্ছতো যদি।
প্রাজাপত্যদ্বয়ং কুর্য্যাদ্দদ্যাদ্গোমিথুনন্তথা ॥ ৮ ॥
শ্বপাকীমথ চাণ্ডালীং শূদ্রো বৈ যদি গচ্ছতি।
প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং দত্ত্যাদ্গোমিথুনন্তথা ॥ ৯ ॥
মাতরং যদি গচ্ছেত ভগিনীং পুত্রিকাং তথা।
এতাস্তু মোহতো গত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রাংস্তু সমাচরেৎ ॥ ১০ ॥
চান্দ্রায়ণত্রয়ং কুর্য্যাচ্ছিশ্নচ্ছেদেন শুদ্ধ্যতি।
মাতৃস্বসৃগমে চৈব আত্মভেদনিদর্শনম্ ॥ ১১ ॥
অজ্ঞানাত্তান্তু যো গচ্ছেৎ কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণদ্বয়ম্।
দশগোমিথুনং দত্ত্যাচ্ছুদ্ধিঃ পারাশরোঽব্রবীৎ ॥ ১২ ॥

তদনন্তর বিধি পূর্ব্বক ব্রহ্মকূর্চ্চ * সম্পন্ন করিয়া ভোজনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিপুষ্ট করিবেক। (৬)
অতঃপর সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে গো মিথুন (একটি বৃষ ও একটি গাভি) প্রদান করিয়া নিঃসন্দেহ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবেক। (৭) যদি কোন ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য চাণ্ডালী গমন করে, তবে তাহাকে দুইটি প্রজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণকে গো মিথুন প্রদান করিতে হইবে। (৮) যদি কোন শূদ্র শ্বপাকী অথবা চাণ্ডালী গমন করে, তবে তাহাকে একটী কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান ও (ব্রাহ্মণকে) গো মিথুন প্রদান করিতে হইবে। (৯) যদি কোন ব্যক্তি মোহবশতঃ (ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানবিমূঢ় হইয়া) মাতা ভগিনী কিম্বা স্বীয় কন্যা গমন করে, তবে তাহাকে তিনটী কৃচ্ছ্র ব্রত পালন করিতে হইবে (১০) এবং তদনন্তর সে ব্যক্তি তিনটী চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া স্বীয় লিঙ্গ চ্ছেদপূর্ব্বক শুদ্ধিলাভ করিবে। জ্ঞানপূর্ব্বক মাতৃস্বসা গমন করিলেও লিঙ্গ চ্ছেদ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। (১১) অজ্ঞানতা বশতঃ মাতৃস্বসা গমন করিলে দুইটী চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান এবং

---

* ব্রহ্মকূর্চ্চ—একাদশ অধ্যায় ২৭—৩৬ শ্লোক; গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও কুশোদক, যথাবিধি এই সকল পান করাকে ব্রহ্ম কূর্চ্চ বলে।

পিতৃদারাম্ সমারুহ্য মাতুরাপ্তাঞ্চ ভ্রাতৃজাম্।
গুরুপত্নীং স্নুষাঞ্চৈব ভ্রাতৃভার্য্যাং তথৈবচ ॥ ১৩ ॥
মাতুলানীং সগোত্রাঞ্চ প্রাজাপত্যত্রয়ঞ্চরেৎ।
গোদ্বয়ং দক্ষিণাং দত্বা শুদ্ধ্যতে নাত্র সংশয় ॥ ১৪ ॥
পশুবেশ্যাদিগমনে মহিষ্যুষ্ট্রীকপীস্তথা।
খরীঞ্চ শূকরীং গত্বা প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥ ১৫ ॥
গোগামী চ ত্রিরাত্রেণ গামেকং ব্রাহ্মণে দদৎ।
মহিষ্যুষ্ট্রীখরীগামী ত্বহোরাত্রেণ শুদ্ধ্যতি ॥ ১৬ ॥
ডামরে সমরে বাপি দুর্ভিক্ষে বা জনক্ষয়ে।
বন্দিগ্রাহে ভয়ার্ত্তে বা সদা স্বস্ত্রীং নিরীক্ষয়েৎ ॥ ১৭ ॥
চাণ্ডালৈঃ সহ সম্পর্কং যা নারী কুরুতে ততঃ।
বিপ্রান্ দশবরান্ গত্বা স্বকং দোষং প্রকাশয়েৎ ॥ ১৮ ॥

(ব্রাহ্মণকে) দশটী বৃষ ও দশটী গাভি প্রদান করিলে শুদ্ধ হইতে পারা যায়; পরাশরের এই মত। (১২) যে ব্যক্তি বিমাতা, মাতার সহচরী, ভ্রাতষ্পুত্রী, পুত্রবধূ, ভ্রাতৃপত্নী, মাতুলানী, অথবা স্বগোত্র সমুদ্ভবা কোন কন্যা, এই সকলের যে কোন স্থলে গমন করে, তাহাকে তিনটী প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান ও দুইটী গো দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে। এইরূপে কার্য্য করিলে নিঃসন্দেহ সে শুদ্ধিলাভ করিবে। (১৩, ১৪) পশু বেশ্যা, মহিষী, উষ্ট্রী বানরী, গর্দ্দভী, ও শুকরী গমন করিলে প্রজাপত্য পালন করিতে হয়। (১৫) গাভী গমন করিলে ত্রিরাত্রকাল উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণকে একটী গাভী দান করিতে হইবে। মহিষী, উষ্ট্রী এবং গর্দ্দভী গমন করিলে এক দিবারাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। (১৬) মারামারি কাটাকাটির সময়, যুদ্ধের সময়, দুর্ভিক্ষের সময়, জনক্ষয় (অর্থাৎ মারীর) সময়, ভয়োপস্থিতির সময়, এবং কোন আক্রমণকারী বন্দী করিয়া লইয়া যাইবার সময়, সর্ব্বদা নিজ পত্নীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। (১৭) যে নারী কোন চণ্ডালের সহিত সহবাস করিবে, তাহাকে দশ জন প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণের নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় পাপ জ্ঞাপন করিতে হইবে। (১৮) গোময় জলপূর্ণ কর্দ্দমময় কূপ মধ্যে কণ্ঠ দেশ পর্য্যন্ত মগ্ন

আকণ্ঠসম্মিতে কূপে গোময়োদককর্দ্দমে।
তত্র স্থিত্বা নিরাহারা ত্বেকরাত্রেণ নিষ্ক্রমেৎ ॥ ১৯ ॥
সশিখং বপনং কৃত্বা ভুঞ্জীয়াদ্‌যাবকৌদনম্‌।
ত্রিরাত্রমুপবাসিত্বা হ্যেকরাত্রং জলে বসেৎ ॥ ২০ ॥
শঙ্খপুষ্পীলতামূলং পত্রঞ্চ কুসুমং ফলম্‌।
সুবর্ণং পঞ্চগব্যঞ্চ ক্বাথয়িত্বা পিবেজ্জলম্‌ ॥ ২১ ॥
একভক্তং চরেৎ পশ্চাৎ যাবৎ পুষ্পবতী ভবেৎ।
ব্রতং চরতি যদ্‌যাবত্তাবৎ সংবসতে বহিঃ ॥ ২২ ॥
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্‌।
গোদ্বয়ং দক্ষিণাং দত্ত্বাচ্ছুদ্ধিঃ পারাশরোঽব্রবীৎ ॥ ২৩ ॥
চাতুর্বর্ণস্য নারীণাং কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণব্রতম্‌।
যথা ভূমিস্তথানারী তস্মাত্তাং নতু দূষয়েৎ ॥ ২৪ ॥

করত অনশনে তথায় একরাত্রিকাল অতিবাহিত করিয়া তদনন্তর উত্থিতা হইতে হইবে। (১৯) অতঃপর শিখা সহিত সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া অর্দ্ধপক্ক যব ভোজন করিবেক। তাহার পর ত্রিরাত্রি উপবাস করিয়া এক রাত্রি জলে বাস করিবে। (২০) অনন্তর শঙ্খপুষ্পী, ফল পুষ্প পত্র লতার মূল এবং সুবর্ণ ও পঞ্চগব্য, এই সকল একত্রে নিষ্পেষণ পূর্ব্বক তাহার ক্বাথ পান করিবে। (২১) পরে ঋতুমতী না হওয়া পর্য্যন্ত এক পাকে একবার মাত্র আহার করিয়া থাকিবে। এবং এই ব্রতানুষ্ঠান সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে সর্ব্বদা বাহিরে অবস্থান করিতে হইবে, কদাপি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না, প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে ব্রাহ্মণকে (২২) ভোজন করাইয়া একটী গাভি ও একটী বৃষ দক্ষিণা প্রদান করিবে। পরাশর বলেন যে এই রূপে প্রায়শ্চিত্ত করিলে নিশ্চয় শুদ্ধ হইতে পারা যায়। (২৩) চতুর্ব্বর্ণের স্ত্রীগণ দোষ সংস্পৃষ্টা হইলে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করিবে। ভূমি ও নারী উভয়ই সমান; তাহারা একেবারে দূষিত ও অপবিত্র হয় না। (২৪) যে নারীকে বন্দীকৃতা করিয়া অন্যে উপভোগ করিয়াছে; অথবা যে প্রহার, কারারুদ্ধ, ভয় ও বলপ্রয়োগ দ্বারা পরের নিকট নিজের সতীত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে, পরাশর বলিতেছেন যে

বন্দিগ্রাহেণ যা ভুক্তা হত্বা বদ্ধা বলাদ্ভয়াৎ।
কৃত্বা সান্তপনং কৃচ্ছ্রং শুধ্যেৎ পরাশরোঽব্রবীৎ ॥২৫॥
সকৃদ্ভুক্তা তু যা নারী নেচ্ছন্তী পাপকর্ম্মভিঃ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ঋতু প্রস্রবণেন তু ॥২৬॥
পতত্যর্দ্ধং শরীরস্য যস্য ভার্য্যা সুরাং পিবেৎ।
পতিতার্দ্ধশরীরস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥ ২৭ ॥
গায়ত্রীং জপমানস্তু কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ ॥২৮॥
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
একরাত্র্যুপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতম্ ॥২৯॥
জারেণ জনয়েদ্গর্ভং গতে ত্যক্তে মৃতে পতৌ।
তাং ত্যজেদপরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপকারিণীম্ ॥৩০॥
ব্রাহ্মণী তু যদা গচ্ছেৎ পরপুংসা সমন্বিতা।
সা তু নষ্টা বিনির্দ্দিষ্টা ন তস্যাগমনং পুনঃ ॥৩১॥

সই নারী কৃচ্ছ্র সান্তপন অনুষ্ঠান করিলেই শুদ্ধ হইবে। (২৫) যে নারী কেবল একবার মাত্র পরকর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াছে, এবং যে আর এই পাপ কর্ম্মের অভিলাষ করে না, সে একটী প্রাজাপত্য ব্রত ও ঋতু প্রস্রবণ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। (২৬) যাহার ভার্য্যা সুরাপান করিবে, তাহার অর্দ্ধ শরীর পতিত হইবে, (এইরূপে) যাহার শরীরার্দ্ধ পতিত হইবে, তাহার আর নিষ্কৃতি নাই, অর্থাৎ তাহার নরকে গমণ ধ্রুব। (২৭)

কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রতাচরণকালে সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। (২৮) কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রতানুষ্ঠান সময়ে গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও কুশোদক পান করিয়া এক রাত্রি উপবাস করিতে হইবে। (২৯)

পতি বিদেশ গমন করিলে, কিম্বা পতিকে পরিত্যাগ করিয়া, অথবা পতির মৃত্যুর পর অন্যের সংযোগে যে রমণী গর্ভধারণ করে সেই পতিতা পাপকারিণীকে পর রাজ্যে পরিবর্জ্জন করিবে। (৩০) কোন ব্রাহ্মণী যদি পর পুরুষের সহিত চলিয়া যায়, তবে তাহাকে নষ্টা বলে, পুনর্ব্বার তাহার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন হইতে পারে না। (৩১) কাম কিম্বা মোহ বশতঃ কোন রমণী পতি পুত্র ও বন্ধুগণকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে তাহার পরলোক, বিশেষত

কামান্মোহাদ্‌যদা গচ্ছেত্ত্যক্তা বন্ধূন্ সুতান্ পতিম্॥
সা তু নষ্টা পরে লোকে মানুষেষু বিশেষতঃ ॥৩২॥
দশমে তু দিনে প্রাপ্তে প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে।
দশাহং ন ত্যজেন্নারী ত্যজেন্নষ্টশ্রুতা তথা ॥৩৩॥
ভর্ত্তা চৈব চরেৎ কৃচ্ছ্রং কৃচ্ছ্রার্দ্ধং চৈব বান্ধবাঃ।
তেষাং ভুক্ত্বা চ পিত্বা চ অহোরাত্রেণ শুদ্ধ্যতি ॥৩৪॥
ব্রাহ্মণী তু যদা গচ্ছেৎ পরপুংসা বিবর্জ্জিতা।
গত্বা পুংসাং শতং যাতি ত্যজেয়ুস্তাস্তু গোত্রিণঃ ॥৩৫॥
পুংসো যদি গৃহং গচ্ছেত্তদশুদ্ধং গৃহং ভবেৎ।
পিতৃমাতৃগৃহং যচ্চ জারস্যৈব তু তগৃহম্ ॥৩৬॥
উল্লিখ্য তগৃহং পশ্চাৎ পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি।
ত্যজেন্মৃন্ময়পাত্রাণি বস্ত্রং কাষ্ঠঞ্চ শোধয়েৎ ॥৩৭॥

লোক সমাজ (অর্থাৎ ইহলোকও) নষ্ট হয়। (৩২) পতি পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া রমণী চলিয়া গেলে, যদি দশ দিনের মধ্যে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন না করে তবে সেই রমণী প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে না, তাহাকে ভ্রষ্টা বলা যায়, রমণী কদাপি ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র দশ দিবস অবস্থান করিবে না। (৩৩) এরূপ স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে ভর্ত্তাকে কৃচ্ছ্রব্রত ও বন্ধুবর্গকে অর্দ্ধ কৃচ্ছ্রব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। যাহারা ইহাদের অন্ন ভোজন বা জল পান করিবে, তাহারা এক দিবা রাত্র উপবাস দ্বারা তৎ সংসর্গ জনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। (৩৪)

যদি কোন ব্রাহ্মণী পর পুরুষের সহগামিনী না হইয়া একাকিনী গৃহ হইতে চলিয়া যায় এবং শত পুরুষের সহিত সংসর্গ করে, তবে জ্ঞাতিগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। (৩৫) সেই রমণী কোন উপপতির গৃহে অবস্থান করিলে তাহা অপবিত্র হইবে, যদি সেই জার গৃহকে পশ্চাৎ পিতা মাতার গৃহ বলিয়া উল্লেখ করে তবে সেই গৃহ পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু সেই গৃহস্থিত মৃণ্ময় পাত্র সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্র ও দারুময় দ্রব্য শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। (৩৬,৩৭) ফল ও অন্যান্য সমুদয় দ্রব্য গোকেশ দ্বারা শুদ্ধ করিবে, তাম্র পাত্র পঞ্চগব্য ও

সম্ভারান্ শোধয়েৎ সর্ব্বান্ গোকেশৈশ্চ ফলোদ্ভবান্।
তাম্রাণি পঞ্চগব্যেন কাংস্যানি দশ ভস্মভিঃ ॥৩৮॥
প্রায়শ্চিত্তং চরেদ্বিপ্রো ব্রাহ্মণৈরুপপাদিতম্।
গোদ্বয়ং দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥৩৯॥
ইতরেষামহোরাত্রং পঞ্চগব্যেন শোধনম্।
সপুত্রঃ সহভৃত্যশ্চ কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥৪০॥
আকাশং বায়ুরগ্নিশ্চ মেধ্যং ভূমিগতং জলম্।
ন দুষ্যন্তীহ দর্ভাশ্চ যজ্ঞেষু চমসাস্তথা ॥৪১॥
উপবাসৈর্ব্রতৈঃ পুণ্যৈঃ স্নান সন্ধ্যার্চ্চনাদিভিঃ।
জপৈর্হোমৈস্তথা দানৈঃ শুদ্ধ্যন্তে ব্রাহ্মণাঃ সদা ॥৪২॥

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে দশমোঽধ্যায়ঃ।

কাংস্য পাত্র ভষ্ম দ্বারা দশবার মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে। (৩৮) যে ব্রাহ্মণের গৃহে ঐ ব্যভিচারিনী বাস করিয়াছিল, তিনি ব্রাহ্মণ হইতে ব্যবস্থা লইয়া একটী প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিয়া গোদ্বয় (গাভি ও বৃষ) দক্ষিণা প্রদান করিবেন। (৩৯) ঐ পাপিষ্ঠা রমণী যদি কোন ইতর জাতির গৃহে বাস করিয়া থাকে, তবে সে এক দিবা রাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা বিশুদ্ধ হইতে পারিবে। তৎপর সেই ব্যক্তি পুত্র ও ভৃত্যাদি সহ (সকলেই) ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। (৪০) আকাশ, বায়ু, অগ্নি ভূমিগত জল, দর্ভ ও যজ্ঞস্থ চমস এই সকল দূষিত হয় না। (৪১) ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই উপবাস, ব্রত, পুণ্য কর্ম্ম, স্নান সন্ধ্যার্চ্চনা জপ হোম ও দান দ্বার শুদ্ধি লাভ করিতে পারেন। (৪২)

পরাশর প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রের দশম অধ্যায় সমাপ্ত।
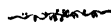
একাদশ অধ্যায়।

অমেধ্যরেতো গোমাংসং চাণ্ডালান্নমথাপি বা।
যদি ভুক্তন্তু বিপ্রেণ কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥১॥
তথৈব ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্তদর্দ্ধন্তু সমাচরেৎ।
শূদ্রোঽপ্যেবং যদা ভুঙক্তে প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥২॥
পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রো ব্রহ্মকূর্চ্চং পিবেদ্দ্বিজঃ।
একদ্বিত্রিচতুর্গাশ্চ দদ্যাদ্বিপ্রাদনুক্রমাৎ ॥৩॥
শূদ্রান্নং সূতকস্যান্নং অভোজ্যস্যান্নমেবচ।
শঙ্কিতং প্রতিষিদ্ধান্নং পূর্ব্বোচ্ছিষ্টং তথৈব চ ॥৪॥
যদি ভুক্তন্তু বিপ্রেণ অজ্ঞানাদাপদাপি বা।
জ্ঞাত্বা সমাচরেৎ কৃচ্ছ্রং ব্রহ্মকূর্চ্চন্তু পাবনম্ ॥৫॥
ব্যালৈর্নকুলমার্জ্জারৈ রন্নমুচ্ছিষ্টিতং যদা।
তিলদর্ভোদকৈঃ প্রোক্ষ্য শুদ্ধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৬॥

ব্রাহ্মণ অপবিত্র রেত, গোমাংস, কিম্বা চণ্ডলান্ন ভোজন করিলে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিবে। (১) ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য ঐ সকল আহার করিলে তাহার অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত ও শূদ্র তৎ সমুদয় ভোজন করিলে প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিবে। (২) এরূপ স্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মকূর্চ্চ এবং শূদ্র পঞ্চগব্য পান করিবে ও দক্ষিণা স্থলে ব্রাহ্মণ একটী, ক্ষত্রিয় দুইটী, বৈশ্য তিনটী ও শূদ্র চারিটী গো প্রদান করিবে। (৩)

শূদ্রান্ন, অশৌচান্ন, অভোজ্যান্ন, শঙ্কিতান্ন, নিষিদ্ধান্ন, কিম্বা পূর্ব্বোচ্ছিষ্টান্ন যদি কোন ব্রাহ্মণ আপৎকালে কিম্বা অজ্ঞানতা বশতঃ ভোজন করে তাহা হইলে যখন ইহা জানিতে পারিবে, তখনই কৃচ্ছ্রব্রতানুষ্ঠান করিয়া পাপনাশক ব্রহ্মকূর্চ্চ সেবন করিবে। (৪,৫)

সর্প, নকুল, কিম্বা মার্জ্জারাদি কর্ত্তৃক অন্ন উচ্ছিষ্ট হইলে তিল সংযুক্ত কুশোদক দ্বারা প্রক্ষালন করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে, সংশয় নাই। (৬) শূদ্র অভোজ্য অন্ন ভোজন করিলে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে;

শূদ্রোঽপ্যভোজ্যং ভুক্ত্বান্নং পঞ্চ গব্যেন শুদ্ধ্যতি।
ক্ষত্রিয়োবাপি বৈশ্যশ্চ প্রাজাপত্যেন শুদ্ধ্যতি ॥৭॥
একপংক্ত্যুপবিষ্টানাং বিপ্রাণাং সহ ভোজনে।
যদ্যেকোঽপি ত্যজেৎ পাত্রং শেষমন্নং ন ভোজয়েৎ ॥৮॥
মোহাদ্বা লোভতস্তত্র পংক্তাবুচ্ছিষ্টভোজনে।
প্রায়শ্চিত্তং চরেদ্বিপ্রঃ কৃচ্ছ্রং সান্তপনস্তথা ॥৯॥
পীযূষশ্বেতলসুনবৃন্তাকফলগৃঞ্জনম্।
পলাণ্ডুং বৃক্ষনির্য্যাসং দেবস্বং করকাণি চ ॥১০॥
উষ্ট্রিক্ষীরমবিক্ষীরমজ্ঞানাদ্ভুঞ্জতি দ্বিজঃ।
ত্রিরাত্রমুপবাসী স্যাৎ পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥১১॥
মণ্ডূকং ভক্ষয়িত্বা চ মূষিকামাংসমেব চ।
জ্ঞাত্বা বিপ্রস্ত্বহোরাত্রং যাবকান্নেন শুদ্ধ্যতি ॥১২॥

ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য ঐ রূপ অভোজ্যান্ন ভোজন করিলে একটী প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া পাপ মুক্ত হইতে পারিবে। (৭)

এক পংক্তিতে উপবিষ্ট হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ একত্র আহার করিবার সময় যদি কোন ব্যক্তি ভোজন পাত্র পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যায়, তবে অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে শেষ অন্ন ভোজন না করিয়া পাত্র ত্যাগ করিতে হইবে। (৮) কোন ব্রাহ্মণ যদি লোভ কিম্বা মোহ বশতঃ পংক্তির উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ শেষান্ন ভোজন করেন, তবে তাহাকে কৃচ্ছসান্তপন ব্রতাচরণ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। (৯) কোন ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতা নিবন্ধন দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ রসুন, বৃন্তাকফল (অর্থাৎ বেগুন), গাঁজা, পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), বৃক্ষ নির্য্যাস, দেবস্ব করকা (শিল), ও উষ্ট্রীদুগ্ধ অথবা ছাগীদুগ্ধ ভোজন করিলে ত্রিরাত্রি উপবাসী থাকিয়া তাহাকে পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে হইবে। (১০,১১) (অজ্ঞানতা বশত, কোন ব্রাহ্মণ) মণ্ডূক (ভেক) অথবা মূষিক মাংস ভোজন করিয়া যখন ইহা জানিতে পারিবেন, তখন এক দিবারাত্রি উপবাস থাকিয়া যাবকান্ন ভোজনদ্বারা তিনি শুদ্ধি লাভ করিবেন। (১২)

ব্রাহ্মণগণ, ক্রিয়াবান্ ও শুদ্ধাচারী ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্যের গৃহে যাগ যজ্ঞ ও

ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ।
তদ্গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ ॥১৩॥
ঘৃতং তৈলং তথা ক্ষীরং গুড়ং তৈলেন পাচিতম্।
গত্বা নদীতটে বিপ্রো ভুঞ্জীয়াচ্ছূদ্রভোজনম্ ॥১৪॥
অজ্ঞানাদ্ভুঞ্জতে বিপ্রাঃ সূতকে মৃতকেঽপিবা।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তেষাং বর্ণে বর্ণে বিনির্দ্দিশেৎ ॥১৫॥
গায়ত্র্যষ্টসহস্রেণ শুদ্ধঃ স্যাচ্ছূদ্রসূতকে।
বৈশ্যে পঞ্চসহস্রেণ ত্রিসহস্রেণ ক্ষত্রিয়ঃ ॥১৬॥
ব্রাহ্মণস্য যদা ভুঙ্‌ক্তে প্রাণায়ামেন শুদ্ধ্যতি।
অথবা বামদেব্যেন সাম্না* চৈকেন শুদ্ধ্যতি ॥১৭॥
শুষ্কান্নং গোরসং স্নেহং শূদ্রবেশ্মন আগতম্।
পক্বং বিপ্রগৃহে পূতং ভোজ্যং তন্মনুরব্রবীৎ ॥১৮॥

শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কর্ম্মোপলক্ষে ভোজন করিতে পারেন। (১৩) ব্রাহ্মণগণ শূদ্র (প্রদত্ত) আহার্য্য ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, গুড় ও তৈলপক্কদ্রব্য নদী তীরে গমন করিয়া আহার করিতে পারেন। (১৪) অজ্ঞানতা বশত কোন ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্রের) সূতক অথবা মৃতকাশৌচান্ন গ্রহণ করিলে জাতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্নরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইবে। (১৫) শূদ্রের অশৌচান্ন আহার করিলে ব্রাহ্মণ আট হাজারবার গায়ত্রী জপ করিবেন, বৈশ্যের অশৌচান্ন গ্রহণ করিলে তিনি পাঁচ হাজারবার গায়ত্রী জপ করিবেন, এবং ক্ষত্রিয়ের অশৌচান্ন আহার করিলে তিন হাজারবার গায়ত্রী জপ করিয়া পাপমুক্ত হইবেন। (১৬) ব্রাহ্মণের অশৌচান্ন গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারেন, অথবা বামদেব্য সাম * পাঠ করিয়া পাপমুক্ত হইতে পারেন। (১৭) শূদ্র গৃহ হইতে আগত শুষ্কান্ন (অর্থাৎ তণ্ডুল প্রভৃতি) গোরস (দুগ্ধ, ঘৃত ইত্যাদি) ও তৈল ব্রাহ্মণের গৃহে পাক করিলে, তাহা পবিত্র ও ভোজ্য, ইহা মনু ও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (১৮) আপাৎকালে কোন ব্রাহ্মণ শূদ্র গৃহে শূদ্রান্ন ভোজন করিলে

---

* সামবেদের যে অংশ দ্বারা বামদেবের উপাসনা হইয়া থাকে।

আপৎকালে তু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্রগৃহে যদি।
মনস্তাপেন শুদ্ধ্যেত দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ ॥১৯॥
দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥২০॥
শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো* হ্যসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ ॥২১॥
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং সমুৎপন্নস্তু যঃ সুতঃ।
স গোপাল ‡ ইতি জ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্নসংশয়ঃ ॥২২॥

তিনি অনুতাপের দ্বারা অথবা শতবার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইতে পারিবেন। (১৯)

ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগের মধ্যে দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী ও যে ব্যক্তি আত্ম সমর্পণ করে তাহার অন্ন ভোজন করিতে পারেন। (২০) ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র কন্যাতে উৎপন্ন ব্যক্তির যদি ব্রাহ্মণ দ্বারা সংস্কার হয় তবে তাহাকে দাস বলা যায়। * ঐরূপে সমুৎপন্ন ব্যক্তির যদি ব্রাহ্মণ দ্বারা সংস্কার না হয় তবে তাহাকে নাপিত বলে। (২১) ক্ষত্রিয় ও শূদ্র কন্যা সংযোগে সমুৎপন্ন পুত্র গোপাল † বলিয়া পরিচিত, ব্রাহ্মণেরা ইহাদের অন্ন ভোজন করিতে পারেন, ইহাতে সংশয় নাই। (২২) ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য

---

* অমরকোষে দাসের অর্থ ধীবর এবং জটাধর দাসশব্দের অর্থ জেলে লিখিয়াছেন। বোধ হয় কৈবর্ত্তগণই দাস পদ বাচ্য। শ্রীহট্ট প্রদেশে দাস নামে এক জাতি আছে। ইহারা ব্রাহ্মণ কায়স্থের দাসত্ব করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ অনুসারে শূদ্র ও (বৈশ্যা) সংযোগে এই জাতির উৎপত্তি নির্ণীত হইয়াছে।

† উশনা সংহিতার মতে বিপ্র ও বৈশ্যার অবৈধ সংযোগ দ্বারা এই জাতির উৎপত্তি।

‡ মনুর মতে ক্ষত্রিয়ের শূদ্রাপত্নীতে উৎপন্ন সন্তান উগ্র অর্থাৎ আঘুরী নামে খ্যাত হইয়াছে। (৯ অধ্যায় ৮ম শ্লোক) কিন্তু পরাশর গোপালদিগের উৎপত্তি ও এইরূপেই লিখিয়াছেন। আমাদিগের মতে ইহারা আমাদের দেশের সদ্গোপ। আর এক শ্রেণীর গোপাল আছে ইহারা আভীর নামে পরিচিত। মনুর মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও অম্বষ্ঠার গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ অনুসারে গোপালের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে আভীরের জন্ম। প্রাচীনকালে গোপালগণ গৌড় নামে খ্যাত ছিল। এই গোপাল বা গৌড় জাতি দ্বারা বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী গৌড়নগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বৈশ্যকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
আর্দ্ধিকঃ * স তু বিজ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ ॥২৩॥
ভাণ্ডস্থিতমভোজ্যেষু জলং দধি ঘৃতং পয়ঃ।
অকামতস্তু যো ভুঙ্‌ক্তে প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥২৪॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বাপ্যুপসর্পতি।
ব্রহ্মকূর্চ্চোপবাসেন যথাবর্ণস্য নিষ্কৃতিঃ ॥২৫॥
শূদ্রাণাং নোপবাসঃ স্যাচ্ছূদ্রো দানেন শুদ্ধ্যতি।
ব্রহ্মকূর্চ্চমহোরাত্রং শ্বপাকমপি শোধয়েৎ ॥২৬॥
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
নির্দ্দিষ্টং পঞ্চগব্যন্তু পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥২৭॥

কন্যাতে সমুৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে আর্দ্ধিক বা অর্দ্ধসীরী বলে, বিপ্রগণ ইহাদের অন্ন ভোজন করিতে পারেন তাহাতে সংশয় নাই। * (২৩)

যাহার অন্ন বা জল গ্রহণ করা যাইতে পারে না, কোন ব্রাহ্মণ অকামত যদি তাহার ভাণ্ডস্থিত জল, দধি, ঘৃত অথবা দুগ্ধ পান করেন, তবে তাহাকে কি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে তাহা বলিতেছি। (২৪) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র ঐ পাতাকের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার জন্য আসিলে যথা বর্ণানুসারে তাহাকে উপবাস পূর্ব্বক ব্রহ্মকূর্চ্চ পানের ব্যবস্থা দিবেন, ইহাতেই তাহার নিষ্কৃতি লাভ হইবে। (২৫) শূদ্রের জন্য উপবাসের আবশ্যক নাই, দান করিয়াই শূদ্র পাপমুক্ত হইবে, অহোরাত্রি উপবাস পূর্ব্বক ব্রহ্ম-কূর্চ্চ পান করিলে শ্বপাক চণ্ডাল ও শুদ্ধ হইতে পারে। (২৬) গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত এই পঞ্চগব্য ও কুশোদক (ইহাই ব্রহ্মকূর্চ্চ) পবিত্র ও পাপ নাশক। (২৭)

---

* পরাশর আর্দ্ধিক বা অর্দ্ধসীরীদিগের উৎপত্তি যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন। মনু অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি ও সেইরূপই লিখিয়াছেন।

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠোনামজায়তে।

মনু, ৮। ৯ শ্লোক।

গোমূত্রং কৃষ্ণবর্ণায়াঃ শ্বেতায়া গোময়ং হরেৎ।
পয়শ্চ তাম্রবর্ণায়া রক্তায়া দধি চোচ্যতে ॥২৮॥
কপিলায়া ঘৃতং গ্রাহ্যং সর্ব্বং কাপিলমেব বা।
গোমূত্রস্য পলং দদ্যাদ্দধ্নস্ত্রিপলমুচ্যতে ॥২৯॥
আজ্যস্যৈকপলং দদ্যাদঙ্গুষ্ঠার্দ্ধন্তু গোময়ম্।
ক্ষীরং সপ্তপলং দদ্যাৎ পলমেকং কুশোদকম্ ॥৩০॥
গায়ত্র্যাগৃহ্য গোমূত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্।
আপ্যায়স্বেতি চ ক্ষীরং দধিক্রাব্ণেতি বৈ দধি ॥৩১॥
তেজোসি শুক্রমিত্যাজ্যং দেবস্য ত্বা কুশোদকম্।
পঞ্চগব্যমৃচা পূতং স্থাপয়েদগ্নিসন্নিধৌ ॥৩২॥

কৃষ্ণবর্ণা গাভির মূত্র, শ্বেত গাভির মল; তাম্রবর্ণা গাভির দুগ্ধ, রক্তবর্ণা গাভির দধি, কপিলা গাভির ঘৃত গ্রহণীয়, এই সকলের অভাবে একমাত্র কপিলা গাভিরই এই পঞ্চ দ্রব্য গ্রহণ করিবে; গোমূত্র ১পল, ঘৃত ১পল, গোময় অঙ্গুষ্ঠাঙ্গ পরিমিত, দুগ্ধ ৭ পল, ও কুশোদক এক পল লইতে হইবে। (২৮, ২৯, ৩০) গায়ত্রী পাঠ করিয়া গোমূত্র, "গন্ধ দ্বারা"—ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া গোময়, "আপ্যায়স্ব" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দুগ্ধ, "দধিক্রাব্ণ"—মন্ত্রদ্বারা দধি, 'তেজোসি শুক্রমস্যমৃতমসি" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘৃত, এবং "দেবস্য ত্বা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশোদক গ্রহণ করিবে এবং (বেদোক্ত পঞ্চমন্ত্র দ্বারা) পঞ্চগব্য শোধন করিয়া অগ্নি সমীপে স্থাপন করিতে হইবে। (৩১,৩২) তদনন্তর "আপোহিষ্ঠা ময়োভুব" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ ছয় প্রকার পদার্থ একত্র সংমিশ্রণ করত, "মানস্তোক" মন্ত্র পাঠ দ্বারা ইহাকে মন্ত্রপূত করিবে এবং সপ্ত সংখ্যক হইতে কম পত্র বিশিষ্ট, শুক পক্ষীর ন্যায়—বর্ণযুক্ত অচ্ছিন্নাগ্র কুশ বৃক্ষ দ্বারা সেই পঞ্চগব্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা যথাবিধানে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর ঋগ্বেদান্তর্গত "ইরাবতী ইদং বিষ্ণুর্মানস্তোকে চ শংবতী" এই মন্ত্র দ্বারা সকুশ পঞ্চগব্য দ্বারা হোম কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বয়ং হুতশেষ পান করিবে। প্রথমত প্রণব পাঠ পূর্ব্বক ইহা বিলোড়ন করত ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে করিতে তাহা মন্থন করিবে, এবং অবশেষে ঐ প্রণব পাঠ পূর্ব্বক উহা উত্তোলন করিয়া পুনর্ব্বার প্রণব

আপোহিষ্ঠেতি চালোড্য মানস্তোকেতি মন্ত্রয়েৎ।
সপ্তাবরাস্তু যে দর্ভা অচ্ছিন্নাগ্রাঃ শুকত্বিষঃ॥৩৩॥
এভিরুদ্ধৃত্য হোতব্যং পঞ্চগব্যং যথাবিধি।
ইরাবতী ইদংবিষ্ণুর্মানস্তোকেচ শংবতী॥৩৪॥
এতৈরুদ্ধৃত্য হোতব্যং হুতশেষং স্বয়ং পিবেৎ।
আলোড্য প্রণবেনৈব নির্ম্মথ্য প্রণবেন তু॥৩৫॥
উদ্ধৃত্য প্রণবেনৈব পিবেচ্চ প্রণবেন তু॥৩৬॥
যত্ত্বগস্থিগতং পাপং দেহে তিষ্ঠতি দেহিনাম্।
ব্রহ্মকূর্চ্চো দহেৎ সর্ব্বং যথৈবাগ্নিরিবেন্ধনম্॥৩৭॥
পিবতঃ পতিতং তোয়ং ভাজনে মুখনিঃসৃতম্।
অপেয়ং তদ্বিজানীয়াদ্ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥৩৮॥
কূপে চ পতিতং দৃষ্ট্বা শ্বশৃগালৌ চ মর্কটম্।
অস্থি চর্ম্মাদি পতিতং পীত্বামেধ্যা অপো দ্বিজঃ॥৩৯॥
নারন্তু কূপে কাকঞ্চ বিড়্‌বরাহখরোষ্ট্রকম্।
গাবয়ং সৌপ্রতীকঞ্চ মায়ূরং খড়্গকং তথা॥৪০॥

উচ্চারণ করিতে করিতেই তাহা পান করিতে হইবে। ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬) যে পাপ প্রাণিগণের অস্থিগত হইয়া ইহাদের শরীরে অবস্থান করে, অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ করে, ব্রহ্মকূর্চ্চ ও স্তরে স্তরে সেই পাপকে তদ্রূপ ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। (৩৭) জল পান করিবার সময় যদি তাহা মুখভ্রষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার পানীয় পাত্রে পতিত হয়, তবে সেই জল আর পানোপযোগী নহে। যদি কেহ তাহা পান করে, তবে তাহাকে চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। শৃগাল কিম্বা বানর, অথবা (ঐ সকল জন্তুর) অস্থিচর্ম্ম কূপমধ্যে পতিত হইলে জল অপবিত্র হয়, যদি সেই জল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য পান করেন (তবে তাহাদিগকে বর্ণানুসারে যথা বর্ণিত নিম্ন লিখিত নিয়মানুযায়ী প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিতে হইবে) (৩৯) কূপ মধ্যে মনুষ্য, কাক, বিড়াল, বরাহ গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ব্যাঘ্র ভল্লুক অথবা সিংহের অস্থি কিম্বা কঙ্কাল পতিত হইলে জল দূষিত হয়। ইহা দ্বারা তড়াগের জলও অপবিত্র হইয়া থাকে। (৪০, ৪১) সেইকূপ কিম্বা তড়াগের জল পান করিলে কোন জাতির কিরূপ

বৈয়াঘ্রমার্ক্ষং সৈংহং বা কুণপং যদি মজ্জতি।
তড়াগস্যাথ দুষ্টস্য পীতং স্যাদুদকং যদি ॥৪১॥
প্রায়শ্চিত্তং ভবেৎ পুংসঃ ক্রমেণৈতেন সর্ব্বশঃ।
বিপ্রঃ শুদ্ধ্যেত্ত্রিরাত্রেণ ক্ষত্রিয়স্তু দিনদ্বয়াৎ ॥৪২॥
একাহেন তু বৈশ্যস্তু শূদ্রো নক্তেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৪৩ ॥
পরপাকনিবৃত্তস্য পরপাকরতস্য চ।
অপচস্য চ ভুক্ত্বান্নং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ ৪৪ ॥
অপচস্য চ যদ্দানে দাতুশ্চাস্য কুতঃ ফলম্।
দাতা প্রতিগ্রহীতা চ দ্বৌ তৌ নিরয়গামিনৌ ॥ ৪৫ ॥
গৃহীত্বাগ্নিং সমারোপ্য পঞ্চ যজ্ঞান্ন বর্ত্তয়েৎ।
পরপাকনিবৃত্তোঽসৌ মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৬ ॥
পঞ্চযজ্ঞং স্বয়ং কৃত্বা পরান্নেনোপজীবতি।
সততং প্রাতরুত্থায় পরপাকরতো হি সঃ ॥ ৪৭ ॥

প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে তাহা ক্রমে বলিতেছি, ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্রি, ক্ষত্রিয় দুই দিন, বৈশ্য এক দিন ও শূদ্র এক রাত্রি উপবাস থাকিয়া শুদ্ধ হইতে পারে। (৪২, ৪৩)

পরপাক নিবৃত্ত, ও পরপাক নিরত, এই উভয় প্রকার এবং অপচ ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণকে চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিতে হইবে। (৪৪) * অপচব্রাহ্মণকে দান করিলে দাতার কোন ফল হয় না, (বিশেষতঃ) দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই নরকে গমন করে। (৪৫)

অগ্নিগ্রহণ পূর্ব্বক সংস্থাপন করিয়া যে ব্যক্তি পঞ্চ যজ্ঞ করে না, মুনিগণ তাহাকে পরপাক নিবৃত্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। (৪৬) প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া স্বয়ং পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যে ব্যক্তি পরান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাকে পরপাকরত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (৪৭) যে ব্রাহ্মণ গৃহস্থধর্ম্ম পরিবর্জ্জিত হইয়া (অর্থাৎ পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না

---

* পরপাক নিবৃত্ত, পরপাক নিরত, ও অপচ শব্দের ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী ৪৬, ৪৭, ও ৪৮ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

গৃহস্থধর্ম্মৈর্যো বিপ্রো দদাতি পরিবর্জ্জিতঃ।
ঋষিভির্ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞৈরপচঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৪৮ ॥
যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মা স্তেষু ধর্ম্মেষু যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপা হি ব্রাহ্মণাঃ ॥৪৯॥
হুঙ্কারং ব্রাহ্মণস্যোক্ত্বা ত্বঙ্কারঞ্চ গরীয়সঃ।
স্নাত্বা তিষ্ঠন্নহঃশেষমভিবাদ্য প্রসাদয়েৎ॥ ৫০ ॥
তাড়য়িত্বা তৃণেনাপি কণ্ঠে বাবধ্য বাসসা।
বিবাদেনাপি নির্জ্জিত্য প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ॥ ৫১ ॥
অবগূর্য্য ত্বহোরাত্রং ত্রিরাত্রং ক্ষিতিপাতনে।
অতিকৃচ্ছ্রঞ্চ রুধিরে কৃচ্ছ্রমন্তরশোণিতে॥ ৫২ ॥
নবাহমতিকৃচ্ছ্রং স্যাৎ পাণিপূরান্নভোজনম্।
ত্রিরাত্রমুপবাসঃ স্যাদতিকৃচ্ছ্রঃ স উচ্যতে॥ ৫৩ ॥

করিয়া, দান করে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ তাহাকে অপচ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। (৪৮)

যুগে যুগে যে ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, যে সকল ব্রাহ্মণ সেই সেই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হন, তাহাদের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ সেই সকল ব্রাহ্মণ যুগ রূপের অবতার। (৪৯) ব্রাহ্মণের প্রতি হুঙ্কার ও বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি "তুমি" বাক্য প্রয়োগ করিয়া, স্নানান্তে দিবাশেষ পর্য্যন্ত (অনাহার থাকিয়া) অভিবাদন দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করিবে। (৫০) যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তৃণ দ্বারাও তাড়না করে, কিম্বা কণ্ঠে বস্ত্র প্রদান করে অথবা বিবাদে ব্রাহ্মণকে পরাজয় করে তাহাহইলে প্রণিপাত দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে। (৫১) কেহ ব্রাহ্মণের প্রতি লাঠী, কীল প্রভৃতি ওঠাইলে, এক দিবারাত্র তাহাকে নিরশন থাকিতে হইবে। ব্রাহ্মণকে ধাক্কা দ্বারা মাটিতে ফেলিয়া দিলে ত্রিরাত্রি উপবাস করিবে, কেহ ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে যদি ঐ স্থানে রক্ত জমিয়া যায় তবে পাপক্ষয় নিমিত্ত তাহাকে কৃচ্ছ্রব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। (৫২) এক এক মুষ্টি পরিমাণ অন্ন আহার করিয়া নয় রাত্রি অতিবাহিত করাকে অতি কৃচ্ছ্রব্রত ও ত্রিরাত্রি উপবাস করাকে কৃচ্ছ্রব্রত বলে। (৫৩) যদি এককালে নানা প্রকার পাপশঙ্কট

সর্ব্বেষামেব পাপানাং সঙ্করে সমুপস্থিতে।
শতসাহস্রমভ্যস্তা গায়ত্রী শোধনং পরম্‌ ॥৫৪॥

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

উপস্থিত হয়, তবে (ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া) কেবল একলক্ষ বার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। (৪৫)

পরাশর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দুঃস্বপ্নং যদি পশ্যেত্তু বান্তে বা ক্ষুরকর্ম্মণি।
মৈথুনে প্রেতধূমে চ স্নানমেব বিধীয়তে ॥ ১ ॥
অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাং বা পিবতে যদি।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২ ॥
অজিনং মেখলা দণ্ডো ভৈক্ষচর্য্যা ব্রতানি চ।
নিবর্ত্তন্তে দ্বিজাতীনাং পুনঃসংস্কারকর্ম্মণি ॥ ৩ ॥
স্ত্রীশূদ্রস্য তু শুদ্ধ্যর্থং প্রাজাপত্যং বিধীয়তে।
পঞ্চগব্যং ততঃ কৃত্বা স্নাত্বা পীত্বা বিশুদ্ধ্যতি ॥ ৪ ॥
জলাগ্নিপতনে চৈব প্রব্রজ্যানাশকেষু চ।
প্রত্যবসিতমেতেষাং কথং শুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ৫ ॥
প্রাজাপত্যদ্বয়েনাপি তীর্থাভিগমনেন চ।
বৃষৈকাদশদানেন বর্ণাঃ শুদ্ধ্যন্তি তে ত্রয়ঃ ॥ ৬ ॥

দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে, বমন করিলে, ক্ষৌর কর্ম্ম হইলে, স্ত্রী সম্ভোগ করিলে, অথবা গাত্রে চিতাধুম লাগিলে স্নান করা বিধিবিহিত। (১) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় যদি অজ্ঞানতা বশত বিণ্মূত্র অথবা সুরা পান করে দ্বিজ তাহা হইলে পুনর্ব্বার সংস্কার কালে অজিন, মেখলা, দণ্ড, ভিক্ষাচল ও ব্রত নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। (৩) স্ত্রী ও শূদ্রের পাপ বিমোচনার্থ প্রথমত প্রাজাপত্য ব্রত ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তদনন্তর স্নান করিয়া পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। (৪) স্নান ও অগ্নি কার্য্য বন্ধ হইলে অথবা প্রব্রজ্যা নষ্ট হইলে কি প্রকারে শুদ্ধিলাভ করিবে তাহা বলিতেছি। (৫) এরূপ স্থলে দুইটী প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান কিম্বা তীর্থ গমন করিয়া অথবা একাদশটী বৃষ দক্ষিণা প্রদান করিয়া তিনবর্ণ (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। (৬) ব্রাহ্মণ বনে গমন করিয়া চতুষ্পথে শিখা সহিত মস্তক মুণ্ডন করিবেন তৎপর তিনটী প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিয়া গোদ্বয় দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে

ব্রাহ্মণস্য প্রবক্ষ্যামি বনং গত্বা চতুষ্পথম্।
সশিখং বপনং কৃত্বা প্রাজাপত্যত্রয়ঞ্চরেৎ ॥ ৭ ॥
গোদ্বয়ং দক্ষিণাং দত্বাচ্ছুদ্ধিঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
মুচ্যতে তেন পাপেন ব্রাহ্মণত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮ ॥
স্নানানি পঞ্চ পুণ্যানি কীর্ত্তিতানি মনীষিভিঃ।
আগ্নেয়ং বারুণং ব্রাহ্মং বায়ব্যং দিব্যমেব চ ॥ ৯ ॥
আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানমবগাহ্য তু বারুণম্।
আপোহিষ্ঠেতি চ ব্রাহ্মং বায়ব্যং রজসা স্মৃতম্ ॥ ১০ ॥
যত্তু সাতপবর্ষেণ স্নানং তদ্দিব্যমুচ্যতে।
তত্র স্নানেতু গঙ্গায়াং স্নাতো ভবতি মানবঃ ॥১১॥
স্নানার্থং বিপ্রমায়ান্তং দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ।
বায়ুভূতাহি গচ্ছন্তি তৃষার্ত্তাঃ সলিলার্থিনঃ ॥ ১২ ॥
নিরাশাস্তে নিবর্ত্তন্তে বস্ত্রনিষ্পীড়নে কৃতে।
তস্মান্ন পীড়য়েদ্বস্ত্রমকৃত্বা পিতৃতর্পণম্ ॥ ১৩ ॥

(ব্রাহ্মণেরা ইহা দ্বারাই শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন) স্বয়ম্ভু মনুও স্বয়ং ইহা বলিয়া গিয়াছেন, (এইরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা) ব্রাহ্মণ পাপমুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবেন। (৭, ৮) মনীষিগণ বলিয়াছেন আগ্নেয়, বারুণ, ব্রাহ্ম, বায়ব্য ও দিব্য এই পঞ্চ প্রকার স্নান দ্বারা, শরীর পবিত্র হয়। (৯) ভস্ম দ্বারা শরীর মার্জ্জনা করিলে আগ্নেয় স্নান, জলে অবগাহন করিলে তাহাকে বারুণ স্নান, "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মানসিক স্নানকে ব্রাহ্ম, ও ধূলি দ্বারা শরীর মার্জ্জনা করিলে বায়ব্য স্নান বলিয়া থাকে। রৌদ্রের সময় বৃষ্টি জলে স্নান করিলে ইহা দিব্য স্নান বলিয়া কথিত হয়, এই দিব্য স্নান দ্বারা মানব গণের গঙ্গা স্নানের তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। (১০, ১১)

ব্রাহ্মণ যৎকালে স্নানার্থে গমন করেন, সেই সময় দেব ও পিতৃগণ বায়ুরূপে তৃষিত হৃদয়ে জলের জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন। (১২) বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিলে তাহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান, অতএব পিতৃগণকে তর্পণ না করিয়া বস্ত্র নিষ্পীড়ন করা উচিত নহে। (১৩) স্নানান্ত জলে দাড়াইয়া যে দ্বিজ কেশ বিধোনন করেন অথবা জলের উপর আচমন

বিধুনোতি হি যঃ কেশান্ স্নাতঃ প্রস্রবতো দ্বিজঃ।
আচামেদ্বা জলস্থোঽপি ন বাহ্যঃ পিতৃদৈবতৈঃ॥ ১৪॥
শিরঃ প্রাবর্ত্তকং বদ্ধা মুক্তকচ্ছশিখোঽপি বা।
বিনা যজ্ঞোপবীতেন আচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ॥ ১৫॥
জলে স্থলস্থো নাচামেজ্জলস্থশ্চ বহিঃস্থলে।
উভে স্পৃষ্ট্বা সমাচান্ত উভয়ত্র শুচির্ভবেৎ॥ ১৬॥
স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে সুপ্তে ভুক্তে রথ্যোপসর্পণে।
আচান্তঃ পুনরাচামেদ্বাসো বিপরিধায় চ॥ ১৭॥
ক্ষুতে নিষ্ঠীবিতে চৈব দন্তোচ্ছিষ্টে তথানৃতে।
পতিতানাঞ্চ সম্ভাষে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ॥ ১৮॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সোমঃ সূর্য্যোঽনিলস্তথা।
তে সর্ব্বে হ্যপি তিষ্ঠন্তি কর্ণে বিপ্রস্য দক্ষিণে॥ ১৯॥
দিবাকরকরৈঃ পূতং দিবাস্নানং প্রশস্যতে।
অপ্রশস্তং নিশি স্নানং রাহোরন্যত্র দর্শনাৎ॥ ২০॥

করেন, দেব ও পিতৃগণ তৎপ্রদত্ত জল গ্রহণ করেন না। (১৪) মস্তকে উষ্ণীষ সংরক্ষণ করিলে, অথবা কেশ উন্মোচন ও কাচা খুলিয়া রাখিলে অথবা যজ্ঞোপবীত ছাড়িয়া থাকিলে, আচমন করিয়াও শুচি হইতে পারিবে না। (১৫) জলে থাকিয়া স্থলে আচমণ কিম্বা স্থলে দাড়াইয়া জলে আচমণ করিবে না, জলস্থল উভয় স্পর্শ করিয়া উভয় স্থলে আচমন করিলে শুচি হইতে পারা যায়। (১৬) স্নানান্তে, পানান্তে, হাঁচিলে, শয়ন কিম্বা ভোজনান্তে, পাঠ শ্রবণ কিম্বা বস্ত্র পরিবর্ত্তনান্তে কৃতাচমন ব্যক্তি পুনর্ব্বার আচমন করিবেন। (১৭) হাঁচিলে, নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিলে, দন্তোচ্ছিষ্ট হইলে, অথবা মিথ্যা কথা বলিলে, কিম্বা পতিত সম্ভাষণ করিলে দক্ষিণ শ্রবণ স্পর্শ করিবে। (১৮) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, ও বায়ু, ইহারা সকলে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে সর্ব্বদা বাস করেন। (১৯) দিবাকরের কিরণ থাকা সময়ে (অর্থাৎ দিবা) স্নানই প্রশস্ত, রাহুদর্শন (অর্থ চন্দ্র গ্রহণ) ভিন্ন নিশা কালে স্নান করা অপ্রশস্ত। (২০) মরুতগণ * বসুগণ †, রুদ্র ‡

---

* সপ্তমরুৎ। † অষ্ট বসু। ‡ একাদশ রুদ্র।

মরুতো বাসবো রুদ্রা আদিত্যাশ্চাদিদেবতাঃ।
সর্ব্বে সোমে বিলীয়ন্তে তস্মাৎ স্নানন্তু তদ্‌গ্রহে ॥ ২১ ॥
খলযজ্ঞে বিবাহে চ সংক্রান্তৌ গ্রহণেষু চ।
শর্ব্বর্য্যাং দানমেতেষু নান্যত্রেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ২২ ॥
পুত্রজন্মনি যজ্ঞে চ তথা চাত্যয়কর্ম্মণি।
রাহোশ্চ দর্শনে দানং প্রশস্তং নান্যথা নিশি ॥ ২৩ ॥
মহানিশা তু বিজ্ঞেয়া মধ্যস্থ প্রহরদ্বয়ম্।
প্রদোষপশ্চিমৌ যামৌ দিনবৎ স্নানমাচরেৎ ॥ ২৪ ॥
চৈত্যবৃক্ষশ্চিতিস্থশ্চ চণ্ডালঃ সোমবিক্রয়ী।
এতাংস্তুব্রাহ্মণঃ স্পৃষ্ট্বা সবাসা জলমাবিশেৎ ॥ ২৫ ॥
অস্থিসঞ্চয়নাৎ পূর্ব্বং রুদিত্বা স্নানমাচরেৎ।
অন্তর্দশাহে বিপ্রস্য পূর্ব্বমাচমনং ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

আদিত্য গণ * ও অন্যান্য দেবতাগণ সকলেই চন্দ্রে বিলীন থাকেন, অতএব চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে স্নান করা কর্ত্তব্য। (২১)

খলযজ্ঞ, বিবাহ, সংক্রান্তি ও গ্রহণ প্রভৃতি সময়ে রাত্রিকালে দান করা বিহিত, তদ্ব্যতিত অন্য সময়ে রাত্রিতে দান কর্ত্তব্য নহে। (২২) পুত্র জন্মিলে, যজ্ঞে প্রবৃত্ত কিম্বা স্বস্ত্যয়ণ করিতে হইলে, অথবা রাহু দর্শনে রাত্রিকালে দান করা প্রশস্ত অন্য সময় নিশীতে সুপ্রশস্ত নহে। (২৩) মধ্যস্থ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরকে মহানিশা বলা হইয়া থাকে। রজনীর প্রথম ও শেষ প্রহরে দিনবৎ স্নান করিবে। (২৪) চিতিস্থিত চৈত্যবৃক্ষ চণ্ডাল এবং সোমবিক্রয়কারীকে (অর্থাৎ সুরী) স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ সবস্ত্র স্নান করিবেন। (২৫)

অস্থি সঞ্চয়নের পূর্ব্বে রোদন করিলেই স্নান করিতে হইবে, দশাহ মধ্যে রোদন করিলে ব্রাহ্মণগণ আচমন করিয়া পশ্চাৎ স্নান করিবেন। (২৬)

দিবাকর রাহুগ্রস্থ হইলে সমস্ত জল গঙ্গাজল সম হইয়া থাকে, চন্দ্র

---

* দ্বাদশ আদিত্য।

সর্ব্বং গঙ্গাসমং তোয়ং রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
সোমগ্রহে তথৈবোক্তং স্নানদানাদিকর্ম্মসু ॥ ২৭॥
কুশপূতন্তু যৎস্নানং কুশেনোপস্পৃশেদ্দ্বিজঃ।
কুশেনোদ্ধৃততোয়ং যৎ সোমপানসমং স্মৃতম্ ॥ ২৮ ॥
অগ্নিকার্য্যাৎ পরিভ্রষ্টাঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতাঃ।
বেদঞ্চৈবানধীয়ানাঃ সর্ব্বে তে বৃষলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৯ ॥
তস্মাদ্বৃষলভীতেন ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
অধ্যেতব্যোঽপ্যেকদেশো যদি সর্ব্বং ন শক্যতে ॥ ৩০ ॥
শূদ্রান্নরসপুষ্টস্যাপ্যধীয়ানস্য নিত্যশঃ।
জপতো জুহ্বতো বাপি গতিরুক্তা ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥
শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ তু সহাসনম্।
শূদ্রাজ্জ্ঞানাগমশ্চাপি জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ ॥ ৩২ ॥
মৃতসূতকপুষ্টাঙ্গো দ্বিজঃ শূদ্রান্নভোজনে।
অহং তাং ন বিজানামি কাংকাং যোনিং গমিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

গ্রহণেও ঐরূপ, অতএবই সেই সময় স্নান দানাদি কর্ম্ম বিধি বিহিত। (২৭) কুশ পূতোদকে স্নান করিয়া কুশজলে আচমন পূর্ব্বক কুশোদ্ধৃত জল পান করিলে সোমপান সদৃশ ফল লাভ হইয়া থাকে। (২৮) অগ্নি কার্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট, সন্ধ্যোপাসনা বিবর্জ্জিত, ও বেদ পাঠ বিরত ব্রাহ্মণগণকে বৃষল (শূদ্র) বলা যায়। অতএব (২৯) বৃষল হইবার ভয়ে ব্রাহ্মণের সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিতে অসমর্থ হইলেও অন্ততঃ একাংশ অধ্যায়ন করা কর্ত্তব্য। (৩০) শূদ্রান্ন দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া সর্ব্বদা বেদ অধ্যয়ন ও জপ হোম করিলে ও তাহার শাস্ত্রোক্ত সদ্‌গতি লাভ হয় না। (৩১)

শূদ্রান্ন, শূদ্র সংশ্রব, শূদ্র সহবাস, ও শূদ্র হইতে জ্ঞান লাভ, এই সকল জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত ব্যক্তিকেও পতিত করিয়া থাকে। (৩২) শূদ্রের মৃত ও সূতকাশৌচের অন্নভোজন দ্বারা যে ব্রাহ্মণের শরীর পুষ্ট হইয়াছে, তাহাকে কোন কোন যোণিতে গমন করিতে হইবে, তাহা আমি বিশেষ রূপে অবগত নহি। (৩৩) তাহাকে দ্বাদশ জন্ম গৃধ্র, দশজন্ম শূকর, সপ্ত জন্ম

গৃধ্রো দ্বাদশ জন্মানি দশ জন্মানি শূকরঃ।
শ্বযোনৌ সপ্ত জন্ম স্যাৎ ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥
দক্ষিণার্থন্তু যো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেচ্ছূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥
মৌনব্রতং সমাশ্রিত্য আসীনো ন বদেদ্দ্বিজঃ।
ভুঞ্জানো হি বদেদ্‌যস্তু তদন্নং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৬ ॥
অৰ্দ্ধে ভুক্তে তু যো বিপ্রস্তস্মিন্‌ পাত্রে জলং পিবেৎ।
হতং দৈবঞ্চ পিত্র্যঞ্চ আত্মানঞ্চোপঘাতয়েৎ ॥ ৩৭ ॥
ভাজনেষু চ তিষ্ঠৎসু স্বস্তি কুর্ব্বন্তি যে দ্বিজাঃ।
ন দেবাস্তৃপ্তিমাযান্তি নিরাশাঃ পিতরস্তথা ॥ ৩৮ ॥
গৃহস্থস্তু যদা যুক্তো ধৰ্ম্মমেবানুচিন্তয়েৎ।
পোষ্যধর্ম্মার্থসিদ্ধ্যর্থং ন্যায়বর্ত্তী সুবুদ্ধিমান্‌ ॥ ৩৯ ॥
ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্তেন কর্ত্তব্যং জ্ঞানরক্ষণম্‌।
অন্যায়েন তু যো জীবেৎ সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৪০ ॥

কুক্কুর হইতে হইবে, ইহা (ভগবান) মনু বলিয়াছেন। (৩৪) দক্ষিণাগ্রহণ করিয়া যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের জন্য হোম করেন, সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র সদৃশ ও শূদ্র ব্রাহ্মণ সদৃশ হয়। (৩৫) মৌনব্রত আসনোপবিষ্ট ব্রাহ্মণ কোনরূপ শব্দ করিবেন না, ভোজন করিতে করিতে যিনি কথা কহিবেন, তিনি সেই অন্ন পরিত্যাগ করিবেন (অর্থাৎ ভোজনে বিরত হইবেন)। (৩৬) অৰ্দ্ধ ভোজনান্তে যে বিপ্র সেই পাত্রে জলপান করিবেন, তাহার দৈব ও পিতৃ কর্ম্ম নষ্ট হইবে এবং আত্মাকে ও উপঘাত করিবে। (৩৭) তর্পণের পাত্র উপস্থিত থাকাতে যে ব্রাহ্মণ তর্পণ না করেন তাহার পিতৃ ও দেবগণ পরিতৃপ্ত না হইয়া নিরাশার সহিত ফিরিয়া যান। (৩৮) ন্যায়ানুবর্ত্তী বুদ্ধিমান গৃহস্থ যৎকালে পুত্রকলত্রাদি) পুষ্যবর্গ প্রতিপালনরূপ ধর্ম্ম সাধনে লিপ্ত থাকিবেন, তৎকালে নিরত ধর্ম্ম চিন্তাই করিবেন। (৩৯) ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা জ্ঞানকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, অন্যায় রূপে যে ব্যক্তি জীবিকা

অগ্নিচিৎ কপিলা সত্রী রাজা ভিক্ষুর্মহোদধিঃ।
দৃষ্টমাত্রং পুনন্ত্যেতে তস্মাৎ পশ্যেত্তু নিত্যশঃ ॥ ৪১ ॥
অরণিং কৃষ্ণমার্জারশ্চন্দনং সুমণিং ঘৃতম্।
তিলান্ কৃষ্ণাজিনং ছাগং গৃহে চৈতানি রক্ষয়েৎ ॥ ৪২ ॥
গবাং শতং সৈকবৃষং যত্র তিষ্ঠত্য যন্ত্রিতম্।
তৎক্ষেত্রং দশগুণিতং গোচর্ম্ম পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৩ ॥
ব্রহ্মহত্যাদিভির্মর্ত্ত্যো মনো বাক্কায়কর্ম্মজৈঃ।
এতদ্গোচর্ম্মদানেন মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ৪৪ ॥
কুটুম্বিনে দরিদ্রায় শ্রোত্রিয়ায় বিশেষতঃ।
যদ্দানং দীয়তে তস্মৈ তদায়ুর্ব্বৃদ্ধিকারকম্ ॥ ৪৫ ॥
আষোড়শদিনাদর্ব্বাক্ স্নানমেব রজস্বলা।
অত ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রং স্যাদুশনা মুনিরব্রবীৎ ॥ ৪৬ ॥

উপার্জ্জন করে, সে সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে বহিস্কৃত হইয়া থাকে। (৪০) সাগ্নিকব্রাহ্মণ, কপিলাগাভি, সত্রী (অর্থাৎ যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তি) রাজা, ভিক্ষুক ও সমুদ্র—ইহাদের দর্শনেই পবিত্র হইয়া থাকে, অতএব ইহাদিগকে সর্ব্বদা দর্শন করা উচিত। (৪১) অরণি, কৃষ্ণমার্জ্জার, চন্দন, উৎকৃষ্ট মণি, ঘৃত, তিল, কৃষ্ণাজিন ও ছাগ—এই সমস্ত গৃহে রাখা কর্ত্তব্য। (৪২) একশত গাভি ও একটী বৃষ মুক্ত অবস্থায় যে ক্ষেত্রে অবস্থান করিতে পারে, তাহার দশগুণ বৃহৎ ক্ষেত্র গোচর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। (৪৩) কোন ব্যক্তি মন, বাক্য কিম্বা কার্য্য দ্বারা ব্রহ্মহত্যাদি পাতক করিলে ঐ রূপ গোচর্ম্ম দান দ্বারা পাপমুক্ত হইতে পারে। (৪৪) বহু পরিবার বিশিষ্ট দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়াক যে দান করা যায় তদ্দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (৪৫)

কোন রমণী ষোল দিন মধ্যে পুনর্ব্বার রজস্বলা হইলে কেবল স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ইহার পরে হইলে ত্রিরাত্রি অশুচি থাকিবে। ইহা উশনা ও বলিয়াছেন। (৪৬) চণ্ডালীকে স্পর্শ করিলে দুই দিন, প্রসূতিকে

যুগং যুগদ্বয়ঞ্চৈব ত্রিযুগঞ্চ চতুর্যুগম্।
চাণ্ডালসূতিকোদক্যাপতিতানামধঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৭ ॥
ততঃ সন্নিধিমাত্রেণ সচেলং স্নানমাচরেৎ।
স্নাত্বাবলোকয়েৎ সূর্য্যমজ্ঞানাৎ স্পৃশতে যদি ॥ ৪৮ ॥
বাপীকূপতড়াগেষু ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
তোয়ং পিবতি বক্ত্রেণ শ্বযোনৌ জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৪৯ ॥
যস্তু ক্রুদ্ধঃ পুমান্ ভার্য্যাং প্রতিজ্ঞায়াপ্যগম্যতাম্।
পুনরিচ্ছতি তাং গন্তুং বিপ্রমধ্যে তু শ্রাবয়েৎ ॥৫০॥
শ্রান্তঃ ক্রুদ্ধস্তমোভ্রান্ত্যা ক্ষুৎপিপাসাভয়ার্দ্দিতঃ।
দানং পুণ্যমকৃত্বা চ প্রায়শ্চিত্তং দিনত্রয়ম্ ॥ ৫১ ॥
উপস্পৃশেত্রিষবণং মহানদ্যুপসঙ্গমে।
চীর্ণান্তে চৈব গাং দত্ত্বাব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্দশ ॥ ৫২ ॥

পর্শ করিলে চারি দিন, রজস্বলাকে স্পর্শ করিলে ছয় দিন, ও পতিতা মণীকে স্পর্শ করিলে আট দিন অশৌচ হইবে। (৪৭) অতএব ইহারা নিকটবর্ত্তী হইলেই সবস্ত্র স্নান করিবে, অজ্ঞানতাবশতঃ ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নানান্তে সূর্য্যদর্শণ করিবে। (৪৮)

জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ বাপীকূপ ও তড়াগ মধ্যে মুখদিয়া (অর্থাৎ পশুর ন্যায়) জল পান করিলে জন্মান্তরে নিশ্চয়ই তাহাকে কুক্কুর যোনিতে উৎপন্ন হইতে হইবে। (৪৯) যদি কোন পুরুষ ক্রোধবশতঃ স্বীয় ভার্য্যাতে উপগত হইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনর্ব্বার সেই স্ত্রীতে উপগত হইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের নিকট তাহা প্রকাশ করিবে। (৫০)। যদি কেহ শ্রান্তি, ক্রোধ, তমোগুণজনিত ভ্রান্তি, ক্ষুৎপিপাসা অথবা ভয়াদি বশতঃ কাতরতা নিবন্ধন দান কিম্বা পুণ্যকর্ম্মাদি না করে, তাহা হইলে তাহাকে তিন দিন এই রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে যে, মহানদীর সঙ্গমে প্রত্যহ তিন বার স্নান করিয়া, প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাহাকে দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া গোদক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে। (৫১ ৫২) নিষিদ্ধাচরণকারী দুরাচার ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন

দুরাচারস্য বিপ্রস্য নিষিদ্ধাচরণস্য চ।
অন্নং ভুক্ত্বা দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্দিনমেকমভোজনম্ ॥ ৫৩ ॥
সদাচারস্য বিপ্রস্য তথা বেদান্তবাদিনঃ।
ভুক্ত্বান্নং মুচ্যতে পাপাদহোরাত্রন্তু বৈ নরঃ ॥ ৫৪ ॥
ঊর্দ্ধোচ্ছিষ্টমধোচ্ছিষ্টমন্তরীক্ষমৃতৌ তথা।
কৃচ্ছ্রত্রয়ং প্রকুর্ব্বীত অশৌচমরণে তথা ॥ ৫৫ ॥
কৃচ্ছ্রে দেব্যযুতঞ্চৈব প্রাণায়ামশতত্রয়ম্।
পুণ্যতীর্থেনার্দ্রশিরঃ স্নানং দ্বাদশসংখ্যয়া। ৫৬ ॥
দ্বিযোজনং তীর্থ যাত্রা কৃচ্ছ্রমেবং প্রকল্পিতম্ ॥ ৫৭ ॥
গৃহস্থঃ কামতঃ কুর্য্যাদ্রেতসঃ সেচনং ভুবি।
সহস্রন্তু জপেদ্দেব্যাঃ প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ সহ ॥ ৫৮ ॥
চাতুর্বেদ্যোপপন্নস্তু বিধিবদ্ব্রহ্মঘাতকে।
সমুদ্রসেতুগমনপ্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৫৯ ॥

করিতে হইলে ব্রাহ্মণকে একদিবস উপবাস করিতে হইবে। (৫৩) সদাচারী ও বেদান্তবাদী ব্রাহ্মণের অন্ন একদিবা রাত্র ভোজন করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। (৫৪) ঊর্দ্ধোচ্ছিষ্ট অথবা অধোচ্ছিষ্ট অবস্থায় কিম্বা অন্তরীক্ষে কাহারও মৃত্যু হইলে তিনটী কৃচ্ছ্রব্রত দ্বারা তাহাকে শু করিতে হইবে। (কিন্তু সংগ্রামক্ষেত্রে এরূপ মৃত্যু হইলে তাহাতে দোষ স্প হইতে পারে না)। (৫৫) কৃচ্ছ্রব্রতানুষ্ঠান কালে দশ সহস্র বার গায়ত্রী জপ তিন শত বার প্রাণায়াম করিতে হইবে, এবং পূণ্যতীর্থে আর্দ্রশিরে দ্বাদশবা স্নান করিয়া পশ্চাৎ দুই যোজন দূরবর্ত্তী তীর্থে যাত্রা করিলে কৃচ্ছ্রব্রত সম পন হইবে। (৫৬ ৫৭)

গৃহস্থ কামত ভূমিতে রেত সেচন করিলে তাহাকে তিন বার প্রাণায়া ও সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। (৫৮) চতুর্ব্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম হত্যাকারী পাতকীকে সমুদ্র সেতুগমন রূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাপ্রদা

সেতুবন্ধপথে ভিক্ষাং চাতুর্ব্বর্ণ্যাৎ সমাচরেৎ।
বর্জ্জয়িত্বা বিকর্ম্মস্থাংশ্ছত্রোপানদ্বিবর্জ্জিতঃ॥ ৬০॥
অহং দুষ্কৃতকর্ম্মা বৈ মহাপাতককারকঃ।
গৃহদ্বারেষু তিষ্ঠামি ভিক্ষার্থী ব্রহ্মঘাতকঃ॥ ৬১॥
গোকুলেষু বসেচ্চৈব গ্রামেষু নগরেষু চ।
তথা বনেষু তীর্থেষু নদীপ্রস্রবণেষু চ॥ ৬২॥
এতেষু খ্যাপয়ন্নেনঃ পুণ্যং গত্বা তু সাগরম্।
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্॥ ৬৩॥
রামচন্দ্রসমাদিষ্টং নলসঞ্চয়সঞ্চিতম্।
সেতুং দৃষ্ট্বা সমুদ্রস্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥ ৬৪॥
যজেত বাশ্বমেধেন রাজা তু পৃথিবীপতিঃ।
পুনঃ প্রত্যাগতো বেশ্ম বাসার্থমুপসর্পতি॥ ৬৫॥

বন। (৫৯) ঐ ব্যক্তি সেতু বন্ধ গমন কালে পথে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও শূদ্র এই চারি জাতির নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে রত ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা করিবে না, পাদুকা ও ছত্র ব্যবহার ত পারিবে না (৬০) আমি দুষ্কর্ম্মান্বিত মহাপাতকী ও ব্রহ্ম হত্যা- ভিক্ষার্থ দ্বারে অবস্থান করিতেছি, (এই বলিয়া ভিক্ষা করিবে)) গোকুলে, গ্রামে, নগরে, তীর্থে ও নদী প্রস্রবণ স্থলে (ঐ ব্যক্তি) করিবে। (৬২) ঐ ঐ স্থানে স্বকৃত পাপপ্রকাশ করিতে হইবে। তৎ- বিত্র সাগরে গমন করিয়া, রামচন্দ্রের আদেশানুসারে নলকর্ত্তৃক নির্ম্মিত াজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন আয়ত, সেতুদর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যা ত পাপ হইতে মুক্ত লাভ করিতে পারিবে। (৬৩ ৬৪) আথবা (এই ার জন্য) পৃথিবী পতি রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। অশ্বমেধের রক্ষার্থ তৎসহ ভ্রমণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার স্বীয় ভবনে উপ- হইলে পুত্র ও ভৃত্য গণের সহিত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া চতুর্ব্বেদজ্ঞ ণকে এক শত গো দক্ষিণা প্রদান করিবেন। (৬৫ ৬৬) এইরূপে

সপুত্রঃ সহ ভৃত্যৈশ্চ কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥
গাশ্চৈবৈকশতং দদ্যাচ্চাতুর্ব্বেদ্যেষু দক্ষিণাম্ ॥ ৬৬ ॥
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন ব্রহ্মহা তু বিমুচ্যতে।
সবনস্থাং স্ত্রিয়ং হত্বা ব্রহ্মহত্যাব্রতং চরেৎ ॥ ৬৭ ॥
মদ্যপশ্চ দ্বিজঃ কুর্য্যান্নদীংগত্বা সমুদ্রগাম্।
চান্দ্রায়ণে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥ ৬৮ ॥
অনডুৎসহিতাং গাঞ্চ দদ্যাদ্বিপ্রেষু দক্ষিণাম্ ॥ ৬৯ ॥
অপহৃত্য সুবর্ণন্তু ব্রাহ্মণস্য ততঃ স্বয়ম্।
গচ্ছেন্মুষলমাদায় রাজাভ্যাসং বধায় তু ॥ ৭০ ॥
ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি রাজ্ঞাসৌ মুক্ত এব চ।
কামকারকৃতং যৎ স্যান্নান্যথা বধমর্হতি ॥ ৭১ ॥
আসনাচ্ছয়নাদ্যানাৎ সম্ভাষাৎ সহভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥ ৭২ ॥
চান্দ্রায়ণং যাবকঞ্চ তুলাপুরুষ এব চ।
গবাঞ্চৈবানুগমনং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৭৩ ॥

ব্রাহ্মণের প্রসাদে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্ত লাভ করিতে পার যজ্ঞ কিম্বা ব্রতানুষ্ঠানে দীক্ষিত স্ত্রীকে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপের ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। (৬৭)

মদ্যপান করিলে ব্রাহ্মণকে সাগরগামিনী নদীতে গমন করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে [illegible] তাহার দক্ষিণা-স্বরূপ ব্রাহ্মণকে একটী বৃষ ও একটী গাভি প্রদান করিতে হইবে। (৬৯) যে ব্রাহ্মণের সুবর্ণ অপহরণ করে (সেই চোরকে) এবং একটী মুষল হস্তে বধের জন্য রাজার নিকট গমন করিবে। (৭০) সেই পাপ কামকৃত না হইলে রাজা তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন, তাহাতেই পাতকের ক্ষয় হইবে। আর জ্ঞানকৃত পাপ হইলে রাজা তাহার প্রাণদণ্ড বিধান করিবেন। (৭১) জলে বিক্ষিপ্ত তৈল বিন্দুর ন্যায় একত্র উপবেশন, একত্র ভোজন ও একত্র সম্ভাষণ দ্বারা পাপ সকল শরীরান্তরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। (৭২) চান্দ্রায়ণ,

এতৎ পারাশরং শাস্ত্রং শ্লোকানাং শতপঞ্চকম্‌।
দ্বিনবত্যা সমাযুক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রস্য সংগ্রহঃ ॥ ৭৪ ॥
যথাধ্যয়নকর্ম্মাণি ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং তথা।
অধ্যেতব্যং প্রযত্নেন নিয়তং স্বর্গগামিনা ॥ ৭৫ ॥

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ
সমাপ্তাচেয়ং পরাশরসংহিতা।

যাবকাহার, তুলা পুরুষ ও গাভির অনুগমন প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। (৭৩)

এই পরাশর সংহিতায় পাঁচশত বিরনব্বইটী শ্লোকে ধর্ম্মশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে, অধ্যয়ন কর্ম্মের ন্যায় এই ধর্ম্মশাস্ত্রও নিত্য; স্বর্গ গমনাভিলাষী ব্যক্তি ইহা যত্নের সহিত নিয়ত পাঠ করিবেন। (৭৪, ৭৫)

পরাশর উক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।